৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

চাকরির নানা খবর দুয়ের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ১১ শ্রাবণ – ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩১ ঃ ২৭ জুলাই – ২ আগস্ট, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 39, 27 July - 2 August, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আদালতের রায়ে ২০১৪ সালের টেটের তথ্য খুঁজতে

মরিয়া সিবিআই। এবার আর একটি মামলায় ২০১৭ এর টেটের ডিজিটাল তথ্য জমা দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

রবিবার : বাংলাদেশে কিছুতেই রাশ টানা যাচ্ছে না সংরক্ষন বিরোধী

ছাত্র আন্দোলনে। সেনা নামিয়েও মিলছে না সুরাহা। ইতিমধ্যে প্রাণ গেছে ১০০ র উপরে। এবার দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও ছাত্ররা অনড় ।

সোমবার : চারিদিকে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার ঢাক পেটানো হলেও

এমপ্লয়িস প্রভিডেন্ট ফান্ড–এর মত সামাজিক সুরক্ষা সংস্থার তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার অবনতি বিপাকে ফেলেছে লক্ষ লক্ষ গ্রাহককে। অবস্থার উন্নতি চেয়ে সরব কর্মী অফিসাররা।

মঙ্গলবার : অনিয়মের অভিযোগে গত বেশ কয়েক বছর ধরে

১০০দিনের কাজ প্রকল্পে বরাদ্দ না পাওয়ায় আর্থিক সমীক্ষায় জায়গাই পেল না বাংলার গ্রামীণ দুর্দশা। এই প্রকল্পে কাজের চাহিদার সঙ্গে গ্রামীণ অর্থনীতির দুর্দশার কোনো সম্পর্ক নেই বলেও জানিয়েছে সমীক্ষা।

বুধবার : ভোটের পরে পেশ হল কেন্দ্রীয় বাজেট। যুব সমাজকে কাজের

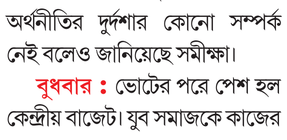

উপযুক্ত করে তুলতে প্রস্তাব দেওয়া হল ইন্টার্নশিপ চালুর। তবে সবটাই বেসরকারি ক্ষেত্রকে উদ্দেশ্য করে। সরকারি শূন্যপদ পূরণের কোনো প্রস্তাব নেই বাজেটে।

বৃহস্পতিবার : ডেঙ্গির মরশুম শুরু হয়েছে রাজ্যে। সঙ্গে চিন্তা আরও

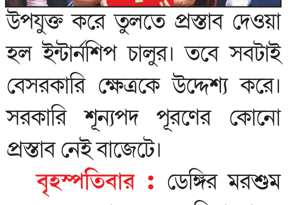

বাড়াচ্ছে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষন। তারা বলছেন পাল্টে গিয়েছে ডেঙ্গির চরিত্র। আগের উপসর্গ দেখে চিকিৎসা করলে ভুল হবে, জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

শুক্রবার : এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কি মানসিক

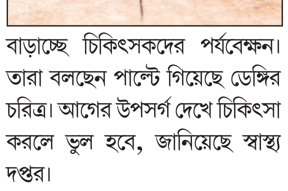

ভরসাম্যহীন দুষ্কৃতি ছাত্রদের আখড়া হয়ে উঠেছে? যাদবপুরের পর এই প্রশ্ন জাগাচ্ছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক প্রাক্তন ছাত্রের দ্বারা এক ছাত্রীকে ছুরি মারার ঘটনা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

এবারের বাজেটে কাজের অধিকার কর্পোরেটের দয়ার দানে পরিণত

ওঙ্কার মিত্র

ভাতা দেব, ভর্তুকি দেব, তবু সরকারি পদে স্থায়ী চাকরি দেব না। এই হল তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম নির্মলা বাজেটের মূল সুর। অর্থমন্ত্রী কর্মসংস্থানকে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের থিম বললেও বন্ধ করে রাখলেন সরকারি নিয়োগের দরজা। অর্থাৎ ভারতে আর্থিক বিশ্বায়নের পর কংগ্রেস সরকার নিয়োগ সিল করে রাখার যে ট্রেন্ড শুরু করেছিল তা আজও সমানে চলেছে। বরং এই রোগ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্যে রাজ্যে। নোটবন্দি ও কোভিডের পরে বিপুল কর্মসংস্থানে কোপ পড়লেও তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

গত এপ্রিলেও দেশে বেকারত্বের হার ১ শতাংশ বেড়ে ৮ শতাংশ পেরিয়েছে। এবারের ভোটে বিরোধী থেকে শাসক সবারই ইস্যু ছিল কর্মসংস্থান। আশা ছিল ভোট পেরিয়ে নতুন বাজেটে নিয়োগের সুযোগ বাড়বে। কিন্তু কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া কিছুই মিলল না। অর্থমন্ত্রী বক্তৃতায় কর্মসংস্থানের গুরুত্ব মেনে নিয়েও সব দায় চাপিয়ে দিলেন কর্পোরেট সংস্থাগুলোর হাতে। তারা চাকরি দেবে, প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা দেবে সরকার, চাকরি দেওয়ার জন্য সরকারের থেকে উৎসাহ ভাতা পাবে নিয়োগ সংস্থাগুলি, ৫০০ কর্পোরেট সংস্থায় ইন্টার্নশীপের সুযোগ দিলে ভর্তুকি দেবে সরকার, এক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলকে কাজে লাগাবে কর্পোরেট সংস্থা গুলি। এমন সব অবাস্তব প্রস্তাব দিয়ে ভারতবাসীর কাজের অধিকারকে ৫০০টি কর্পোরেট সংস্থার দয়ার দানে পরিণত করতে চেয়েছেন অর্থমন্ত্রী। যে কর্পোরেট সংস্থাগুলি লগ্নি করতেই উৎসাহ দেখাচ্ছে না বা করলেও কর্মী সংকোচন যাদের প্রধান উদ্দেশ্য তারা ভারতবাসীর কর্মযোগের পাথেয় হবে এমন ভাবনাকে একজন কর্মযোগী প্রধানমন্ত্রী কি করে সমর্থন করলেন সেটা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। আর এক কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ধর্ম না শিখিয়ে পেটের

এরপর পাঁচের পাতায়

সাগরে সমন : গঙ্গাসাগরে ভয়াবহ ভাঙন পরিদর্শনে সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা । – নিজস্ব চিত্র

সাগরে ভাঙন পরিদর্শনে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : চলতি মাসে জলোচ্ছ্বাসের জেরে একবার গঙ্গাসাগরে কপিলমুনির মন্দিরের সামনের সমুদ্রতট ভেঙেছিল। তারপর পূর্ণিমার কোটালে ফের জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে যায় কপিলমুনির মন্দির সংলগ্ন স্নানঘাটের কংক্রিটের পথ। গত বৃহস্পতিবার বিকালে ভাঙন রোধে এলাকা পরিদর্শন করলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা।তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে ভাঙন পরীক্ষা করানো হয়েছে। কীভাবে মন্দিরের সামনের ভাঙন পাকাপাকি রোধ করা যায় তা নিয়ে ৩০ জুলাই উচ্চ পর্যায়ের পরিদর্শন হবে।

এদিন ভাঙন পরিদর্শনের সময় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রায়, গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিক নীলাঞ্জন তরফদার সহ সেচ দপ্তরের আধিকারিকেরা।

তাঁরা বলেন, ভাঙন ঠেকানোর প্রযুক্তি নিয়ে চেন্নাই আইআইটির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।আপাতত সুরক্ষিত রয়েছে কপিলমুনির মন্দির।

নদী ভাঙন লোকসভায় সরব এম পি

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : নিজের সংসদীয় ক্ষেত্র এলাকার ভয়াবহ নদী ভাঙন নিয়ে বুধবার লোকসভার অধিবেশনে সরব হলেন বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ডাঃ শর্মিলা সরকার। এদিন তিনি তাঁর সংসদীয় এলাকার নদী ভাঙন রোধ প্রসঙ্গে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনারও অভিযোগ তোলেন। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছিল ভাগীরথী নদী তীরবর্তী কাটোয়া ও কালনা মহকুমার ভাঙন কবলিত অগ্রদ্বীপ, পূর্বস্থলী, কালনা এলাকার মানুষের আতঙ্ক ও দুর্দশার কাহিনি। পূর্বস্থলীর জালুইডাঙায় ভাগীরথী নদীর ধারাবাহিক ভাঙনের মুখে পড়া হাওড়া–কাটোয়া রেলপথের ভয়াবহ পরিস্থিতিও ব্যাখ্যা করেন। এম পি এদিন লোকসভার অধিবেশনে নদী ভাঙন সহ প্রতি বছরের বন্যা পরিস্থিতি এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হওয়ায় এলাকাবাসী কার্যত আশাবাদী।

সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকারের সাক্ষাৎকার চারের পাতায়

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা

দান খয়রাতির ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে বাঙালির স্বনির্ভরতার স্বপ্ন

শক্তি ধর

পাঁচ–বছর আগে যে বাঙালি নিজের পায়ে দাঁড়াতে আগ্রহী ছিল সে আজ স্বনির্ভর হতে অনিচ্ছুক। এমনই তথ্য উঠে আসছে কেন্দ্রের মুদ্রা ঋণ ও রাজ্যের ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ডের চাহিদা বিশ্লেষণে। ২০১৯–২০ সালে মুদ্রা ঋণের আবেদনের সংখ্যায় যে বাংলা রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথমে ছিল সে ২০২৩–২৪ এ পঞ্চমে। শুধু মুদ্রা ঋণ নয় রাজ্য সরকারের ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা নিয়ে স্বনির্ভর হতেও বাঙালি আগ্রহী নয়।

অর্থনীতিবিদ এবং বিশ্লেষকদের মতে শিল্পহীন সিন্ডিকেট রাজের বাংলায় ঝুঁকি নিতে ভয় পাচ্ছে যুবসমাজ। তার চেয়ে বেছে নিচ্ছে দান খয়রাতির নিশ্চিন্ত আশ্রয়। যাদের তাতে চলছে না তারা পারি দিচ্ছে অন্য রাজ্যে, পড়শি দেশে যেখানে মজুরি বেশি।

এর মূল কারণ রাজ্যে শিল্পের খরা। সাধারণত বড় শিল্পের অনুসারী ছোট শিল্প ও ব্যবসায় মুদ্রা ঋণ কাজে আসে। কিন্তু যারা এই সুবিধা নিয়ে ছোট উদ্যোগপতির তালিকায় নাম লিখিয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। ব্যবসা চালিয়ে তোলা মিটিয়ে ঋণ শোধ দেওয়া দুষ্কর হয়ে উঠছে। ফলে সরকারি ঋণ দিতে আরও সাবধানতা অবলম্বন করছে ব্যাঙ্কগুলি। এভাবেই সরকারি ঋণের সুবিধা নিয়ে উদ্যোগপতি হওয়ার স্বপ্ন হারাচ্ছে বাঙালি। বিশেষজ্ঞদের দাবি বাঙালির এই শূন্যস্থান পূরণ করছে অবাঙালিরা। অথচ এমন হবার কথা ছিল না। ছোট বড় উদ্যোগ থেকে ব্যবসা সবেতেই ভারতে বাঙালি ছিল অগ্রগণ্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

মন্ত্রীদের আশ্বাস সত্ত্বেও

শেষ ভরসা আলুও এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে

কুনাল মালিক

এমনিতেই নিত্য প্রয়োজনীয় শাক–সবজির মূল্যবৃদ্ধির জেরে মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে, তার উপরে সম্প্রতি আলুর লাগাম ছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল মানুষ। খুচরো বাজারে জ্যোতি আলু প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হচ্ছে। চন্দ্রমুখী আলু প্রায় ৫০ ছুঁই ছুঁই। আলু ব্যবসায়ী সমিতির অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ফলে এই প্রভাব পড়েছে রাজ্য জুড়ে। আলু ব্যবসায়ী সমিতি ধর্মঘটের ফলে বাজারে আলুর জোগান সেভাবে হচ্ছে না। আগে যেখানে বাজারে খুচরো ব্যবসায়ীরা দিনে ৫ বস্তা আলু বিক্রি করতো সেখানে তারা ১ বস্তাও আলু বিক্রি করতে পারছে না। যারা ২ কিলো আলু কিনতেন এখন তারা ২৫০ থেকে ৫০০ গ্রাম আলু কিনছেন। পাইকারি আলু ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল জানালেন, খুচরো বাজারে যেভাবে আলু ঢোকা বন্ধ হয়েছে তাতে করে দু একদিনের মধ্যে আরও দাম বাড়ার আশঙ্কা আছে। নতুন করে সমস্যায় পড়বে শ্রমজীবী মানুষ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত মানুষরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

৭৫ বছরেও বিদ্যুৎ পৌঁছোয়নি রামগঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে গেলেও, আজও পর্যন্ত সরকারিভাবে বিদ্যুৎ পৌঁছোয়নি পাথরপ্রতিমার রামগঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে। অথচ এই গ্রাম জুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় ৫০টি বৈদ্যুতিক খুঁটি। কিন্তু বিদ্যুতের তার সংযোগ করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই বাজারের একটি ক্লাব ঘরের পাশ থেকে হুক করে বিদ্যুতের তার টেনে নিয়ে গিয়েছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের ঢালাই রাস্তার পাশ দিয়ে গোছা গোছা বিদ্যুতের তার চলে গিয়েছে প্রতিটি বাড়িতে। যে কারণে পুরো গ্রামটি এখন বিপদজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে। প্রায় সময় গ্রামে ঘটছে বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়ার মত ঘটনা।এমনকি ধানের ক্ষেত দিয়েও ছোট ছোট খুঁটি পুঁতে বিপদজনকভাবে বিদ্যুতের তার টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ধানের ক্ষেতগুলিতে এখন জল ভর্তি। ধান গাছ রোয়ার কাজ করছেন চাষীরা। কোনভাবে যদি ওই বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে পড়ে যায়, তাহলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এ বিষয়ে বিভিন্ন দপ্তরে জানানো হয়েছে কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১২ সালে এই গ্রামে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে একটি ট্রান্সফর্মা বসানোর পর কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। কিন্তু গ্রামের বাকি ৫০ শতাংশ এলাকায় এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। এই মুহূর্তে প্রায় ২০০টি পরিবার হুক করে তার টেনে নিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিদ্যুতের বিল মেটানোর সাধ্য নেই, অন্ধকারে গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি : সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ কোস্টাল থানা এলাকার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিদ্যুৎ এর সমস্যায় নদী কূলের মানুষেরা।বিষয়টি দেখার আশ্বাস প্রশাসনের।সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকা গ্রামের রাস্তা এখনো বিদ্যুৎহীন। যেখানে রাজ্য বিদ্যুৎ দফতর গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করেছে সেখানে সুন্দরবনের নদী লাগোয়া এলাকার মানুষ আজও বঞ্চিত। এই সব এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি পদে বাঘের আতঙ্ক তাড়া করে।যে কোন মূহুর্তে জঙ্গলের বাঘ গ্রামে ঢুকে পড়তে পারে।নদী তীরবর্তী এই সব গ্রামের রাস্তাতে বিদ্যুতের খুঁটি থাকলে ও আলো জ্বলে না বলে অভিযোগ। ফলে সন্ধ্যা নামতেই গোটা গ্রাম চলে যায় অন্ধকারের আড়ালে। রাস্তায় বেরনো দায় হয়ে দাঁড়ায় তাদের। অবস্থা শোচনীয় হলেও সমাধান অধরা।গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেল, আলো বসানোর পর বিদ্যুতের বিল মেটানো খুব ব্যয় সাধ্য। পঞ্চায়েতের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আমরা বিকল্প হিসাবে সৌর বিদ্যুৎ তের কথা ভাবছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিদুৎবণ্টন সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, পঞ্চায়েত থেকেই আলোর ব্যবস্থা করা উচিত। মৈপীঠের কোনও পঞ্চায়েতই এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দফতরের কাছে আবেদন করেনি।মৈপীঠের পেটকুলচাঁদ ব্রিজ সংলগ্ন পূর্ব গুড়গুড়িয়া গ্রাম।আর এই গ্রামেতে ও মাঝে মধ্যে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায়।এর জন্য মাঝে মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।আর এই বাঁধের রাস্তা থেকে কিছুদূর এগোলেই রয়েছে কংক্রিটের রাস্তা।

এরপর পাঁচের পাতায়

জোকা এসপ্ল্যানেড বরাদ্দ বাড়ল

বরুণ মণ্ডল : চলতি ২০২৪–২৫ কেন্দ্রীয় বাজেটে এরাজ্যের পূর্ব কলকাতার দমদম–নিউগড়িয়া মেট্রো পথের তুলনায় দক্ষিণ কলকাতার জোকা–এসপ্ল্যানেড মেট্রো লাইন নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ কম হল। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে দমদম–নিউগড়িয়া মেট্রোর জন্য বরাদ্দ হল ১,৭৯১ কোটি টাকা। আর জোকা–মাঝেরহাট–এসপ্ল্যানেড মেট্রোর জন্য বরাদ্দ হল ১,২১০ কোটি টাকা। জোকা–মাঝেরহাট মেট্রোরেল চালু রয়েছে। মাঝেরহাট থেকে রিমাউন্ড রোড পর্যন্ত পিলারের ওপর লাইন তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে। এমন পিলারের ওপর মেট্রো রেলের লাইন নির্মাণ চলবে খিদিরপুর মোড়ের সন্নিকটস্থ সেন্ট থমাস স্কুল পর্যন্ত। সেখান থেকে মাটির তলায় ঢুকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

এরপর পাঁচের পাতায়

মদ, গাঁজা, সাট্টা,জুয়ার প্রতিবাদে অবরোধ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা : স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মহিষগোট হাটের ভিতর দীর্ঘদিন ধরেই চলছে প্রকাশ্যে মদ, গাঁজা, সাট্টার বেআইনি ব্যবসা। বারবার পুলিশি ধরপাকড় সত্ত্বেও অজানা কোনো কারণে এই ব্যবসা জনবহুল এলাকায় রমরমিয়ে চলতো বলে স্থানীয়দের দাবি। এরই প্রতিবাদে বুধবার মহিষগোট ব্রিজের উপরে রাস্তায় বাঁশ বেঁধে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় উত্তেজিত মানুষজন। আনুমানিক সকাল পৌনে এগারোটা থেকে এই অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়। বেশ খানিকক্ষণ বাদে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিতলা আশুতি থানার বড়বাবু সহ বিষ্ণুপুর ফাঁড়ির পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছেই বেশ কিছু মাদকের প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি সমস্ত অবৈধ

এরপর পাঁচের পাতায়

একাকি দাঁড়িয়ে ব্রাত্য তারাশঙ্কর শতবর্ষ ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনেক আগেই খাঁড়া হয়েছে ভবন, তবে হয়নি লক্ষ্যপূরণ । খোলা মাঠে একাকি দাঁড়িয়ে আছে 'তারাশঙ্কর শতবর্ষ ভবন'। জীর্ণ,ভগ্ন, বেহাল দশাকে সঙ্গী করে বছরের পর বছর পেরোচ্ছে কিন্তু সেই ভবন পাচ্ছে না তার কাঙ্খিত রূপ। তাই কথা সাহিত্যিকের জন্ম দিবসে ৮ শ্রাবণ ফের তাঁর স্মৃতিধন্য ভবনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জোরালো আখাঙ্খা ব্যক্ত হয়েছে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্করপ্রেমীদের মুখে মুখে।

লাভপুরের তারা মা ডাঙ্গায় পা দিলে দেখা মিলবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে 'তারাশঙ্কর শতবর্ষ ভবন' কিন্তু সেই বিশাল আকারের ভবন খাঁ খাঁ করছে। কিছুদিন আগেও যার চারপাশ ভরেছিল আগাছায়। জঞ্জাল আবৃত এমন ঐতিহ্যবাহী ভবন সাহিত্যপ্রেমীদের হতাশাকে দ্বিগুন করেছিল। ভবনের অভ্যন্তর ভরেছিল নোংরা আবর্জনায় যদিও তার খানিকটা সংস্কার হয়েছে কিন্তু মূল লক্ষ্য থেকে এখনও বহুদূরেই রয়েছে লাভপুরের গর্বের এই ভবন। তবে এমন গভীর হতাশার মধ্যেও খানিকটা বাতাস দিয়েছে 'নাট্য বিদ্যালয়'। ভবনের নীচের তলা সংস্কার করে তা ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে লাভপুরের সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম ধারক 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'। তাদের উদ্যোগে শুরু হয়েছে নাট্য বিদ্যালয়। ভারতীয় বিদ্যাভবনের অনুমোদন মিলেছে। চল্লিশের মত শিক্ষার্থীর পা পড়ছে নিয়মিত পরিপুর্ণ নাট্য শিক্ষাগ্রহনের লক্ষ্যে। বীরভূম ছাড়িয়ে মুর্শিদাবাদ,বর্ধমান থেকেও শিক্ষার্থীরা আসছে নাটকের পাঠ নিতে। তাতে হয়ত খানিকটা প্রাণ পেয়েছে ভবনটি কিন্তু তাতে সংস্কৃতিপ্রমীদের চাহিদা মেটেনি মোটেই।

বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর কর্ণধার উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের বলেন, ''প্রায় দু–দশক আগে তৈরী হওয়া এই ভবন ক্রমশ বেহাল হয়ে পড়েছিল। যে লক্ষ্য নিয়ে ভবন গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা তো হয় নি বরং জঞ্জাল আবর্জনা গ্রাস করেছিল ভবন চত্বর। ২০১৪ সালে অবশেষে প্রশাসনের উদ্যোগে তা সংস্কার করা হয়েছে । নাটকের স্কুল হয়েছে ঠিকই কিন্তু আসল কাজটি হয়নি।'' কি হওয়ার কথা ছিল ? ১৯৯৭ সালে তারাশঙ্করের জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে গঠিত হয়েছিল তারাশঙ্কর শতবর্ষ উদযাপন কমিটি। ১৯৯৮ সালে তারাশঙ্করের জন্মশতবর্ষেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল এই ভবন নির্মানের।

এরপর পাঁচের পাতায়

জল মিশন প্রকল্প সত্ত্বেও তীব্র জল সঙ্কটে মুরারই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম: শ্রাবণ মাসে তীব্র জলসঙ্কটে ভুগছে মুরারই ১নং ব্লকের একাধিক গ্রাম। ইন্দারা, রিকবোর, সজলধারা, প্রধানমন্ত্রী জল মিশন প্রকল্প সবই হল কিন্তু পানীয় জলের সমাধান আজও হলো না। আমরা সারাজীবন ধরে দেখছি আমাদের গ্রামের পানীয় জল সঙ্কট। এর কি কোন সমাধান হবে না ? না জলের অভাবে আমাদের মরতে হবে? এমনি অভিযোগ করে মুরারই ১নং ব্লকের ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের কনকপুর ও সারদুয়ারি গ্রামের বাসিন্দাদের। ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতে ১০টি গ্রাম ও ১৯ টি সংসদ। অঞ্চলের একমাত্র কনকপুর ও সারদুয়ারি ঝাড়খন্ডের বর্ডারে অবস্থিত। ফলে সাধারন টিউবয়েল বসে না সেখানে। ওই দুটি গ্রামের প্রবীন ব্যাক্তিরা বলেন, অঞ্চলের কোন গ্রামে জলের সমস্যা নেই একমাত্র কনকপুর ও সারদুয়ারি দুটি গ্রাম ছাড়া। আমরা শুনে আসছি এই গ্রামে নাকি টিউবয়েল বসে না ফলে গ্রামের মানুষ ইন্দারার জল খেয়েই যুগযুগ ধরে চালিয়েছে কিন্তু ১৯৯২ সালে তীব্র খরায় খাল বিল পুকুর ও ইন্দারা জল শুকিয়ে যায় ফলে সেই সময় পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট শুরু হয় গ্রাম দুটিতে। জলের দাবিতে গ্রামবাসীরা আন্দোলন শুরু করে মুরারই ১নং অবস্থান বিক্ষোভ করে ডেপুটেশন

এরপর পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

১৭৫ নার্স ও টেকনিশিয়ান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুদুচেরি: পুদুচেরির জওহরলাল ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ নার্সিং অফিসার, এক্স–রে টেকনিশিয়ান ও রেসপিরেটরি ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদে ১৭৫ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: নার্সিং অফিসার: বি.এসসি. (অনার্স) কিংবা বি.এসসি. নার্সিং কোর্স পাশরা ভারতীয় ও রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। বি.এসসি. (পোস্ট–সার্টিফিকেট) বা, পোস্ট বেসিক বি.এসসি. নার্সিং কোর্স পাশরা রাজ্য বা, ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নার্স ও মিডওয়াইফ হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকলেও যোগ্য। জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরাও যোগ্য। রাজ্য বা, ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নার্স অ্যান্ড মিডওয়াইফ হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। ৫০ শয্যার হাসপাতালে অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে: ৪৪,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৫৪টি (জেনাঃ ৮৭, ই.ডব্লু.এস. ৩০, ও.বি.সি. ১৩, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ১৪)। এক্স–রে টেকনিশিয়ান (রেডিওথেরাপি): রেডিয়েশন টেকনোলজি বা, রেডিওথেরাপি টেকনোলজির বি.এসসি. কোর্স পাশরা অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের – মধ্যে। মূল মাইনে: ৩৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ১টি (তঃউঃজাঃ)। এক্স–রে টেকনিশিয়ান (রেডিও ডায়াগনোসিস): রেডিওগ্রাফি বা, মেডিক্যাল ইমেজিং টেকনোলজির বি.এসসি. কোর্স পাশরা অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

মূল মাইনে: ৩৫,৪০০ টাকা। শূন্যপদ : ৫টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১, তঃজাঃ ১)। মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি সায়েন্সের ডিগ্রি কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

মূল মাইনে : ৩৫,৪০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৪টি (জেনা: ১, ও.বি.সি. ১, তঃউঃজাঃ ২)। ফার্মাসিস্ট: ফার্মাসির ডিগ্রি কোর্স পাশরা ফার্মাসিস্ট হিসাবে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে যোগ্য। ফার্মাসির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা ফার্মাসিস্ট হিসাবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। ফার্মাসিস্ট হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

মূল মাইনে : ২৯,২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৬টি (জেনাঃ১, ও.বি.সি.৪, ই.ডব্লু.এস. ১)। কার্ডিওগ্রাফিক টেকনিশিয়ান: কার্ডিয়াক টেকনোলজি, কার্ডিয়াক ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান কিংবা ক্যাথেরাইজেশন ল্যাবরেটরি টেকনোলজির বি.এসসি. কোর্স পাশরা যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে।

মূল মাইনে: ২৯,২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৫টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)। সব পদের বেলায়ই বয়স গুণতে হবে ১৯–৮–২০২৪এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: JPADMN–1REC014/12/ 2024, Date: 19.07.2024. প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর, কলকাতা–সহ সারা ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে। ১০০টি এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন হবে। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ৪ নম্বর। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৯ আগস্টের এই ওয়ে বসাই টে মধ্যে। : www.jipmer.edu.in প্রথমে পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। এবার ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেইনাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১,৫০০ (তপশিলী হলে ১,২০০, প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন।

টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

রেলে ৭,৯৫১ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সুপারভাইজর পদে নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: মালদা, কলকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, রাঁচি, চণ্ডীগড়, ভোপাল, মুম্বই, চেন্নাই, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, আজমীর, আহমেদাবাদ, পাটনা, এলাহবাদ, বেঙ্গালউরু, গোরক্ষপুর, জম্মু–শ্রীনগর, মজঃফরপুর, সেকেন্দরাবাদ ও তিরুবনন্তপুরম রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের বিভিন্ন জোনে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কেমিক্যাল অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, কেমিক্যাল সুপারভাইজর, রিসার্চ অ্যান্ড মেটেলার্জিক্যাল সুপারভাইজর / রিসার্চ পদে ৭,৯৫১ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার : সিভিল, মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ম্যানুফ্যাকচারিং, মেকাট্রনিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, মেশিনিং, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, টুল অ্যান্ড মেশিনিং, টুল অ্যান্ড ডাই মেকিং, প্রোডাকশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, কমিউনিকেশন, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কারা কোন ট্রেডে আবেদন করতে পারবেন তা বিস্তারিতভাবে ওয়েবসাইটে পাবেন। দৃষ্টিশক্তি দরকার B–1 / C–1.

ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট: ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের যে কোনো শাখার ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। দৃষ্টিশক্তি দরকার C1. নেওয়া হবে স্টোর্স বিভাগের স্টোর্স ডিপোর সাব–ডিপার্টমেন্টে।

জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/ইনফর্মেশন টেকনোলজি : পি.জি.ডি.সি.এ./ বি.এসসি. (কম্পিউটার সায়েন্স) / বি.সি.এ./ বি.টেক. (ইনফর্মেশন টেকনোলজি) / বি. টেক. (কম্পিউটার সায়েন্স) / ডায়েক থেকে বি লেভেল কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। দৃষ্টিশক্তি দরকার C1. নেওয়া হবে অ্যাকাউন্টস বিভাগের অ্যাকাউন্টস সাব–ডিপার্টমেন্টে।

কেমিক্যাল অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট: ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি অন্যতম বিষয় হিসাবে নিয়ে সায়েন্স শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৪৫% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। দৃষ্টিশক্তি দরকার B1. নেওয়া হবে মেকানিক্যাল বিভাগের সি.এম.টি. সাব–ডিপার্টমেন্টে। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১– ১–২০২৫"র হিসাবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি"রা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলারা, প্রতিবন্ধী আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শূন্যপদ ও মূল মাইনে : জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেডেন্ট ও কেমিক্যাল

মেটালার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে শূন্যপদ ৭,৯৩৪টি ও মূল মাইনে ৩৫,৪০০ টাকা আর কেমিক্যাল সুপারভাইজর, রিসার্চ অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল সুপারভাইজর পদে শূন্যপদ ১৭টি ও মূল মাইনে ৪৪,৯০০ টাকা। কোন পদে কোন ক্যাটেগরিতে ক"টি শূন্যপদ তা মূল বিজ্ঞপ্তিতে পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তিনং Centralised Employment Notice No. CEN 03/2024.

প্রার্থী বাছাই পরাক্ষা : সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন সি.বি.টি. টেস্ট হবে। ২ ঘন্টার লিখিত – পরীক্ষায় ১০০টি প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল – অ্যাওয়ারনেস–১৫ নম্বরের ১৫টি প্রশ্ন, (২) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং–২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, (৩) অঙ্ক–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (৪) জেনারেল সায়েন্স–৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। এই পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪০%, ও.বি.সি.রা ৩০%, তপশিলী জাতির প্রার্থীরা ৩০%, তপশিলী উপজাতির প্রার্থীরা ২৫% নম্বর পেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টের জন্য ডাক পাবেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই অনলাইন পরীক্ষায় ১৫০টি প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের।এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ১৫ নম্বরের ১৫টি প্রশ্ন, (২) ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি– ১৫ নম্বরের ১৫টি প্রশ্ন, (৩) বেসিক কম্পিউটার অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন – ১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, (৪) বেসিক এনভায়রণমেন্ট অ্যান্ড পলিউশন কন্ট্রোল – ১০ নম্বরের ১০টি প্রশ্ন, (৫) টেকনিক্যাল এবিলিটি –১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ১২০ মিনিট।লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের স্থানীয় ভাষায়, ইংরিজি, হিন্দি ও উর্দুতে। কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, রাঁচি ও গুয়াহাটি রেল রিক্রুট, বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলায়। ই–অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষার আগে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তখন পরীক্ষা দেওয়ার সময় ফটো আই.ডি. হিসাবে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আই.ডি. কার্ড নিয়ে যেতে হবে। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি ৩টি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর বাদ যাবে। পরীক্ষা হবে যে রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করবেন, সেই বোর্ডের শহরের বিভিন্ন স্কুল– কলেজে। সবশেষে হবে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন আর ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩০ জুলাই থেকে ২৯ আগস্টের মধ্যে। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন। এজন্য বৈধ একটি ই–মেল –আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট – মাপের রঙিন ফটো (৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (৩০–৭০ কেবির মধ্যে) আর কাস্ট সার্টিফিকেট (শুধুমাত্র তপশিলীদের জন্য) ৫০০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। যে ফটো স্ক্যান করবেন সেই ফটোর ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য লাগবে। প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দরখাস্ত করবেন। তখন ইউজার আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। তারপর স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। সাধারণ প্রার্থীরা সি.বি.টি. পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফী থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা সি.বি.টি. পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবেন (ব্যাঙ্ক চার্জ কেটে)। দরখাস্ত করার পর কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা এডিট করতে পারবেন। কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় কোন ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন: কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbkolkata.gov.in, মালদহ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbsiliguri.gov.in, রাঁচি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbranchi.gov.in, পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbpatna.gov.in, গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে : www.rrbguwahati.gov.in, আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbajmer.gov.in, বেঙ্গালউরু রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbnc.gov.in, ভোপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbho–pal.gov.in, ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbbs.gov.in, বিলাসপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbilas–pur.gov.in, চণ্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই –রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbchen–nai.gov.in, – গোরক্ষপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbgkp.gov.in, জম্মু–শ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrb–jammu.nic.in, মুম্বই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrb–mumbai.gov.in, মজঃফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় : এই ওয়ে বসাই টে www.rrbmuzaffarpur.gov.in, সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbsecunderabad.gov.in, তিরুবনন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়ে বসাই টে : www.rrbthiruvananthapuram.gov.in. প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbald.gov.in আহমেদাবাদ, আজমীর, বিলাসপুর, চন্ডীগড়, চেন্নাই, গোরক্ষপুর, জম্মু–শ্রীনগর, মুম্বই, মুজঃফরপুর, প্রয়াগরাজ, সেকেন্দরাবাদ, তিরুবনন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে কোন পদে ক'টি শূন্যপদ তা পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে জানানো হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৭ জুলাই – ২আগস্ট, ২০২৪

মেষ রাশি : আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। জেদী মনোভাবের দরুণ স্বজনের সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সঙ্গে কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় বেশি পান না করাই শ্রেয়। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে চরম পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। স্বাস্থ্যহানির দরুণ স্বাস্থ্যখাতে অধিক ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ আদিত্য হৃদয়ের জপ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায়িক উন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও অতিরিক্ত অর্থের ব্যয়ের সম্ভাবনা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য লাভের সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফল লাভ। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : কাজকর্মে অমনোযোগিতার দরুণ ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিলাসবসনে ব্যয় বৃদ্ধি। সঞ্চয়ে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ চরম পর্যায়ে। ঋণ দেওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় ও চাকরিতে শুভফল লাভ। অর্থের অপব্যয়।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১১ বার ও নমো নারায়ণের' জপ করুন।

কর্কট রাশি : ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রেও বিদেশ যেতে পারেন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সাবধানে চলাফেরা করুন। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : আলস্য বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। অন্যক্ষেত্র থেকে যেমন বিমা, শেয়ার অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুর গৃহে কোনও শুভ অনুষ্ঠান। শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওম ভাস্করায় নম জপ করুন।

কন্যা রাশি : দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪১বার ওঁ বুবীয় নমঃ জপ করুন।

তুলা রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখা প্রয়োজন। চুরি বা আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধান। বন্ধু বা গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গাড়ি ক্রয়ের পরিকল্পনা হলেও তা স্থগিত রাখাই ভালো। একাধিক পথে উপার্জন। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শুক্রবার বৃদ্ধাদের আহার দিন।

বৃশ্চিক রাশি : সন্তানের জন্য গর্বিত হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধানের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। অংশীদারী ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ ভৌময় নম জপ করুন।

ধনু রাশি : ব্যবসা ও কর্মক্ষেত্রে থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। পারিবারিক বা বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের বিরূপ আচরণে মানসিক অশান্তি। কর্মস্থলে কোনো মানহানি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গৃহে অনুষ্ঠান ও অতিথির আগমন।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১০৮ বার ওঁ গুরবে নম জপ করুন।

মকর রাশি : শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে মানসম্মান বৃদ্ধি। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

প্রতিকার : ৩৩ বার ওঁ মান্দায় নম জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। বায়ুপথে ভ্রমণ এড়ানোই ভাল। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ ফল লাভ। নামী কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ গণেশায় নম জপ করুন।

মীন রাশি : জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায়িক সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। মাতৃকুল থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যে কোনো কাজে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি। মামলায় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ নম শিবায় জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩০৩

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অবিচল ৪। মস্ত ৫। রচনাকার ৭। তনিকা ৯। সোপান ১০। রাশপাতলা ১১। খাল ১২। বরবাদ।

উপর–নীচ

১। অস্ত ২। চলাচল ৩। গহ্বর ৪। মনোনিবেশ ৬। কানপাতলা ৮। শতধার ১০। রাহিত্য ১১। খাদ।

সমাধান : ৩০২

পাশাপাশি : ১। স্থির,দৃঢ় ৪। বৃহৎ ৫। রচনাকারী,রচক ৭। দড়ি ৯। সিঁড়ি, ধাপ ১০। চটুর স্বভাববিশিষ্ট ১১। নহর ১২। সম্পূর্ণ নষ্ট ব্যর্থ বা পন্ড।

উপরনীচ : শেষ,অবসান ২। যাতায়াত ৩। পর্বতের গুহা ৪। মনোযোগ দেওয়া, মনঃযোগ ৬। কর্ম করতে ভীষণ ভালোবাসে এমন ৮। বজ্র ১০। অভাব, বিহীনতা ১১। খনি।

এন.টি.পি.সিতে ১৩৬ সার্ভেয়র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : এন.টি.পি.সি. মাইনিং লিমিটেড মাইনিং। ওভারম্যান, মেকানিক্যাল সুপারভাইজর, ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর, জুনিয়র মাইন সুপারভাইজর, মাইনিং সির্দার পদে ১৩৬ জন লোক নিচ্ছে।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য : মাইন ওভারম্যান: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে মাইনিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ও ওভারম্যান সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্সি করে – থাকলে যোগ্য। বৈধ ফাস্ট এইড লাইসেন্স থাকতে হবে। পারিশ্রমিক – মাসে ৫০,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৬৭টি। এর মধ্যে পাকরি বারওয়াদিহ ৯টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৫)। ছাত্তি বারিয়াতু ৯টি (জেনাঃ ৫. তঃজাঃ১. তঃউঃজাঃ২, ই.ডব্লু.এস.১)। কেরানদারি ৫টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১)। দুলাঙ্গা ১৪টি (জেনাঃ ৪. তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৫/৭/ও.বি.সি. ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। তালাইপাল্লি ২৪টি জেনাঃ ১০, তঃজাঃ ৩. তঃউঃজাঃ ৯, ই.ডব্লু.এস. ২)। বাদাম ৬টি (জেনাঃ ৫. তঃউঃজাঃ ১)।

ম্যাগাজিন ইনচার্জ: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে মাইনিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে ও ওভারম্যান সার্টিফিকেট অফ কম্পিটেন্সি করে থাকলে যোগ্য। বৈধ ফাস্ট এইড লাইসেন্স থাকতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ৫০,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৯টি। এর মধ্যে পাকরি বারওয়াদিহ ২টি (জেনাঃ)। ছাত্তি বারিয়াতু ২টি (জেনাঃ)। কেরানদারি ১টি (জেনাঃ)। দুলাঙ্গা ২টি (জেনাঃ)। তালাইপাল্লি ১টি (জেনাঃ)। বাদাম ১টি (জেনাঃ)। মেকানিক্যাল সুপারভাইজর মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে মেকানিক্যাল বা, প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। – পারিশ্রমিক মাসে ৫০,০০০ টাকা। শূন্যপদ ২৮টি। এর মধ্যে পাকরি বারওয়াদিহ ৮টি (জেনাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ২)। ছাত্তি বারিয়াতু ৩টি (জেনাঃ)। কেরানদারি ৩টি (জেনাঃ)। দুলাঙ্গা ৩টি (জেনাঃ)। – তালাইপাল্লি ৮টি (জেনাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ২)। বাদাম ৩টি (জেনাঃ। ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড – ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। পারিশ্রমিক মাসে ৫০,০০০ টাকা। শূন্যপদ ২৬টি। এর মধ্যে পাকরি বারওয়াদিহ ৭টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২)। ছাত্তি বারিয়াতু ২টি (জেনাঃ)। কেরানদারি ৪টি (জেনাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১)। দুলাঙ্গা ৩টি (জেনাঃ)। তালাই পাল্লি ৮টি (জেনাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ২)। বাদাম ২টি (জেনাঃ)। জুনিয়র মাইন সার্ভেয়র মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে মাইন সার্ভে, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইনিং অ্যান্ড মাইন সার্ভেয়িং বা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা যোগ্য। ডি.জি.এম.এস.এর দেওয়া সার্ভে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ৫০,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৩টি। এর মধ্যে পাকরি বারওয়াদিহ ১টি (জেনাঃ)। ছাত্তি বারিয়াতু ১টি (জেনাঃ)। বাদাম ১টি (জেনাঃ)।

মাইনিং সির্দার: মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশরা মাইনিং সির্দার সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। ফাস্ট এইড সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হতে হবে। পারিশ্রমিক মাসে ৪০,০০০ টাকা। শূন্যপদ ৩টি। এর মধ্যে পাকরি বারওয়াদিহ ১টি (তঃউঃজাঃ)। ছাত্তি বারিয়াতু ১টি (তঃউঃজাঃ)। তালাইপাল্লি ১টি (তঃউঃজাঃ)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ৫–৮–২০২৪এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলী, ও.বি.সি.রা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: NML/01/2024.

প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ২ ঘন্টার প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সফল হলে স্কিল টেস্ট। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৫ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: ww.careers.ntpc.co.in এজন্য বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ৩০০ (তপশিলী, মহিলাদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। বিস্তারিত জানতে লগ অন করুন উপরের ওয়েবসাইটে।

এন.সি.সি পাশদের আর্মিতে চাকরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : ভারতীয় সেনাবাহিনী এন.সি.সি. পাশ করা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে শর্ট সার্ভিস কমিশনে এন.সি.সি. স্পেশাল এন্ট্রি স্কিম–এ ৫৬তম কোর্সে ৭৬ জন অবিবাহিত ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ডিগ্রি কোর্সের তৃতীয় বর্ষের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। তবে তাঁদের বেলায় প্রথম ২ বছরে অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে। সব ক্ষেত্রে এন.সি.সি.র সিনিয়র ডিভিশনে অন্তত ২ বছর থাকার পর সি সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অন্তত বি গ্রেড থাকা দরকার। বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫"এর হিসাবে ১৯ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–১– ২০০০ থেকে ১–১–২০০৬"এর মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭.৫ সেমি আর মেয়েদের বেলায় ১৫২ সেমি। ছেলেদের বেলায় ওজন বয়সের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ আর মেয়েদের বেলায় ৪২ কেজি। দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/১৮ আর মায়োপিয়া –3.50–র কম। শুরুতে ৪৯ সপ্তহের ট্রেনিং হবে চেন্নাইয়ের অফিসার্স ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে, আগামী বছর এপ্রিলে। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। ক্যাডেট ট্রেনিংয়ের সময় স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ৫৬,১০০ টাকা। সফল হলে লেফটেন্যান্ট র‍্যাঙ্কে শর্ট সার্ভিস কমিশনে চাকরি। তখন ৬ মাস প্রবেশনে থাকতে হবে। মোট ১০ বছরের চাকরি। যা আরো ৪ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। মূল মাইনে: ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ৭৬টি। এর মধ্যে ছেলেদের জন্য ৭০টি ও মহিলা ৬টি। যুদ্ধে আহত পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য যথারীতি সীট সংরক্ষিত। দরখাস্ত দেখে প্রাথমিক বাছাই প্রার্থীদের গ্রুপ টেস্ট, ইন্টারভিউ ও সাইকোলজিক্যাল টেস্টের কল লেটার পাঠানো হবে। ৫ দিনের পরীক্ষা হবে এলাহবাদ, ভোপাল, বেঙ্গালউরু, কাপুরথালায়। সফল হলে ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৯ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.joinindianarmy.nic.in প্রার্থী বাছাই পরীক্ষার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন: (১) এখনকার তোলা গেজেটেড অফিসারের প্রত্যয়িত করা ১ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), (২) ডিগ্রি কোর্স পাশের মার্কশীটের প্রত্যয়িত নকল, (৩) এন.সি.সি.র সি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল, (৪) মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

চাকরির দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার দেউচা পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্পে জমিদাতাদের পঁয়তাল্লিশ জনকে গ্রুপ ডি পদে নিয়োগপত্র দিয়েছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। এর পরেই গত বুধবার চাকরির দাবিতে পথে নামে বক্রেশ্বর ভূমিহারা কল্যাণ সমিতি। অভিযোগ বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হওয়ার সময় তারা জমি দিয়েছিল কিন্তু তাদের এখনো চাকরি দেওয়া হয়নি। বহুবার প্রশাসনের কাছে গেলেও সুরাহা হয়নি। জাম্বুনি থেকে পদযাত্রা করে তাপবিদ্যুৎ জিএম বিল্ডিং যাওয়ার গেটের সামনে অবস্থানে বসে ভূমিহারা কল্যাণ সমিতির সদস্যারা। তাদের অভিযোগ, ছয়মাসের ট্রেনিং করিয়ে এখন চাকরি দিচ্ছে না। পরে ছয় সদস্যের এক প্রতিনিধি দল জিএমের সঙ্গে দেখা করে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলে আন্দোলন। বিপ্লব দাস, ইন্দ্রজিৎ দাস বৈরাগ্য, মনিমালা মণ্ডলরা বলেন, জিএম আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৬ নং ইউনিট হলে বেশ কিছু কর্মসংস্থান করা হবে। পাশাপাশি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জলাধারে সোলার প্যানেল বসবে সেখানে কিছু কর্মসংস্থান হবে। দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জব ফেয়ারে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়। এরপরেও সুরাহা না হলেও পরের মাসে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন ভূমিহারা কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সিউড়ি সদর সিআই সুব্রত ইন্দ্র,সদাইপুর থানার ওসি মহম্মদ মিখাইল মিঞা সহ বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল।

সমুদ্র বাঁধ ভেঙে নোনা জলে প্লাবিত পাথর প্রতিমার গোবর্ধন পুরের বিস্তীর্ণ এলাকা

রবিন দাস, পাথরপ্রতিমা : সমুদ্রের বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়ে গেল পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর গ্রাম। পূর্ণিমার ভরা কটালে গত দুই দিন ধরে নোনা জল ঢুকছে গ্রামে। তবে সোমবার ভাঙা বাঁধ দিয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ নোনা জল গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনার জেরে কয়েকশো বিঘা জমি নোনা জলে প্লাবিত হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই জমিতে আর আমন ধানের চাষ করা যাবে না। এছাড়াও এই গ্রামের সব পুকুরে নোনা জল ঢুকে গিয়ে মাছ মারা গিয়েছে। বেশ কয়েকটি পরিবার উঁচু জমিতে সবজি চাষ করেছিল। সেই সবজি চাষও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই গ্রামের বহু বাড়িও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বর্তমান গোবর্ধনপুর গ্রামের বাসিন্দারা নিরাপদ স্থানে

আশ্রয় নিয়েছেন। গোবর্ধনপুরের দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর থাকায় চলে। ঢেউয়ের দাপট সমুদ্রের তীরে যে কংক্রিটের বাঁধটি নির্মাণ করা হয়েছিল তার সামনে কোনও চর ছিল না। ফলে সমুদ্রের ঢেউ এসে সরাসরি বাঁধের উপরে ঝাপটা মারে। বাঁধের সামনে যদি চর থাকতো তাহলে সমুদ্রের ঢেউ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো, বাঁধের উপর সজোরে আছড়ে পড়তো না। বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে এই গ্রামের সব মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। গ্রামের প্রায় ১০০টি পরিবার নিরাপদ স্থানে সরে গিয়েছে। এলাকার মানুষজনের অভিযোগ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এরকম অবস্থা চলছে, দীর্ঘ দশ দিন যাবত এই নদী বাঁধ ভেঙে জল ঢুকছে। এইভাবে জল ঢুকতে থাকলে পূর্ণিমার কটাল কিংবা আরো জলোচ্ছ্বাস হলে পাথরপ্রতিমার এই গ্রামটি প্লাবিত হয়ে সব মানুষ মারা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আরো অভিযোগ, দশ দিন যাবৎ জল ঢোকার পরেও বিডিও সহ কারো কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি। তারা চাইছে সাহায্য না পেলেও কংক্রিটের বাঁধ মেরামত করে দেওয়া হোক।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বলরাম সেবামন্দির মরতে বসেছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

উত্তর ২৪ পরগণার খরদহের বলরাম সেবামন্দির হাসপাতালে চূড়ান্ত অব্য– বস্থা চলেছে। হাসপাতালে প্রয়ো– জনীয় ওষুধ পত্র কিছুই নেই। আধুনিক সাজসরঞ্জামের যথেষ্ঠ অভাব রয়েছে। এই সেবামন্দিবের শয্যা সংখ্যা ১০২টি। কিন্তু আবাসিক ডাক্তার মাত্র দুইজন আছেন। দুইটি বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে কোন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয় নি। হাসপাতালের টেলিফোন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। হাসপাতালের কর্মীসংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ঠ কম। অধিকাংশ কর্মীকে ১২ ঘণ্টা ডিউটি করতে হচ্ছে। উপযুক্ত বেতন দেওয়া হচ্ছে না। জানাগেল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই সেবামন্দিরটিকে বিড়লার হাতে তুলে দিয়ে নার্সিং হোমে রূপা– ন্তরিত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ছিলেন কিন্তু স্থানীয় যুবকংগ্রেস, ছাত্র পরি– যদের প্রবল প্রতিরোধে তা ব্যর্থ হয়েছে। সরকার প্রশাসক নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছেন। স্থানীয় অধি বাসীদের দাবী বলরাম সেবামন্দিরকে পুরোপুরি সরকারী হাসপাতাল করা হোক।

৮ম বর্ষ, ২০ জুলাই ১৯৭৪, শনিবার, ৩০ সংখ্যা, ৩ শ্রাবণ, ১৩৮১

বাখরাহাট– রায়পুর মোড় জনবহুল সত্ত্বেও নেই কোন সুলভ শৌচাগার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত বাখরাহাট রায়পুর মোড় অঞ্চল অত্যন্ত জনবহুল বদ্ধিষ্ণু বাজার এলাকা, তা সত্ত্বেও জনসাধারণের জন্য কোন সুলভ শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। নিত্যযাত্রীদের প্রতিদিনই শৌচাগার না থাকার কারণে সমস্যায় পড়তে হয়। বাখরাহাট রায়পুর অঞ্চল বিভিন্ন পাইকারি ও খুচরো ব্যবসায়ীদের হাট আছে। একাধিক বিদ্যালয় উপ–স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ পুলিশ ফাঁড়ি ও বিদ্যমান। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই অঞ্চলে আসেন। কোন সুলভ শৌচাগার না থাকায় মানুষদের সমস্যায় পড়তে হয়। সাধারণ মানুষদের দাবি, বাখরাহাট বাজার কিংবা রায়পুর মোড়ে একটি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক সুলভ শৌচাগার করা হোক। বিশেষ করে মহিলারা অত্যন্ত সমস্যার মধ্যে পড়েন। অনেকদিন আগে বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বুবাই মাল এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্টোদিকে কালাচাঁদ দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাঠে একটি সুলভ শৌচাগার করা হবে। কিন্তু এখনো সেখানে কোন কিছুই গড়ে ওঠেনি। সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর জানালেন, বাখরাহাট রায়পুর মোড়ে রাস্তার বাঁ দিকে পূর্ত দপ্তরের একটা ঘেরা জায়গা আছে। সেইখানে সুলভ শৌচাগার করা যায় কিনা বিষয়টি নিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চন্দ্রবোড়া–কেউটে–কালাচের আক্রমণ, অসুস্থ ৪ জন

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : তিন বিষধর সাপের কামড়ে ৪ জন অসুস্থ হয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গিয়েছে, কুলতলি থানার অন্তর্গত জালাবেড়িয়া ১ পঞ্চায়েতের চাঁদপুর গ্রামের বাসিন্দা আজিজুল লস্কর বিছানার মধ্যে ঘুমিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ভোর নাগাদ বিছানার মধ্যে তাঁর ডান হাতে কামড় দেয়। সাপটিকে নিয়ে স্থানীয় জামতলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজির হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে ওই ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটজনক হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। তাঁকে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস ৪৮ ভায়াল দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ধামুয়ার যুবক দেবাশীষ প্রামাণিক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাস্তা দিয়ে বাড়িতে ফেরার সময় চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দেয়। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আবার বুধবার রাতে চম্পাহাটীর সোলগোয়ালিয়ার বাসিন্দা মাতাপ সেখ হেঁটে বাড়িতে ফেরার সময় তাকেও কামড় দেয় চন্দ্রবোড়া সাপ। পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। তাঁকে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক ৩০ ভায়াল এভিএস দেওয়া হয়েছে। এদিকে বাসন্তী ব্লকের শিবগঞ্জের বাসিন্দা আশরাফ গাজী বুধবার তাঁর বাম হাতে একটি কেউটে সাপ কামড় দেয়। পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। আশরাফকে ৩০ ভায়াল এভিএস দেওয়া হয়েছে।

ঘটনা প্রসঙ্গে, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ মৃন্ময় বিশ্বাস জানিয়েছে, কেউটে, কালাচ ও চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে অসুস্থ হয়ে ৩ জন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসায় ভালো সাড়া মিলেছে। তবে সাধারণ মানুষকে বলবো একটু সতর্ক ও সচেতন থাকবেন।'

অন্যদিকে তীক্ষ্ণ বিষধর চন্দ্রবোড়–কেউটে–কালাচ এর সাঁড়াশি আক্রমণ প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন, 'বর্ষাকাল চলছে। সাপের উপদ্রব আরো বাড়বে। সতর্ক থাকতে হবে। যে ৪ জনকে সাপে কামড় দিয়েছে, তাঁরা দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে আসার জন্য চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়েছে। কারণ সাপে কামড় দিলে, সময় নষ্ট করে হাসপাতালে আনলে সেক্ষেত্রে রোগীর প্রাণসংশয় পর্যন্ত ঘটতে পারে। সাপ ধরে কিংবা মেরে আনার প্রয়োজন নেই। কারণ সাপ ধরতে গেলে আবার ও কামড় দিতে পারে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিষ শরীরে ঢুকলে সমস্যা তৈরী হবে। একটি কালাচ সাপ যদি পর পর ১৫ জনকে আক্রমণ করে সেক্ষেত্রে ১৫ জনই আক্রান্ত হবেন। এছাড়া সাপ ধরার থেকে সাপ চিনতে পারাটাই যথেষ্ট। তাছাড়া সরকারী হাসপাতালের চিকিৎসকরা অভিজ্ঞ। ফলে সাপে কামড় দিলে যত দ্রুত সম্ভব নিকটবর্তী সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। কারণ একমাত্র সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই সাপে কামড় দেওয়া প্রতিষেধক এভিএস পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষকে বলবো সচেতন ও সতর্কতা অবলম্বন করুন। রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টাঙিয়ে ভালো করে গুঁজে নিতে হবে। রাত্রে যাতায়াতের সময় টর্চ ব্যবহার করুন। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। ওঝাগুণীন থেকে দূরে থাকুন। তাহলে সাপের কামড় থেকে পরিত্রাণ পাওয়া অবশ্যই সম্ভব।'

পল্টন জেটি যোগাযোগ উদ্বোধনের অপেক্ষায় সুন্দরবনবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমা ব্লকের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে যোগাযোগ একই সূত্রে বাঁধতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রান্তের নদীকূলে তৈরি হচ্ছে পল্টন(ভাসমান) জেটি গত সাত মাস আগে জেটিগুলির কাজের শুভ সূচনা করেছিলেন পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাসিস চক্রবর্তী। সেই জেটিগুলির কাজ শেষের পথে। কবে এই অভিনব উদ্যোগের উদ্বোধন হবে সেই অপেক্ষায় দিন গুনছে সুন্দরবনের মানুষ। উল্লেখ্য, পাথর প্রতিমা ব্লকের ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের, সর্বশেষ গ্রাম পঞ্চায়েত জিপ্লটে যেখানে গোবর্ধনপুর পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা সরকারের। আর সেখানে পর্যটকদের যেতে গেলে কলকাতা হয়ে রায়দিঘির বোলের বাজার ব্রিজ পেরিয়ে বিরেটের বাজার হয়ে উপেন্দ্র নগর নদী পারোতে হবে। অন্যদিকে, বনশ্যামনগর কালী বাঙালের ঘাট নদীর পেরিয়ে জিপ্লট চাঁদমারি ঘাটে উঠলে তবেই যাওয়া যাবে পর্যটন কেন্দ্র। তাই এইসব নদীপথে যাতায়াত সুগম করতে জগদ্দল নদী এবং কাঞ্চনক্রীট নদীর উপরে দুপ্রান্তে চারটি পল্টন জেটির তৈরি শেষ হয়েছে। অন্যদিকে, পাথরপ্রতিমায় পল্টন জেটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে, সেটিও কয়েকদিনের মধ্যে সমাপ্ত হবে। এই জেটিগুলো তৈরি হলেই সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীবহুল এলাকার যাত্রীদের মোটরসাইকেল সাইকেল পার করা, প্রসূতি মা কিংবা রোগী পার করা এবং যাত্রী ওঠা নামার খুবই সুবিধা হবে, কারণ, পল্টন জেটির সুবিধা হল জোয়ারে উপরের দিকে উঠবে আবার ভাটার সময় নিচে নামবে। জেটিগুলি অতিসত্বর চালি হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন পাথর প্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি রাজ বাহাদুর সিং।

অটোর পিছনে হাতির ধাক্কা, জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : চলন্ত অটোর পিছনে সজোরে ধাক্কা দিয়েছিল একটি চার চাকা ইট ভর্তি হাতি গাড়ি। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ক্যানিং থানার ক্যানিং–হেড়োভাঙ্গা রোডের কালিমন্দির এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম অটোযাত্রী অজিত সরদার। কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর অজিত সরদার নামে ওই ব্যক্তি হেড়োভাঙ্গা থেকে অটোয় চেপে ক্যানিংয়ে আসছিলেন।কালিমন্দির এলাকায় আচমকা অটোর পিছনে একটি হাতি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারলে অটো থেকে ছিটকে রাস্তার উপর পড়েন ওই অটোযাত্রী।

উস্থির শ্রীচন্দাতে নলকূপের জলে বিষক্রিয়া, অসুস্থ বেশ কয়েকজন

অরিজিৎ মণ্ডল, উস্থি : নলকূপের জলে বিষক্রিয়া, জল পান করে অসুস্থ বেশ কয়েকজন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি থানার শ্রীচন্দা এলাকায়। স্থানীয় বাসীন্দারা জানান, শুক্রবার সকালে শ্রীচন্দা গ্রামে নলকূপের জল পান করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন বেশ কয়েকজন। গ্রামবাসীদের অনুমান কে বা কারা রাতের অন্ধকারে নলকূপে বিষ দিয়েছে। পরে এলাকবাসীরা উস্থি থানার পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌছোয় উস্থি থানার পুলিশ। তাদের প্রাথমিক অনুমান, রাতের অন্ধকার নলকূপের উপর বাজি ফাটিয়েছে কেউ তার জেরেই জলে বিষক্রিয়া হতে পারে। অন্যদিকে, নলকূপ

বন্ধ করে পাশেই নলকূপের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়। ঘটনায় তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রী অসুস্থ অবস্থায় ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, ঘটনার তদন্তে নেমে ১ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে উস্থি থানার পুলিশ।

নান্দাভাঙা ও মৌশুনীর নদী বাঁধ ভাঙ্গনে আতঙ্কিত এলাকার মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : মৌশুনীতে ভয়াবহ নদী বাঁধে ভাঙ্গন।প্রায় ৮০০ মিটার নদী বাঁধ ভেঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত।মৌশুনীর বালিয়াড়াতে বটতলার নদীর ৮০০ মিটার মাটির নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্লাবিত। আতঙ্কিত এলাকার মানুষ।।অবিলম্বে নদী বাঁধ মেরামতির দাবি জানিয়েছে সাধারণ মানুষ। স্থানীয় মানুষ স্থায়ী নদী বাঁধের দাবি জানাচ্ছে।ঘটনাস্থলে রয়েছে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির বিদুৎ কর্মাধ্যক্ষ প্রভঞ্জন মন্ডল। তিনি অবিলম্বে কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আগামীকালও কোটালের জল বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আতঙ্কে উপকূলীয় এলাকার মানুষ জন। অপরদিকে পূর্ণিমার কটালে সোমবার গভীর রাতে প্রায় ১০০ মিটার নদী বাঁধে হঠাৎই ধস নামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩ মাস ধরে নামখানা ব্লকের নারায়ণপুরের নাদাভাঙা এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদী বাঁধ মেরামতের কাজ চলছিল। এখনও কাজ চলছে। তার মধ্যে হঠাৎই এই ধস নামে। সকাল থেকেই এলাকার বাসিন্দারা ভাঙা নদী বাঁধের কাছে এসে ভিড় জমান। এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে রয়েছেন এলাকাবাসী, তবে পুরো গ্রাম যাতে জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত না হয় সে দিক মাথায় রেখে জরুরি ভিত্তিতে ভাঙা নদী বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। তবে শুধু নান্দাভাঙ্গা কিংবা মৌসুমী এলাকার মানুষজনের নয় শুধু সুন্দরবনের যে সমস্ত নদীমাতৃক এলাকায় নদী বাঁধের ভগ্ন দশা রয়েছে সমস্ত এলাকার মানুষজনের দাবি অবিলম্বে এই নদী ভাঙ্গন রোধ করার জন্য কংক্রিটের নদী বাঁধ করতে হবে।

ক্রাইম ডেস্ক

মহেশতলায় আক্রান্ত প্রবীণ নাগরিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা পৌরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ নাগরিক জয়ন্ত চক্রবর্তী গভীর রাতে ওষুধ কিনতে বেরিয়ে হামলাকারীদের শিকার হলেন। হামলাকারীরা বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে ওনার কাছ থেকে ঘড়ি, টাকা পয়সা, সোনার ব্রেসলেট কেড়ে নেন। উনি তখন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। সেই সময় মহেশতলা থানার একটি টহলদারি পুলিশের জিপ ঘটনাস্থলে এসে বিষয়টি দেখতে পায়। ২ হামলাকারীকে পুলিশ ধরেও ফেলে। জয়ন্ত চক্রবর্তী প্রতিবেদককে জানান, তিনি এলাকায় অবৈধ মদ, জুয়া, সাট্টার বিরুদ্ধে বারে বারে প্রতিবাদ করেন বলেই এই হামলার শিকার হলেন।

সরকারি জমি দখল অভিযুক্ত তৃণমূলের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুনলা মৌজায় ৬৬ বিঘে সরকারি জমি দখল করার অভিযোগ উঠলো সাইথিয়া ব্লকের বনগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা সাইথিয়া ব্লক তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি তুষারকান্তি মন্ডলের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি আর্থিক তছরুপের অভিযোগ নিয়ে পঞ্চায়েতের ৯ সদস্য ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে। বনগ্রাম পঞ্চায়েতে মোট সদস্য ১৫ জন। নয় জুলাই বনগ্রাম পঞ্চায়েতে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠে তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি অরবিন্দ বন্দোপাধ্যায়ের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। ওই গ্রামপঞ্চায়েতে স্বচ্ছ ভারত মিশন নিয়ে বৈঠক ছিল সেই বৈঠকে অঞ্চল সভাপতিকে ডাকা হয়নি বলেই এই ভাঙচুর। ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে সাঁইথিয়া থানায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। বনগ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তথা সাইথিয়া ব্লক তৃণমূল কার্যকরী সভাপতি তুষারকান্তি মণ্ডলের সঙ্গে অঞ্চল সভাপতি অরবিন্দ বন্দোপাধ্যায়ের বিবাদ বহুদিনের। তৃণমুলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা বলে তোপ বিরোধীদের।

বৃষ্টির জল নিয়ে কেন্দ্র করে বিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ক্যানিংয়ের মাতলা ১ পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়ায়। সেখানে মঙ্গলবার রাতে দুই পরিবারের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়া এবং বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদ বাধে, মারামারী হয়। মারামারীতে জখম ২ বধুর সাহানারা লস্কর ও সাকিলা সেখ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সাহানারা লস্করের দাবী, বৃষ্টির জল বাড়ির মধ্যে পড়ছিল। সেই নিয়ে বলেছিলাম বলে সাকিলা ও সালমা সেখ'রা আমার স্বামী আশরাফকে মারধর করে। আমি উদ্ধার করতে গেলে আমাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়।' অন্যদিকে সাকিলা সেখ এর দাবী, 'বাড়ির সামনে যাতায়াতের পথে আশরাফ'রা জোর করে বেড়া দিচ্ছিল। প্রতিবাদ করলে আশরাফ আমার পেটে লাথি মারে যার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ি।' ঘটনা প্রসঙ্গে উভয় পরিবার একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

রক্তাক্ত দেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ২২ জুলাই আর এস পির প্রাক্তন মহিলা উপ প্রধানের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়।আর এসপি র প্রাক্তন মহিলা উপ প্রধানের রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির মধ্য থেকে দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর লোকসভার অধীন সুন্দরবনের গোসাবার বাগবাগান এলাকায়। মৃতার নাম অমিতা পাত্র(৬১) তিনি রাঙাবেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত উপ প্রধান ছিলেন আর এস পির। দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে গিয়েছে গোসাবা থানার পুলিশ।অমিতা পাত্রের শরীরের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের কোপের আঘাত রয়েছে।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তাঁকে খুন করা হয়েছে।বাড়ির মধ্যে ওই বৃদ্ধার দেহের পাশে একটি ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।তবে এই ঘটনার সঙ্গে কোন রাজনীতির যোগ নেই বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

এক মাসে তৃতীয়বার ভাঙনের কবলে গঙ্গাসাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির, ও তার সামনে গঙ্গাসাগর মেলা চত্বরে এক মাসে তৃতীয় বারের ভাঙন দেখা দিল ১৮ তারিখ রাতে, এইভাবে যদি ভাঙতে থাকে দু বছরের মধ্যে গঙ্গাবক্ষে মন্দিরসহ মেলা চত্বর তলিয়ে যেতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় তৃতীয় মন্দির, বর্তমান মন্দির থেকে প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেগুলো তলিয়ে যায় গঙ্গাবক্ষে। ভারতের প্রয়াগে কুম্ভের দক্ষিণ ২৪ পরগনার পর গঙ্গাসাগরের স্নানের মেলা হল বৃহত্তম পুন্যতীর্থ। আর এই ভাঙন এখন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনের। মেলার জন্য তৈরি ৫ টি রাস্তা, লাইট পোস্ট, পানীয় জলের পাইপ, মাটির ভিতর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তার, পানীয় জলের ট্যাব, আগার, সবই ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে, এমনকি নদীর তীরবর্তী দোকানপাট লাইটের খুঁটি সবকিছু নদীর জলের স্রোতে তলিয়ে যায়। পাশাপাশি পূর্ণিমা থাকায় ঢালাই রাস্তা পর্যন্ত ফেটে চৌচির। ইতিমধ্যে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা, ব্লকের ও কোস্টাল থানার পক্ষ থেকে মাইকিংয়ে প্রচার শুরু করা হয়েছে। বলা হচ্ছে ছয় নম্বর ঘাটে যাওয়ার জন্য, কারণ দুই থেকে পাঁচ নম্বর ঘাটের ভগ্ন অবস্থা। স্থানীয় মানুষ দাবি করেছে, নদীর গভীর থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত এই ২ নম্বর থেকে ৫ নম্বর ঘাট পর্যন্ত যে কংক্রিটের স্ল্যাব দেওয়া হয়েছে সেখানে কোন রড দেওয়া হয়নি। ছিল না যথাযথ পরিমাণের সিমেন্টের ভাগ। এছাড়াও তাদের দাবি মেলার সময় অস্থায়ী বাঁধ তৈরি না করে একটি স্থায়ী বাঁধ তৈরি করলে বারংবার ভাঙ্গনের হাত থেকে কপিল মুনিকে রক্ষা করা যেতে পারে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের স্থানীয় পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়েছে। তবে যেভাবে ভাঙছে শুধু রাজ্যের একার পক্ষে তা রোধ করা সম্ভব নয়। কেন্দ্রের সাহায্য অবশ্যই দরকার। কেন্দ্র যদি সাহায্য না করে তাহলে আগামীদিন জলের তলায় তলিয়ে যাবে কপিল মুনির মন্দির। তবে বিষয়টি নিয়ে বিরোধী বিজেপির নেতা অরুনাভ দাস জানান, রাজ্যের দ্বিচারিতা বন্ধ হোক মেলার স্বার্থে, মন্দিরের স্বার্থে। কারণ গঙ্গাসাগরে যখন প্রশাসনিক বৈঠক করেন, মুখ্যমন্ত্রী তার দলের ক্যাডারদের নিয়ে করেন। কেন্দ্রের কোনও প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয় না। এমনকি কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রতিনিধিদের ডাকা হয় না। এই দ্বিচারিতা বন্ধ করে এক জোট হয়ে গঙ্গাসাগর কে বাঁচানোর উদ্যোগ নিলে রোধ করা যাবে ভাঙন।

ত্রিপল খাটিয়েই চলছে আইসিডিএস সেন্টার, নির্বিকার প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, নামখানা : আমফানের পর থেকেই ভগ্নদশা আইসিডিএস সেন্টারের। প্রথমে স্থানীয় একটি মন্দিরে ক্লাস শুরু হলেও রান্নার অসুবিধার কারণে মাঠের একধারে ত্রিফল খাটিয়াই ৮ থেকে ১০ বছর ধরে চলছে আইসিডিএস সেন্টার। আর যেখানে পাশেই হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে কোনক্রমে রান্নার কাজ। এমনই ছবি ধরা পরল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা এলাকার পশ্চিম আমানাবতী এলাকায়। ১৩৬ নম্বর ঠাকুরচাঁদ আইসিডিএস সেন্টারের আনুমানিক ছাত্রের সংখ্যা

প্রায় ৪০ জন। কিন্তু আমফানের সময় স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়িতে অস্থায়ীভাবে স্কুলটি চললেও বাড়িটি ভেঙে যাওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি। তারপর এলাকারই স্থানীয় মন্দিরেই শুরু হয় স্কুল। কিন্তু সেখানেও রান্নাবান্নার অসুবিধার কারণে এলাকার মানুষজন অগত্যা মাঠের একধারে নিজেদের উদ্যোগে ত্রিপল খাটিয়ে এভাবেই শুরু করে স্কুলটি। তবে বেশিরভাগ দিনেই স্কুলে উপস্থিত হন না এমনই অভিযোগ অভিভাবকদের। স্থানীয় মানুষ ও অভিভাবকদের দাবি বিষয়টি নিয়ে বারবার জানানো হয়েছিল প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এমনকী মন্ত্রী থেকে বড় বড় আধিকারিকেরা পরিদর্শনও করে গেছেন। আশ্বাসও দিয়েছেন কিন্তু কোন কাজ হয়নি। দিনের পর দিন এই ভাবেই ঝড় বৃষ্টি গরমকে উপেক্ষা করে ত্রিপল খাটিয়েই চলছে খোলা আকাশের নিচে আইসিডিএস স্কুল। তবে এই অসুবিধার কথা ওই আইসিডিএস সেন্টারের রানী স্বীকার করে নিলেও রান্নার গুণগত মান নিয়ে তার সব কথা যেমন মাল পাঠায় তেমনি রান্না হয়। এতে আমার কিছু করার নেই। অন্যদিকে স্থানীয় বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি, বিষয়টি নিয়ে বারে বারে জানানো হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে কিন্তু তারা কোনও পদক্ষেপ না নিলে আমার কিছুই করার নেই। অন্যদিকে, এই বিষয় নিয়ে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলেন নির্দিষ্ট ওই আইসিডিএস সেন্টারটির জন্য একজন জায়গা দিচ্ছেন না যে কারণেই করা হচ্ছে না। তবে প্রশ্ন উঠছে আর কতদিন এইভাবে খোলা আকাশের নিচে ত্রিপলের তলায় পড়াশোনা করতে হবে ওই এক রোট্টি শিশুদের?

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২৭ জুলাই – ২ আগস্ট, ২০২৪

করোনা শৈশব

মহামারীর সেই ভয়স্কর স্মৃতি এখনো টাটকা। বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। পরিবার স্বজনের জন্য তারা হাহাকার রেখে গেছেন। করোনা মহামারী মানুষকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। মহামারীর মৃত্যু মিছিলে বাবা–মা কিংবা অভিভাবক হারিয়ে অনাথ হয়েছে বহু শিশু। সেই শৈশব সব সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। ২০২১ এর ১৯ মে কেন্দ্রের মোদী সরকার অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়াতে 'পি এম কেয়ার্স ফর চিলড্রেন' প্রকল্প শুরু করে। অভিভাবক হারা শিশুদের আশ্রয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে সব ধরনের সাহায্যের কথা বলা হয়েছিল। সরকারি তথ্য অনুযায়ী দেশের ৩৩ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৯ হাজার ৩৩৯টি আবেদন জমা পড়েছিল। বাতিল হয়েছে ৪ হাজার ৭৮১ টি আবেদন। মোট আবেদনের ৫১ শতাংশই বাতিল। নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রীদের সূত্রে এমন খবর প্রকাশ্যে এসেছে। আনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে ১৮ টি। প্রধানমন্ত্রীর ওই প্রকল্পে অর্ধেকের বেশি আবেদন কেন খারিজ হল। এনিয়ে বিস্তারিত কিছু জানায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। তিন বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি আবেদন পত্র জমা পড়েছিল রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশ থেকে। মহারাষ্ট্র থেকে সর্বাধিক ১২ হাজার ৫৫৩ টি আবেদন জমা পড়েছ। যেগুলির মধ্যে ৮৫৫ টি আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। রাজস্থানের ১২ হাজার ৫১১ টির মধ্যে ২১০ টি আবেদন গৃহিত হয়েছে। উত্তর প্রদেশ থেকে ১ হাজার ৭টি আবেদন এসেছিল। এর মধ্যে গৃহিত হয়েছে ৪৬৭ টি।
তথ্য পরিসংখ্যান যাই বলুক, শুধু মাত্র এ বাংলাতেই অনাথ হয়েছে বহু শিশু। বহু মানুষ বয়স্ক মা–বাবাকে হারিয়েছে। স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে এবং সন্তানকে হারিয়েছে। প্লাস্টিকে মুড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া কিংবা নুন্যতম আত্মীয়ের উপস্থিতিতে সমাহিত করা হয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশেই এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু মিছিলের ছবি সেদিন মানবসভ্যতাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। সম্প্রতি প্যারিসের অলিম্পিক গেমস ভিলেজে করোনার হানা দেওয়ার সংবাদে বিশ্ববাসী আতঙ্কিত। করোনার কারণে অনাথ হয়ে যাওয়া শিশুরা যথাযোগ্যভাবে মানুষ হোক প্রতিশ্রুতি মতো। ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের স্বাস্থ্য বিমা, উপযুক্ত শিক্ষার বন্দোবস্ত এবং সার্বিক খেয়াল রাখার কথা বলা হয়েছে। শিশুদের স্বনির্ভর করার এই মহতী প্রকল্পের প্রয়াস হোক এটাই কাম্য। প্রয়োজনে সরকারি কিংবা অসরকারি সংস্থার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। শৈশব গ্রাস করা করোনা কালের শিশুরা প্রকৃত শৈশব আবার ফিরে পাক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

অজ্ঞতার দরুন স্বচ্ছ স্ফটিকে দৃশ্যের প্রতিবিম্ব দেখে যেমন স্ফটিককে দৃশ্যময় বোধ হয়, অবিদ্যামুগ্ধ ব্যক্তি সেইভাবেই নিরঞ্জন ব্রহ্মে জগৎ দেখে। রাম বললেন, হে ঋষিবর! কি আশ্চর্য্য! দৃশ্যমান এই জগৎ একেবারে মিথ্যা হয়েও সত্যের মত প্রতিভাত হচ্ছে! সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীর এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি শরীরাভিমানী বৈশ্বানর কীভাবে উৎপন্ন হয় তা বিশদে বলুন। বশিষ্ঠ বললেন,– বালকের মনে যেমন নিরাকার বিদেহ ভূত বিভিন্ন আকারের দেহরূপে প্রকাশিত হয়, তেমনই জীবও তেমনই নিরাকার হয়েও প্রথমে ব্রহ্মে প্রকাশ পায়। জীবের পূর্বকল্পগত সংস্কার ও বাসনা বিদ্যমান থাকায় ব্রহ্মে ঐ ভাবে জীবভাব প্রকাশিত হয়। সেই জন্য সে একদিকে শুদ্ধ, অন্যদিকে বাসনার কারণে তার উৎপত্তির জন্য সে অশুদ্ধ। সুতরাং সে সত্য এবং অসত্য, অভিন্ন এবং ভিন্ন। জীবভাবনা করে যেমন পরমাত্মা জীবাকারে প্রকাশিত হন, তেমনই জীবও মনন করে মন এবং তন্মাত্র ভাবনা করে তন্মাত্রারূপে প্রকাশিত হয়। পরে আবিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপী তন্মাত্র–মন চিদাকাশে স্ফুরিত হয়। সমষ্টিমন অর্থাৎ যিনি হিরণ্যগর্ভা ব্রহ্মা, তাঁর অন্তরে তখন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সংখ্যাতীত সূক্ষ্মদেহরূপে প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় চৈতন্য মন আকারে রূপান্তরিত হলেও নিজের কোন বিশেষ পরিচয় না পেয়ে অস্ফুট জ্ঞান অনুভব করেন, কিন্তু প্রাক্তন সংস্কার উদিত হওয়া মাত্রই জগৎ, শব্দ ও নানান বিষয়ের অস্ফুট জ্ঞান বা অহংভাব উদিত হয়। সেই অহংভাব দেহগত হয় এবং বহির্বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি অনুভব করে। রাম! এই ভাবে আদি সমষ্টিজীব ব্রহ্মার এবং ব্যষ্টি জীবসমূহের সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ উৎপন্ন হয়। সুতরাং পরমাত্মাই অজ্ঞান–আবরণে আবৃত হ'য়ে আতিবাহিক দেহাকারে প্রকাশিত হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীব যখন জ্ঞান–জ্ঞেয়– জ্ঞাতার প্রভেদ ঘুচিয়ে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নেই এই প্রকৃত সত্য জেনে নেয়, তখন অন্যান্য ভেদসহ আতিবাহিক দেহের অস্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই আর থাকে না। সুতরাং পরম সত্তাই ভাবনার দ্বারাই স্থূল জগৎসর্বস্ব হন, আবার ভাবনা পরিত্যাগ ক'রে স্বরূপে সংস্থিত হন।

রাম বললেন, ব্রহ্ম যখন চিন্মাত্রস্বরূপ তখন তাঁতে অজ্ঞানের অবস্থান হতেই পারে না। তিনি অদ্বৈত এবং স্বতঃসিদ্ধ। তাহলে মুক্তি ও বিচার প্রভৃতি ভেদকল্পনার প্রয়োজন কেন হয়? বশিষ্ঠ বললেন, রাম! তুমি বিচক্ষণ প্রশ্নকর্তা, সঠিক সময়ে উপযুক্ত প্রশ্নই করেছ। অসময়ের পুষ্প আদর পায় না, উপযুক্ত সময়ে সঠিক প্রশ্ন করাই উচিৎ, তাতেই সুফল ফলে। জীবভাব যথাসময়ে নিজেতে পিতামহের ভাব অনুভব ক'রে হিরণ্যগর্ভারূপে আবির্ভূত হন। তিনি প্রণব উচ্চারণপূর্বক এই মনোময় রাজ্যে ব্যস্ত থাকেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

নদীয়ার বাথনা কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাস ওঝা, বাংলায় রামায়ণের রচয়িতা, ফুলিয়ার তার বাসস্থান ঘিরেই একটি স্টেশন বাথনা কৃত্তিবাস, প্রসঙ্গত তার রামায়ণ বাল্মিকী রামায়ণের অনুবাদ নয়, স্বকীয় ভাষায় নিজের রচনা

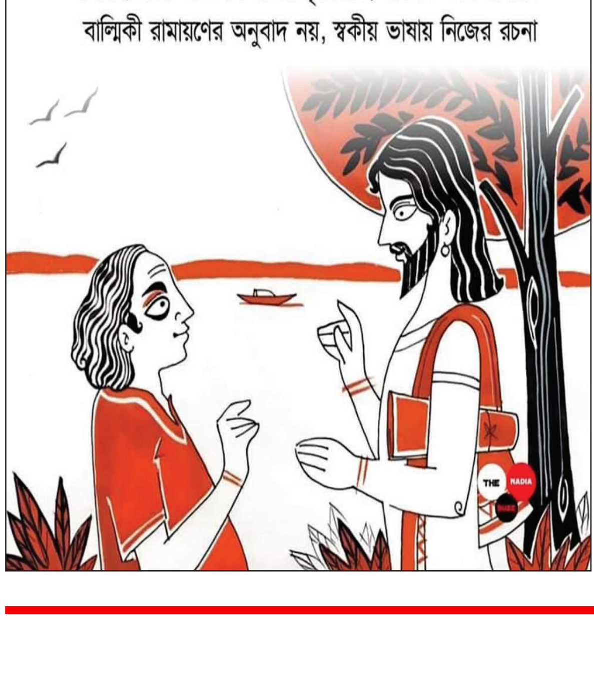

মূল ভাবনা উধাও রাজ্য শিক্ষানীতিতে

শিক্ষার হাল /৮

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

বিশ্বের উন্নততম বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা হল ফিনল্যান্ডের এডুকেশন সিস্টেম। এছাড়াও জাপানের শিক্ষাব্যবস্থা ও আমেরিকার ব্যবস্থা, যা ছিল জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০–এর মূল আধার, তার প্রতিফলন রাজ্য শিক্ষানীতিতে অনুপস্থিত–ই রয়ে গেল। প্রতিষ্ঠানিকগত দিক থেকে কমিটির সদস্যগণ যথেষ্ঠ যোগ্যতাসম্পন্ন হলেও জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে খুব বেশি দূরদৃষ্টি দেখাতে সক্ষম হয়নি এই শিক্ষানীতি।

যাইহোক, তাঁরা যে বিকল্প শিক্ষানীতির কথা বললেন তাতে বলা হল এরাজ্যে শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ২ বছর পড়াশুনা করবে। শিশুরা ৩ বছর বয়সে ভর্তি হয়ে সেখানে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত পড়াশুনা করবে। প্রাক্ প্রাথমিক পর্ব হবে ৫ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত। শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে ৬ থেকে ১০বছর বয়স পর্যন্ত। আমাদের এ রাজ্যে প্রাথমিক স্তর ধরা হবে প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত, এরপর উচ্চ প্রাথমিক অর্থাৎ পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, যা চলবে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত। মাধ্যমিক স্তর ধরা হবে নবম ও দশম মিলিয়ে মোট ২ বছর। মাধ্যমিকে ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করবে। তারপর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে শিশুরা স্নাতক স্তরে অথবা বৃত্তিমূলক শিক্ষালাভের জন্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাবে।

বিদ্যালয়ে পরিচালন ব্যবস্থার অন্দরমহল

তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষার সম্প্রতিকতম স্তরবিন্যাস সম্পর্কে অবগত হওয়া গেল। এবার বিদ্যালয় কিভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যাক, প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে ম্যানেজিং কমিটি বা পরিচালন সমিতি থাকার কথা। আর এই পরিচালন সমিতির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ১৯৭২ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা আছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে পরিচালন সমিতি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। যথা (ক)রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর কতৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি থাকবেন। (খ)পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের মনোনীত একজন সরকারি আধিকারিক থাকবেন (বর্তমানে এস আই অব স্কুলস্)। (গ)২ জন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি (পার্সন ইন্টারেস্টেড ইন এডুকেশন) রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টর কতৃক মনোনীত হবেন। (ঘ) একজন মেডিক্যাল প্রাকটিশনার বা চিকিৎসক

(বর্তমানে ব্লক স্বাস্থ্য অধিকারিক) শিক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টার কতৃক মনোনীত হবেন। (ঙ) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষিকা পদাধিকার বলে স্পন্সর্ড কমিটির সেক্রেটারী বা সম্পাদক হবেন। (চ) ৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্যপদ লাভ করবেন। (ছ) সর্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত একজন অ–শিক্ষক প্রতিনিধি ও নির্বাচিত হবেন ১৯৬৯ সালের স্বীকৃত অ–সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (সাহায্যপ্রাপ্ত বা সাহায্যপ্রাপ্ত নয়) পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়ম অনুসারে। ঠিক যেমনভাবে ৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, অশিক্ষক কর্মচারীও অনুরূপভাবে নির্বাচিত হওয়ার কথা। (জ) এরসঙ্গে ২ জন অভিভাবক প্রতিনিধিকে শিক্ষাদপ্তর নিযুক্ত সভাপতি মনোনীত করে থাকেন। বর্তমানে সংশোধিত আইন অনুসারে সভাপতি, শিক্ষানিরাগী ব্যক্তি ও অভিভাবক প্রতিনিধি সকলকে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হয়, প্রতি দুইমাসে অন্ততঃপক্ষে একটি করে পরিচালন সমিতির সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা। এরজন্য কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে আলোচ্যসূচি উল্লেখ করে বিদ্যালয়ের প্রধানকে সমিতির সকল সদস্যকে চিঠি/ নোটিশ পাঠানোর নিয়ম, কমপক্ষে সাতজন সদস্য উপস্থিত থাকলেই মিটিংএ কোরাম হয়েছে ধরা হয়।

বাস্তব চিত্র:

২০১৬–১৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, এরাজ্যে মোট ৫৫.৪০ (ক্রমশ)

নেপালে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা

সুমন্ত ভৌমিক

নেপালের সুরিয়া এয়ারলাইন্সের কাঠমান্ডু থেকে পোখারাগামী একটি বিমান ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভেঙে পড়ে। ১৮ জন যাত্রীর প্রাণ গেলেও বেঁচে গেছেন একজন পাইলট।

সুরিয়া এয়ারলাইন্স মূলত নেপালের অভ্যন্তরীন সেক্টরে বিমান পরিষেবা দিয়ে থাকে। বিমানটি স্কিড করে কাঠমান্ডু বিমানবন্দরের রানওয়েচ্যুত হয়ে পাশের একটি মাঠে গিয়ে পড়লে বিমানটিতে আগুন ধরে যায় ও বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

বিমানের যাত্রী ১৭জন প্রকৌশলী কিছু তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ও বার্ষিক মেনটেন্স কর্মসূচি'র কাজ নিয়ে কাঠমান্ডু থেকে পোখারা যাচ্ছিল। অগ্নিদগ্ধ বিমানের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা পাইলটকে চিকিৎসার জন্য কাঠমান্ডু মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নেপালের সিভিল এভিয়েশনের কর্মকর্তা জ্ঞ্যানেন্দ্র ভুল বলেছেন, বিমানটিতে দুজন ক্রু এবং ১৭ জন যাত্রী ছিলেন। বিমানটি ত্রিভুবন বিমানবন্দরের উত্তর দিকের অংশে বিধ্বস্ত হয়েছে। এক ফুটেজে দমকল বাহিনীর কর্মীদের আগুন নেভাতে দেখা গেছে ও ঘটনাস্থল থেকে ঘন কালো ধোঁয়া আকাশে উঠতে দেখা গেছে। যে পাইলটকে উদ্ধার করা হয়েছে তিনি চোখে এবং কপালে আঘাত পেয়েছেন। অ্যাম্বুলেন্স এবং দমকলবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং উদ্ধারকাজে নেপাল সেনাবাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নও জরুরি : ডাঃ শর্মিলা

দেবাশিস রায়

পূর্ব বর্ধমান : বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ডাঃ শর্মিলা সরকার দিল্লিতে শপথ গ্রহণ পর্ব মিটিয়ে ফিরে এসেই এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনায় কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তিনি রীতিমতো চরকি পাক কাটছেন তাঁর সংসদীয় এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে। বুধবার মহরমের দিনেও তাঁকে দিনভর ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল কাটোয়া বিধানসভা ক্ষেত্রের একাধিক

এলাকায়। পুরো ঝটিকা সফর শেষে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি কলকাতার বাড়িতে পৌঁছন। ইতিমধ্যেই তিনি বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসা পরিষেবা সহ সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোর হালহকিকত খতিয়ে দেখার পাশাপাশি কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন। ঘন ঘন খোঁজ নিয়েছেন ভাগীরথী তীরবর্তী ভাঙন কবলিত একাধিক এলাকা সহ নদী বাঁধের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। পূর্ব রেলের অধীন হাওড়া–কাটোয়া রেলপথের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাটোয়া জংশন স্টেশনে ঢোকার মুখে রেলগেটে একটি ফ্লাইওভার তৈরির দাবি উঠেছে দীর্ঘদিন আগেই। জনগণের সেই দাবির প্রতি সহমত পোষণ করে এবিষয়ে তিনি তৎপরও হয়েছেন। এই সংসদীয় ক্ষেত্রের কাটোয়া, পূর্বস্থলী উত্তর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, কালনা, মন্তেশ্বর, রায়না এবং জামালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় ধান, পাট, আলু, পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন ধরনের ফসল ও শাকসবজি সারাটা বছরই উৎপাদিত হয়। তাছাড়া পূর্বস্থলীর বিশাল এলাকাজুড়ে নার্সারি ব্যবসা রয়েছে। রয়েছে মৎস চাষ সহ বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পও। এবিষয়ে সম্যক ধারণা লাভেও তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে তিনটি পুরসভা আছে। কাটোয়া, কালনা এবং দাঁইহাট। এই পুরশহরগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো সহ নানাবিধ সমস্যা এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্ম প্রসঙ্গে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছেন এম পি ডাঃ শর্মিলা সরকার। এদিন বিকেলে কাটোয়ার গাজিপুর পঞ্চায়েতের পলতাগাছিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকাকালীন সেখানে তিনি একান্ত সাক্ষাৎকারে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে তাঁর নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমি একজন চিকিৎসক। সেই হিসেবে প্রথমেই আমার এলাকার চিকিৎসা পরিষেবার যাবতীয় ঘাটতিগুলোর প্রতি নজর দিচ্ছি। সেইসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নয়নও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বিভিন্ন স্কুলে স্মার্ট এডুকেশন সিস্টেম চালু করতে সচেষ্ট হব। কাটোয়া শহরে প্রবেশের মুখে রেলগেটে দিনভর যানজটের সমস্যার কথা আমাকে অনেকেই জানিয়েছেন। ওখানে একটি ফ্লাইওভার তৈরির দাবিটি দীর্ঘদিনের। এবিষয়ে বিভিন্ন মহলের সঙ্গে কথা বলব যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সুবিধা হয়। দাঁইহাট শহরবাসীর পক্ষ থেকেও বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজের প্রস্তাব আমার কাছে এসেছে। মানুষ আমাকে সমাজের কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। আমি সর্বদা সেই কাজের প্রতি আন্তরিক থাকার চেষ্টা করব। কোনও অন্যায়কে সমর্থন করব না। অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করবো।

শুভেন্দু কি বঙ্গ বিজেপির গলার কাঁটা হয়ে গেল

নির্মল গোস্বামী

বঙ্গ বিজেপি নয়, দিল্লির বিজেপি শুভেন্দুকে দিয়ে বঙ্গ বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। কারণ বঙ্গের তথাকথিত নেতাদের মধ্যে তারা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মুখ করার মতো কাউকে পাচ্ছিল না। সৌরভকে বিসিসিআইয়ের সভাপতি করে ছিল টোপ হিসাবে যদি ভবিষ্যতে বঙ্গ বিজেপির রাজনীতিতে যোগ দেয় এবং দিদির বিরুদ্ধে দাদাকে প্রজেক্ট করা যায়। সে আশায়সৌরভ যখন জল ঢেলে দিল, তখন সেই মামার চেয়ে কানা মামার মতো শুভেন্দুতে আস্থা রাখতে বাধ্য হল। ওদিকে যুব আর যুবাকে মিশিয়ে দিয়ে ভাইপোকে যখন দু'নম্বর জায়গায় নিয়ে এলো মমতা তখন শুভেন্দুও বুঝে ছিল এই দলে মমতার পরে কোনওদিনই আর এক নম্বর স্থানে যেতে পারবে না। রাজনৈতিক নেতাদের উচ্চাকাঙ্খা থাকবেই। সেটা অস্বাভাবিক নয়। তাই শুভেন্দুর তৃণমূল ছাড়াটা বঙ্গবাসী যে খুব খারাপ চোখে গ্রহণ করেছিল তাও নয়। অনেকেই সে সময় শুভেন্দুর বিজেপিতে যোগদানকে সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই মনে করেছিল।

বিজেপি এর আগে ১৯এর লোকসভা নির্বাচনে মুকুল রায়ের পরামর্শে লোকসভায় পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো ১৮ টি সিট জেতে। উপযুক্ত গ্রাউন্ড সংগঠন ছাড়াই। আর এই ১৮টা সিট জিতে বিজেপির দিল্লির নেতারা বঙ্গ জয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়। চোর, জোচ্চর, বাটপার না বেছে তৃণমূলের লোকজনকে দলে নিয়ে দীর্ঘদিনের লড়াই করা আদি নেতাদের পরামর্শ না নিয়ে বঙ্গ বিজয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে বাস্তব জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ছিল। প্রতিপক্ষের নাম যে মমতা ব্যানার্জী এবং রাজ্যটা বিহার বা ইউপি নয়, সেটা তারা ধর্তব্যের মধ্যেই আনল না। স্তম্ভিত ফিরল আসন যখন ৭২–এ এসে আটকে গেল। কোনওরকমে হারতে হারতে শুভেন্দু নন্দীগ্রামে জিতে বিরোধী রাজনীতিতে ভেসে থাকার অক্সিজেনটুকু পেল।

ধারে ভারে বংশ কৌলিণ্যে বাংলার বিজেপি নেতাদের থেকে অনেক এগিয়ে শুভেন্দু। মমতার এককালের ঘনিষ্ঠ সহযোগী যিনি। তিনি তাঁর দুর্বলতা এবং সাংগঠনিক ফাঁক ফোকর গুলো অন্যের থেকে বেশি রকমভাবে জানেন, তাই শুভেন্দুকেই বিরোধী দলনেতা করল। বঙ্গ বিজেপি যতটা না সভাপতি নির্ভর তার থেকে বেশি শুভেন্দু নির্ভর হয়ে পড়ল। ক্রমশ দলের মধ্যে আদি নব্যর বিরোধের চোরাস্রোতে দল ক্রমেই

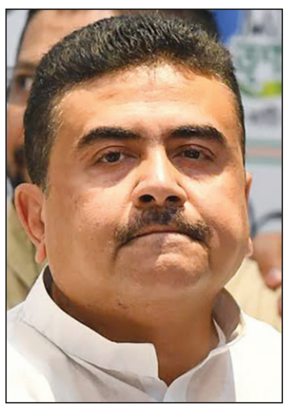

সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ল। দলের মধ্যে কর্মীরা যথাযোগ্য মর্যাদা না পেয়ে তলেতলে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। ওদিকে শুভেন্দুর হাঁক ডাক আর বিবৃতি সর্বস্ব প্রচারে ভুলে দিল্লি নেতারা ২৪ কমপক্ষে ২০–২২টা সিট নিশ্চিত আশা করে দিন গুণতে শুরু করল। ২০১৮ লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের খামতিগুলো মেরামত করলেন তৃণমূলনেত্রী। সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক সহায়তায় ফাঁক গলে উত্তরবঙ্গে জেতা সম্ভব হল না। এবারে প্রার্থী বাছাইয়ে শুভেন্দু যে ছড়ি ঘুরিয়ে ছিল তা বিজেপির নেতারা জানে। এই হারের দায় শুভেন্দু নিতে চাইল না। দলের রাশও আর হাতে ধরে রাখা সম্ভব নয় ভেবে শুভেন্দুর মাথা গরম হয়ে গেল। বিজ্ঞ পোড় খাওয়া রাজনীতিক উল্টো আচরণ করতে শুরু করলো। দলের হারের মন্থন কমিটিতে যে ভাষণ দিলেন তা তার নিজের কেরিয়ারে এবং দলের বাংলায় ক্ষমতায় আসার কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিল। আরো ১৫ বছর মমতাকে বাংলার ক্ষমতায় থাকার ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন শুভন্দু।

মুসলিমরা এদেশের নাগরিক এটা ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্যকে অস্বীকার করে দেশের তথা বাংলার রাজনীতিতে ক্ষমতা দখল দূরের কথা টিকে থাকাও যায় না। সবকা সাথ সবকা বিকাশ আর নয়। এই উক্তি একদিকে যেমন অসংবিধানিক অপরদিকে তেমনই তত্ত্বগত রাজনীতির সঙ্গে খাপ খায় না। রাজনৈতিক দলের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজের পিছিয়ে পড়া, নিম্নশ্রেণির মানুষদের কল্যাণে কাজ করা। অন্তত প্রচারে তারা তাই বলে। এই টাটা বিড়লা, আদানী, আডবানী, আম্বানীদের সাহায্য করার জন্য রাজনীতির প্রয়োজন পড়ে না। তাদের উন্নয়ন তারা নিজেরাই করতে সমর্থ। যদিও ক্ষমতাসীন দলগুলো তাদের স্বার্থই বেশি করে দেখে। কিন্তু মুখে বলে না। সংবিধানে সব নাগরিকদের সমান অধিকার। তুমি সরকারে থেকে মুসলমানদের বাদ দিয়ে শুধু হিন্দুর উন্নয়ন করবে এটা তো বেআইনি এবং তা সম্ভবও নয়। সরকার কোনও উন্নয়ন পরিকল্পনা মুসলমানদের বাদ দিয়ে কি করতে পারে? শুভেন্দু এই সব বালখিল্য কথা বলে নিজে রাজনীতিতে যেমন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়লেন, তেনি বিজেপি দলের গ্রহণযোগ্যতা বাঙালিদের কাছে আরো কমে গেল। এতদিন সাম্প্রদায়িকতার তাস আস্তিনে লুকানো ছিল। এখন তা প্রকাশ্যে চলে এল। এমনিতেই বিজেপির গো বলয় কালচার বাংলার মাটিতে ফসল ফলায় না। যতটুকু চাষ হয়েছে তা তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়েছে, বিজেপিকে ভালোবেসে নয়। ক্ষমতার সঙ্গে রাজনীতি করা শুভেন্দু ভেবেছে মুসলিম তোষণ করে মমতা যেভাবে মুসলিম ভোটকে অ্যাকাউন্টে করেছে সেভাবে হিন্দু ভোট একত্রিত করতে পারা যাবে। মমতার ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা মুসলিম নেতা যেভাবে আমরা ৭০ শতাংশ ওরা ৩০ আস্ফালন করে মুশিদাবাদে সম্প্রদায়িক রাজনীতিতে গুড় মুড়ি দিয়ে অধীর চৌধুরীকে হারাল শুভেন্দু সম্ভবত চায় তার উলটো পথে হেঁটে হিন্দু ভোটকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে। মমতার স্থানীয় নেতারা যেভাবে তৃণমূলকে ভোট না দিলে সরকারি প্রকল্প না দেওয়ার হুমকি দেন শুভেন্দু তাকেই পাল্টা হাতিয়ার করতে চান। কিন্তু শুভেন্দু মত পোড় খাওয়া রাজনীতিকের বোঝা উচিত তৃণমূলের মধ্যে একটা আঞ্চলিক দলের পক্ষে যা সম্ভব তা সর্বভারতীয় দলের পক্ষে সম্ভব নয়। মমতার লক্ষ্য বাংলার ক্ষমতা ধারে রাখা আর বিজেপি চায় সারা ভারতের ক্ষমতা।

শুভেন্দু এবং মুকুল রায়ের জন্য বাংলায় বিজেপির কতটা লাভ হয়েছে তা দলই জানে। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে বিজেপিকে দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে। আর এই দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করার জন্যই বাংলার সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট থেকে বিজেপি ক্রমশই বঞ্চিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের চরিত্রটা বুঝতে ভুল করেছে বিজেপি। পরদলের নেতাদের উপর নির্ভরতার মতো বোকামির মাশুল তাদের দিতে হচ্ছে। ফলে বাংলায় বিজেপির ভোট শেয়ার সামান্য বাড়লেও কমে গেল আসন সংখ্যা। এই খারাপ সময়ে শুভেন্দুর প্রতিহিংসা চরিতাথের ভবিষ্যৎ রূপ কি হয় সেটাই এখন দেখার।

পাঠকের কলমে

বাইক দৌরাত্ম্য দমনে ব্যর্থ কেন প্রশাসন?

'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইভ' গালভরা এই স্লোগান আছে। কিন্তু সেই স্লোগানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উচ্ছৃঙ্খল বেপরোয়া বাইক চালকরা দিনরাত দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের দৌরাত্ম্যের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদ করলেই উল্টে মারধরের কবলে পড়তে হচ্ছে। এমনকী প্রতিবাদকারী মহিলাদেরও নানাভাবে অসম্মান করতে পিছুপা হয় না উচ্ছৃঙ্খল বাইক চালকরা। শুধু তাই নয়, বেপরোয়া এই মনোভাবের কারণে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে অনেকেই। দিনের পর দিন রাজ্যবাসী এমনতর দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সাক্ষী থাকলেও, এই দৌরাত্ম্য দমন করতে ব্যর্থ পুলিশ–প্রশাসন। রাজ্যে পুলিশ–প্রশাসন থাকলেও কোনও 'রহস্যজনক' কারণেই এধরনের দৌরাত্ম্য দমনে তাদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলেই মনে হচ্ছে। যে কারণে উচ্ছৃঙ্খল বাইক চালকরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে। সন্ধ্যা নামতেই ব্যস্ততম একাধিক রাস্তায় মদ্যপ বেপরোয়া বাইক চালকদের দৌরাত্ম্য শুরু হয়ে যায়। কিছু কিছু বাইকের সাইলেন্সার থেকে এমন কানফাটা আওয়াজ বের হয় যা সহ্য করা যায় না। বাইকের বেপরোয়া গতির প্রতিবাদ করলেই কটূক্তি সহ্য করতে হয়। এভাবে দিনের পর দিন বাইক চালকদের দাপাদাপি চলতে থাকলেও পুলিশ–প্রশাসন কার্যত উদাসীন। এই দৌরাত্ম্য দমনে ধারাবাহিক অভিযানে পুলিশ–প্রশাসনের অনীহা কেন? এক শ্রেণির ছেলেমেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে প্রতিনিয়ত অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। তাদের অনেকেরই হাতে রয়েছে বহুমূল্যের স্মার্টফোন, বাইক, স্কুটি। এরা আইনের শাসনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চায়। এভাবেই তারা প্রতিনিয়ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্র দিনরাত উচ্ছৃঙ্খলদের বেপরোয়া দাপাদাপি সহ্য করতে হচ্ছে। পুলিশ–প্রশাসন চাইলেই এধরনের দৌরাত্ম্য সহজেই দমন করতে পারে। আমার বিনীত অনুরোধ পুলিশ–প্রশাসন এব্যাপারে যথাযথভাবে সক্রিয় হোক। তারা উদাসীনতা, ঢিলেঢালা মনোভাবের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে আইনের শাসনকে প্রতিষ্ঠা করুক। আমার বিশ্বাস, বিভিন্ন রাস্তায় স্থাপিত সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে পুলিশ–প্রশাসন যদি গুরুত্বের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে নজরদারি চালায় তাহলেই উচ্ছৃঙ্খলতাকে অনেকখানিই দমন করা যাবে।

পলাশ গাইন,কালনা, পূর্ব বর্ধমান

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

নেই বৃষ্টি চাষ নিয়ে সংশয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেঘ জমলেও চাষের উপযোগী পযাপ্ত বৃষ্টি এখনো হলো না।বীরভূম জেলার কোথাও পযাপ্ত বৃষ্টি হলো না ফলে জেলার কৃষকদের ভাবনার শেষ নেই। সারা আষাঢ় মাস জুড়ে তীব্র তাপদাহ ও কখনো মেঘের আনাগোনা হলেও বৃষ্টি না হওয়ার ফলে বীজতলাগুলি শুকিয়ে মরছে। অনেকে শুকনো জমিতেই বীজ বুনে রেখেছিল সেই বীজ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। আবার বুনেছে বীজ। মাত্র একমাস সময়ের মধ্যে যদি মুষলধারে বৃষ্টি না নামে তাহলে চাষ লাটে উঠবে। যারা ধনী কৃষক যাদের সাবমার্সেবল আছে তারা অবশ্য চাষ শুরু করেছেন কিন্তু যারা গরিব,প্রান্তিক, বর্গাদার,পাটচাদার তারা এখন চাতক পাখীর মত আকাশের দিকে চেয়ে আছে কখন বৃষ্টি নামবে। জেলার বৃষ্টি নির্ভর এলাকার কৃষকরা বলে, আকাশের বৃষ্টির উপর নির্ভর করে আমাদের চাষ করতে হয়। যাদের সাবমার্সেবল আছে তারা জল বিক্রি করছে বিঘা প্রতি এক কুইন্ট্যাল ধান কিংবা দুহাজার টাকার বিনিময়ে তাদের আগাম টাকা দিতে হবে নাহলে জল মিলবে না। তার উপর ট্রাক্টর ভাড়া ঘণ্টায় ১০০০ টাকা। আছে সার ও লেবার খরচ। এত খরচ করে কি লাভ হবে আমন ধান চাষ করে? উঠছে প্রশ্ন। সরকার তো আমাদের জন্য কিছুই ভাবছে না? কেবল কৃষকবন্ধু ও পিএম কিষানের কিছু টাকা দিয়েই খালাস। বীরভূম জেলার সেচ এলাকা মানে ময়ূরাক্ষী ও দ্বারকার জলা ধার। জল ছাড়ার মত তিলপাড়া বাঁধের জলাধারে জল নেই । শুকিয়ে আছে ডেউচার দ্বারকার নদীর বাঁধ। কীভাবে চাষ হবে এই নিয়ে কৃষকদের মাথায় হাত। নদী নালা খাল বিলেও জল নেই। বৃষ্টির অভাবে বীজতলার চারা সব মরে যাচ্ছে। কীভাবে চাষ হবে এটাই এখন চিন্তার বিষয়। গত দু'বছর ধরে এই পরিস্থিতি হচ্ছে জেলায় ।জেলার ১৯ টি ব্লকের ১৬৭ গ্রামপঞ্চায়েত তারমধ্যে সব চেয়ে খারাপ অবস্থা জেলার পশ্চিমাঞ্চলের ঝাড়খণ্ড বর্ডার লাগোয়া ব্লকগুলো। সেইসব এলাকার জমি ঝাড়খণ্ড মালভূমি উঁচু নীচু পাথুরে এলাকা। এই ব্লকগুলি হলো –খয়রাশোল,রাজনগর,সিউড়ি ১নং, মহম্মদবাজার, নলহাটি ১নং, রামপুরহাট ১ নং, মুরারই ১ নং। এই এলাকার কৃষকরা বলে, আমাদের এই এলাকা সম্পূর্ণ বৃষ্টি নির্ভশীল এলাকা। এখন অনেক ধনী কৃষকরা পাথর কেটে সাবমার্সেবল বসালেও সবাই মাঝারি ও গরিব কৃষকরা সেই সাবমার্সেবল টাকার অভাবে বসাতে পারে না কারণ পাথর কেটে ২৫০ – ৩০০ ফুট বোরিং করেও সেভাবে জল পাওয়া যায় না। যদি বোরিং করা হয় তাহলে একটা সাবমারসেবল বসাতে খরচ হবে বিদ্যুত কানেকশন সহ প্রায় তিন লক্ষ টাকা। তবে সরকারি উদ্যোগে জেলা এইসব ব্লকে প্রতিটি মৌজায় এই সাবমার্সেবল বসান হয় তাহলে এই শুখা এলাকা গুলির জমিগুলি বাঁচবে। তা না হলে অনাবাদ থেকে যাবে বৃষ্টি না হলে হাজার হাজার হেক্টর জমি। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা – খয়রাশোল,রাজনগর, রামপুরহাট একনং ব্লকের মাসড়া,নারায়নপুর, নলহাটি একনং ব্লকের বানিওড়,হরিদাসপুর, মুরারই একনং ব্লকের রাজগ্রাম, মহুরাপুর ও ডুমুরগ্রাম পঞ্চায়েতের সারদুয়ারি,কনকপুর, প্রভুরামপুর, ধনঞ্জয়পুর মৌজাগুলি। ২০২২–২৩ সালে অনেক জমি আবাদ হয়নি বৃষ্টির অভাবে। ওই এলাকার খেতমজুররা বলে, আমরা অনেক আশা নিয়ে থাকি এই একমাস চাষের কাজের জন্য কিন্তু যদি এক সপ্তাহের মধ্যে বৃষ্টি না হয় তাহলে এবার চাষ হওয়া খুব কষ্টের ।`

শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে শিবের মাথায় জল ঢালতে ভক্তদের ভিড়

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : জ্যোতিষমতে শ্রাবণ মাস খুবই শুভ। এই মাসে শিবের আরাধনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। অনেকেই এই মাসে শিব ও মা পার্বতীর আরাধনায় নিজেদের লিপ্ত রাখেন। দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট রাখতে গুড়, ছোলা, বেলপাতা, ধুতরো দিয়ে প্রসন্ন রাখেন। সেই শ্রাবণ মাসে সোমবারগুলিকে খুবই শুভ বলে মনে করা হয়। শ্রাবণ মাসে মোট ৫ টি সোমবার। শ্রাবণের প্রথম সোমবার ২২ জুলাই, ২৯ জুলাই দ্বিতীয়, তৃতীয় সোমবার ৫ অগস্ট। চতুর্থ সোমবার ১২ অগস্ট। পঞ্চম ও শেষ সোমবার ১৯ অগস্ট। পঞ্জিকা অনুসারে, শ্রাবণ এই বছর ২৯ দিন থাকবে। শ্রাবণ ঘিরে পৌরাণিক কাহিনি– সমুদ্র মন্থনে যখন দেবতারা এবং অসুররা অমৃত বা অমরত্বের সন্ধান করতে একত্রিত হয়েছিলেন তখন সমুদ্র মন্থন করার সময় বহু জিনিস উঠে আসে। উঠে আসে সোনা, পশুপক্ষী, ধনদেবী লক্ষ্মী এবং ধন্বন্তরি। এরপর আসে হালাহাল নামের বিষ। যা পান করে নেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি নীলকণ্ঠ হয়ে যান। তার পর থেকেই দেবাদিদেব নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত। শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবারে, শিলিগুড়ির বিভিন্ন মন্দিরগুলিতে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। মহাদেবের মাথায় জল ঢালতে লাইনে দাঁড়াতে দেখা যায় ভক্তদের। এদিন শিলিগুড়ির মা ভবানী কালীমন্দিরে সকাল থেকেই ছিল শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য ভক্তদের লম্বা লাইন। দুধ, ঘি, মধু গঙ্গাজল অর্পণ করেছেন ভক্তরা ভগবান শিবের মাথায়।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু শিলিগুড়িতে

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ৭ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জায়না খাতুন নামে এক বালিকা শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে জ্বর নিয়ে ভর্তি থাকার পর তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে একটি তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে। অসমর্থিত সূত্র মারফত জানা গিয়েছে বালিকাটি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই এলাকায় সাফাইয়ের কাজে জোর দেওয়া হয়েছে এবং একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ি পুরো নিগমের সভাগৃহে এই দিনের এই ডেঙ্গু প্রতিরোধ নিয়ে জরুরি সভায় উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক, শিলিগুড়ি পুরো কমিশনার, মহকুমা শাসক, শিলিগুড়ি অধ্যক্ষ, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল এসিপি, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট, সুপার শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বৃন্দ

পথ নিরাপত্তা অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সচেতনার বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসাত : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে ট্রাফিক ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে বারাসাত পশ্চিম ন'পাড়া হাইস্কুলে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ ট্রাফিক সচেতনতা বার্তা প্রদান করেন টি আই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ওসি জিতেন সিংহ রায়। উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য পুলিশ কর্মীবৃন্দ।

শিকল বাঁধা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘি : সুন্দরবনের রায়দীঘির শ্রীফলতলা গ্রামের যুবক ইব্রাহিম মোল্লা দীর্ঘ ১৫ বছর পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। বেশ কয়েক বছর আগে হঠাৎই অসুস্থতার কারণে করুণ অবস্থার শিকার এই। তাঁর এই অবস্থা দেখে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেছেন এলাকার মানুষ। ৩৬ বছরের ইব্রাহিম রায়দীঘি এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা করে ভালোমতোই তিনি জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু হঠাৎই দেখা যায় অসুস্থতা।আচমকাই মানসিক অসুস্থতার শিকার হন তিনি। শিকলবন্দি অবস্থাতেই রাস্তাঘাটে ঘুরছেন তিনি। বিনা চিকিৎসাতেই এভাবে পড়ে রয়েছেন। তার ভাই বা মা কেউই ঠিক মতো চিকিৎসাও করাতে পারছেন না বলে তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গেল । কখনো খেতে পাচ্ছেন ওই যুবক আবার কখনো না খেয়েই দিন চলে যায় তার। তাঁর পরিবার ও গ্রামের মানুষেরা চান সরকারি তৎপরতায় ওর ভালো চিকিৎসার মাধ্যমে ওকে দ্রুত সুস্থ করে শিকল মুক্ত করা হোক।

জল মিশন প্রকল্প সত্ত্বেও

প্রথম পাতার পর

দেয় তৎকালীন বামফ্রন্টের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নাসিরউদ্দিন মণ্ডল এবং বিডিওকে। মানুষের দাবিকে মেনে নিয়ে সেই বছরের মে মাসে বামফ্রন্টের বীরভূম জেলাপরিষদ থেকে দুটি গ্রামের ৪টি মোড়ে ৪টি রিগবোর টিউবওয়েল পাথর কেটে বোরিং করে বসানো হয় । কিছুটা হলেও জলের সমস্যা মেটে । ঠিক এইভাবে প্রতিবছর দু একটি করে ৩৪ বছরে ৩৫ টি রিকবোর আছে ওই দুটি গ্রামে। সবই ঠিক ছিল যতদিন এর দেখভাল করতো পিএইচই কিন্তু ২০১১ সালের পর এই মেরামতের দায়িত্ব দেওয়া হয় পঞ্চায়েতকে। সেদিন থেকে একটার পর একটা টিউবয়েল বন্ধ হতে থাকে। এখন ২ টিউবয়েল চালু আছে গ্রামে। বাকি সব অকেজে হয়ে পড়ে রয়েছে। কনকপুর মোড়ের বাজারের টিউবওয়েলটি মেরামত করা হলে জল পাওয়া যাবে কিন্তু করা হয় না । গ্রামের প্রাক্তন সদস্য আনোয়ার আলি বলেন, কনকপুর গ্রামের জলসঙ্কট মোচনে ২০০৯–১০ সালে বীরভূম জেলাপরিষদ মুরারই একনং ব্লকের কনকপুর, চাতরা অঞ্চলের বিরহামপুর, ও গোঁড়শা অঞ্চলের ভাটরা এবং মুরারই ২নং ব্লকের কাঠিয়া ও মাঠকরমজা গ্রামে ৫টি সজলধারা প্রকল্পের কাজ শুরু হয় কিন্তু ২০১১ সালে পালাবদলের পর সমস্ত পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ভেঙ্গে দেয় সেই প্রকল্প টাকার অভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ওই গ্রাম দুটিতে জল মিশন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। গ্রাম থেকে চার কিমি দুরে ধনঞ্জপুর গ্রামে দুটি বোরিং করে সরাসরি পাইপ লাইন দিয়ে জল সরবরাহ করা হয়। সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, যেখানে উঁচু এলাকা সেইসব পাড়ায় জল সরবরাহ ব্যহত হতে থাকে কনকপুর গ্রামের সরকারপাড়া, কনকপুর বাজার,ভূইমালীপাড়া,লাড়ুবি পাড়া, ভাঙ্গাপাড়া ও আইসিডিএস সেন্টার, মুসলিম পাড়া সহ সারদুয়ারি গ্রামের মানুষ জল পায় না। গ্রামবাসীরা জলের দাবিতে ২৫ জুন মুরারই ১নং ব্লকে অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনের ডাক দেয়। ২১ জুন বিডিও কে আগাম চিঠি দিয়ে জানানো হলেও তিনি ডেপুটেশন নিতে অস্বীকার করেন ফলে সেই আন্দোলন হয়নি। বিডিও জানিয়েছিলেন যে দাবিগুলো আছে সেগুলো মেনে নেওয়া হবে ডেপুটেশন দিয়ে কি হবে। দাবিগুলি ছিল – অবিলম্বে যেসব পাড়ায় কলে জল আসে না সেই সব পাড়ার টিউবওয়েলগুলি মেরামত করা, ট্রাঙ্কারে করে দিনে দুবার জল সরবরাহ করা ও স্থায়ী সমাধানে উঁচুতে জলাধার তৈরী করে জল সরবরাহ করা ইত্যাদি কিন্তু দিন কয়েক জল ট্রাঙ্কারে সরবরাহ করে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। কনকপুর – ডাঙ্গাপাড়া আইসিডিএস সেন্টার জলের অভাবে ধুকছে ২বছর ধরে এর কোন সুরাহা হয়নি। বাড়ি থেকে প্রতিদিন ৩০ লিটার জল এনে শতাধিক শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য মিডডে মিল রান্না করা হয়। কবে জল পাবে সেই আশায় চেয়ে আছেন সেন্টারের কর্মীরা। একটা রিগবোর ছিল সেটি ভেঙ্গে যাওয়ার পর ২লক্ষ ২৯ হাজার টাকার ড্রাগওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। নিরব প্রশাসন ।

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বৃক্ষ বিতরণ অনুষ্ঠান

গাছ না বাঁচলে আমরা বাঁচবো না: বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, সামালী : ২৩ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সামালী মনসাতলায় নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বনদপ্তরের সহযোগিতায় বৃক্ষ বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরপুকুর মহেশতলা ব্লকের ভিডিও সুবর্ণা মজুমদার, সমিতির সম্পাদক প্রণব ভুষণ গুহ, বাসবি চ্যাটার্জি, সুধীর নন্দী, বিষ্ণুপুর থানার আধিকারিক সৌমেন হালদার পঞ্চায়েতের সদস্য শ্যাম গুপ্তা প্রমুখ। মোট ১৩টি ক্লাব ও ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৫০০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। ভিডিও সুবর্ণা মজুমদার বলেন, গাছকে বাঁচাতে হবে তা না হলে আমরা বাঁচবো না। তিনি সমিতির এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সমিতির সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় রুখতে এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের বিরুদ্ধে বৃক্ষরোপনের একমাত্র প্রতিরোধের বিষয়। আগামী দিনে এই সমস্ত ক্লাবগুলোকে নিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত আরো বড় উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোক্তারা এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

ছবি : অরুণ লোধ

সুপার সানডের বৃক্ষরোপণ

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর: সোনারপুর সুপার সানডের পরিচালনায় গত ৫ জুন থেকে আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে বৃক্ষরোপন অভিযান। এই দীর্ঘ প্রায় ২ মাস ১০ দিনের কার্যক্রমকে সামনে রেখে গত ১৪ জুলাই রবিবার এই সংগঠনের পরিচালনায় সবুজ বাঁচানোর উদ্যোগ সম্বন্ধে সারা সোনারপুরের মানুষকে বার্তা দিতে এক অভিনব পদযাত্রার আয়োজন করে। এই পদযাত্রায় সোনারপুর সুপার সানডের সদস্য, সদস্যা ছাড়াও এলাকার বহু মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়, প্রত্যেক বছরই তাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। চারদিকে যখন অবাধে গাছ কেটে, জ্বলাজমি ভর্তি করে ইমারতের পাহাড়ে পরিণত হচ্ছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সোনারপুর সুপার সানডের এই উদ্যোগকে এলাকার মানুষও যে সাধুবাদ জানাচ্ছে।

নেচারস্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ১৪–২০ জুলাই, ২০২৪ একগুচ্ছ কর্মসূচি পালন করলো বজবজ–মহেশতলা নেচারস্টাডি সেন্টার (পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ পর্বতারোহন সংগঠন), ১৪ জুলাই বজবজ পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডে চারাগাছ বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পৌরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত, উপ–পৌরপ্রধান মহঃ মনসুর (মগরু), ১৭ জুলাই বজবজ চিত্রিগঞ্জ কালিবাড়ি কমিটির সহযোগিতায় মন্দির চত্বরে বৃক্ষরোপণ করা হয়। ১৮ জুলাই বজবজ আর.পি. এফ থানার সহযোগিতায়, থানার অফিসের বাগানে বৃক্ষরোপন করা হয়। ঐদিন বজবজ সেন্ট স্টিফেন হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের চারাগাছ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ সোমেন মণ্ডল, পৌরপিতা কৌশিক রায়, ১৯ জুলাই বজবজ সেন্ট থমাস মেমোরিয়াল হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষিকা কেয়া মণ্ডলের সহযোগিতায় চারাগাছ বিতরণ করা হয়, সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ ভৌমিক, সহ–সভাপতি অমরনাথ ভট্টাচার্য সহ বাসুদেব হালদার, অলক শী, প্রদীপ হালদার, অঙ্কুশ দে সরকার, সরস্বতী লাল, সুবীর মজুমদার প্রমুখ সদস্যবৃন্দ সংগঠনের সম্পাদক জয়দেব দাস অরণ্য সপ্তাহে বৃক্ষরোপণ প্রসঙ্গে আসন্ন বর্ষায় আগামী প্রজন্মের জন্য সবাইকে একটি চারাগাছ রোপণ ও তাকে সন্তানসম পালনের বার্তা দেন।

দান খয়রাতির

প্রথম পাতার পর

এমনকী ব্রিটিশদের সঙ্গেও পাল্লা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করেছে বাঙালি। তখন বাঙালি দুহাত ভরে দান করত, দান নিত না। বসে থাকতো না কখন সরকারি সাহায্য পকেটে ঢুকবে। সাহায্য নেওয়া তো দূর, বিদেশী ব্যবসায়ীদের অর্থের যোগানদার ছিল বাঙালি। সেই বাঙালি আজ কুঁকড়ে যাচ্ছে, নতুন উদ্যোগ নিতে ভয় পাচ্ছে। এই শ্রমবিমুখ, দান গ্রহণে অভ্যস্ত অধিকাংশ বাঙালিকে যে অচিরেই কর্মহীনতা গ্রাস করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বরাদ্দ বাড়ল

প্রথম পাতার পর

পশ্চিম পাড় দিয়ে গিয়ে মনোহর দাস তড়াগের তলা দিয়ে গিয়ে এসপ্ল্যানেড মেট্রোর লাইনের সঙ্গে মিশবে। কাজও দ্রুত গতিতে চলছে। ওদিকেও নিউ গড়িয়া থেকে রুবি মোড়স্থিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত মেট্রো রেল চালু হয়েছে। রুবি থেকে চিংড়িঘাটা পর্যন্ত মেট্রোরেল চালুর প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।

অন্ধকারে গ্রাম

প্রথম পাতার পর

সে রাস্তায় বিদ্যুতের পোস্ট রয়েছে তবে আলো জলে না।এই এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা মৎস্যজীবী।তাঁরা বলেন, পোষ্টে আলো না থাকায় সন্ধ্যার পর রাস্তায় বের হতে ভয় হয়।খুব জরুরি কাজেও ঘরবন্দি থাকতে হয়। খুব বিপদে পড়লে আমরা টচ লাইট নিয়ে জীবন হাতে করে ঘরের বাইরে যাই। ঘন অন্ধকারের সময়ে গোটা রাত কাটে আমাদের ভয়ে।যেকোন ও সময় বাঘ লোকালয়ে ঢুকে আক্রমণ চালাতে পারে। এই আতঙ্ক তাড়া করে সবাইকে।তাই আমরা চাই বাংলার উন্নয়নের শরিক থেকে মৈপীঠ বাদ থাকে কেন।দ্রুত আলোর ব্যবস্থা হলে ভালো হয়।তবে এ ব্যাপারে কুলতলির বিডিও সুচন্দন বৈদ্য বিস্তারিত জেনে দেখবেন বলে জানালেন।

৭৫ বছরেও বিদ্যুৎ পৌঁছোয়নি রামগঙ্গায়

প্রথম পাতার পর

২০১৫ সালে পুরো গ্রামেই বিদ্যুতের খুঁটি পোঁতা হয়েছিল। সেই সময় তার টানার কাজও শুরু হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমফানের সময় বেশ কয়েকটি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছিল। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের তারও ছিঁড়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুতের খুঁটিগুলি একই অবস্থাতেই রয়েছে। এই গ্রামের প্রতিটি পরিবার বিদ্যুতের মিটারের জন্য দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু আজও পর্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি। খুবই বিপজ্জনকভাবে গ্রামবাসীদের বিদ্যুতের তার বাড়ি অবদি টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে। প্রায় সময় এই অগোছালো বিদ্যুতের তারের জন্য দুর্ঘটনা ঘটছে। গত চার দিন আগেও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গ্রামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনুশ্রী মণ্ডল বলেন, স্থায়ী সমিতির মিটিংয়ে বিষয়টি উঠেছিল। এরপরই বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে ওই গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা।

শেষ ভরসা আলুও

প্রথম পাতার পর

ছোট বড় আলু ব্যবসায়ীরা সাফ জানিয়েছেন, এই ধর্মঘট অবিলম্বে তুলে নেয়া উচিত তা না হলে যেমন বিপদে পড়বেন সাধারণ মানুষ, তেমনি ব্যাপক ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হবে। আলুর দাম কমার জন্য এই ধর্মঘটের অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবি করেছেন সাধারণ মানুষ। বুধবার কৃষো বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপরই দু পক্ষই জানিয়েছিল, বৃহস্পতিবার থেকেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে। হিম ঘর থেকে ২৬ টাকা কেজি দরে আলু পাইকারি হবে। কিন্তু শুক্রবারও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। এমনকি সেঅর্থে খুচরো বাজারে আলুর জোগান নেই। শুক্রবারেও জ্যোতি আলু বিক্রি হচ্ছে ৪০ টাকা এবং চন্দ্রমুখী আলু বিক্রি হচ্ছে ৪৫ টাকা কেজি দরে। মুখ্যমন্ত্রী ও কৃষি বিপণন মন্ত্রী হস্তক্ষেপের ফলেও পরিস্থিতি কেন স্বাভাবিক হচ্ছে না, তা বোঝা যাচ্ছে না। অনেকেরই প্রশ্ন একশ্রেণির মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীরা কৃত্তিমভাবে আলুর ঘাটতি তৈরি করে কি মানুষকে বোকা বানাতে চাইছে? আবার অনেকেরই প্রশ্ন ঠিক ভোটের পরই নিত্যপ্রয়োজনীয় শাক–সবজি আনাজপত্রের দাম বাড়ছে কেন?

এবারের বাজেটে কাজের অধিকার

প্রথম পাতার পর

ভাতের ব্যবস্থা করে দাও, ধর্ম সে এমনিই শিখে যাবে। সেই পেটের ভাতের স্থায়ী সংস্থান করে সুস্থ সবল ভারতবাসী গড়াই প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত যে কোনো সরকারের। সেখান থেকেই বহু দূরে সরে গিয়েছে আর্থিক গুরু হওয়ার স্বপ্ন দেখা ভারতের সরকারগুলি। তবু পথের কাঁটা কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত দিত আগের মতো এবারের বাজেটেও নতুন উদ্যোগে ঋণের প্রস্তাব রয়েছে ঠিকই কিন্তু গত কয়েক বছরে বাজারের মারপ্যাঁচে উদ্যোগীরা ঋণ শোধ করতে হিমশিম খাচ্ছে, উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে পরবর্তী ঋণ নিতে। ব্যাংকগুলি কুঁকড়ে গিয়েছে ঋণ প্রদানে। অবস্থা প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত তৃতীয় অর্থনীতির ভারতের স্বপ্ন ফেরি করতে গিয়ে প্রকল্প ও পরিকাঠামোয় বিপুল বরাদ্দ করেছেন অর্থমন্ত্রী। আশা, এই বরাদ্দও কর্মসংস্থানে কাজে লাগবে। হয়ত লাগবে, কিন্তু সেই রোজগার কি সুস্থ সবল বলিষ্ঠ ভারতবাসী তৈরির পরিপূরক শক্তি জোগাতে পারবে।

আজ বেশিরভাগ ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কমছে, বাড়ছে ঋণ আর সরকারি সাহায্যের প্রতি নির্ভরতা। দুর্বল বিত্ত দুর্বল চিত্তের কারণ। ফলে ক্ষোভ জমছে, অসহিষ্ণুতা গ্রাস করছে ভারতবাসীকে। মাথা তুলছে ধর্মীয় মৌলবাদ। একে রুখতে হলে চাই আর্থিক, মানসিক, শারীরিকভাবে সবল ভারতবাসী। স্থায়ী কর্মসংস্থানের দিশাহীন এবারের বাজেট তা পূরণ করতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাওয়ালীতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ২০ জুলাই, ২০২৪ শনিবার বাওয়ালীতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বৃক্ষরোপন ও চারাগাছ বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উত্তর বাওয়ালীর চিড়িয়াখানা বাগানস্থিত ইষ্টিকুটুম ভিলার উদ্যোগে আয়োজিত পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক সভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের সহযোগিতায় উপস্থিত ছাত্র ছাত্রী ও ব্যক্তিবর্গের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। সহযোগিতায় ছিল বয় স্কাউটস্ অফ বেঙ্গল এবং নোদাখালী বিজ্ঞান পরিষদ (শাখা সংগঠন পঃবঃ বিজ্ঞান মঞ্চ), বাওয়ালী অঞ্চলের ৬ টি উচ্চবিদ্যালয় (বাওয়ালী হাইস্কুল, শ্রী সারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠ–বাওয়ালী পল্লীমঙ্গল হাইস্কুল, ভেঁড়ি ভেটকখালি হাইস্কুল, ভেঁড়ি ভেটকাখালি গার্লস হাইস্কুল, বাওয়ালী গঙ্গাপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ উচ্চ বিদ্যালয়) এবং ৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (মহেশ্বরপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাওয়ালী কিন্ডার গার্টেন স্কুল, আদর্শ শিশু শিক্ষণ কেন্দ্র) ছাত্রছাত্রীরা পরিবেশ বিষয়ক চার্ট ও মডেল সহশরে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরে তাদের বক্তব্য, কবিতা, গান, নৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে, উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরীদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষা শ্রীমতী শিখা রায় বলেন, বৃক্ষরোপন না করে যারা গাছ কেটে পারিবেশের ক্ষতি করে তাদের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে, বয় স্কাউটস্ অফ বেঙ্গলের জেলা প্রশাসক সেখ কাদির গনি শিক্ষার্থীদের হৃদয়জাত সাবলীল উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে ৩ডি (ডিশিপ্লিন, ডেডিকেশন, ডিটারমিনেশন) অনুসরণের কথা বলেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ী বলেন, প্রাণবন্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা বৃক্ষরোপনের যে বার্তা দিয়েছে তা প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী, নোদাখালী বিজ্ঞান পরিষদের সম্পাদক তমাল মালিক বলেন, সবাই মিলে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য বৃক্ষরোপন কর্মসূচিকে আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এটাকে নৈতিক কর্তব্য হিসাবে তুলে ধরতে হবে, ছোটরা তাদের এই কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বড়দের উদ্বুদ্ধ করবে, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অমরনাথ ভট্টাচার্য, স্বপন মন্ডল, দেবাশীষ ঘোষ, নব উন্মেষ সংস্থার পক্ষ থেকে সঞ্চয় দাস, সুজয় দাস, রবীন্দ্র–নজরুল মঞ্চের বেনজির মানব, সৌরেন প্রামানিক, আহম্মদ আলি মোল্লা, স্কাউটের পক্ষে ডাঃ শঙ্কর প্রসাদ মণ্ডল, সুরজিৎ সরদার, সখ্য সংঘের সুনীতকুমার মান্না সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ইষ্টিকুটুম সংস্থার পক্ষ থেকে আহ্বায়ক রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী পরিশেষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী– বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্র–ছাত্রীবৃন্দ ও আগত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ব্রাত্য তারাশঙ্কর শতবর্ষ ভবন

প্রথম পাতার পর

তাতে তারাশঙ্করের ব্যবহার্য জিনিসের সংগ্রহশালা, সাহিত্য চর্চা, গবেষনা, সংস্কৃতি চর্চাকে এক ছাদের তলায় সংঘটিতভাবে পরিচালনার পরিকল্পনা হয়েছিল। তৎকালীন পঞ্চায়েতসমিতি, জেলাপরিষদ মৃনাল সেন, সোমনাথ চ্যাটার্জির সাংসদ তহবিল সহ পুরোপুরি সরকারি খরচে গড়ে উঠেছিল এই ভবন। তারাশঙ্করের বসতবাড়ি 'ধাতৃদেবতা'র কাছাকাছি এই তারাশঙ্কর ভবনের সংগ্রহশালায় তারাশঙ্করের পুরস্কারসমূহ, তাঁর পাণ্ডুলিপি,তাঁর নানা রচনা সহ অন্যান্য নানান সম্ভারে সমৃদ্ধ করার পরিকল্পনা সেদিন দিনের আলো দেখেছিল। সময় বয়েছে কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পায়নি। সেই আক্ষেপ আজও কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে লাভপুর সহ আপামর তারাশঙ্করপ্রেমীদের। তারাশঙ্করের ব্যবহার্য নানা সামগ্রী সহ তাঁর নানা মূল্যবান পুরস্কার,তাঁর পান্ডুলিপি তারাশঙ্কর শতবর্ষ ভবনে প্রদান করার অঙ্গীকার করেছিলেন কথা সাহিত্যিকের পরিবারের সদস্যরা। তৎকালীন তারাশঙ্কর উদযাপন কমিটির সদস্য বিকাশ রায় জানিয়েছেন, ''পরিকল্পনা হয়েছিল, ভবন হয়েছিল কিন্তু নানা টালবাহানায় সেই ভবন নির্মানের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। সেইকারনে তারাশঙ্করের পরিবারের সদস্য কথা সাহিত্যিকের ব্যবহৃত মূল্যবান সামগ্রী বাংলা একাদেমী সহ নানা জায়গা প্রদান করে দেন। তবে আজও আমরা চাই এই ভবন তার লক্ষ্যে পৌছাক। কারণ তারাশঙ্কর আজও প্রাসঙ্গিক। নতুন প্রজন্মের কাছে তারাশঙ্করকে পৌছে দেওয়া আবশ্যক। যা এই ভবনকে ভরকে করা যেতে পারে।'' বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর কর্ণধার নাট্যব্যক্তিত্ব উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ''তারাশঙ্কর ভবনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ায় আমরা অগত্যা লেখকের বাড়ি 'ধাতৃদেবতা'কে সংস্কার করে সেখানেই সংগ্রহশালা করেছি। তাতে সাহিত্যিকের ঘড়ি, ছবি, পেন, চশমা, পাঞ্জাবী, উত্তরীয়, সিলমোহর ইত্যাদি আছে। আজও বহু মানুষ আসেন তা দেখতে কিন্তু তাতে তো চাহিদা মিটছে না কারন তারাশঙ্কর শতবর্ষ ভবন গড়ে ওঠার প্রকৃত লক্ষ্য পূরণ হোক — এটা আজও সমান চাহিদা ।''

মদ, গাঁজা

প্রথম পাতার পর

ঠেক পুলিশ বন্ধ করে দেয়। যদিও বিক্রেতারা প্রায় সকলেই পলাতক বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি অবরোধকারীদের পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়, এই ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করবার জন্য যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা তারা নেবেন। আর এ কথা শোনার পরেই অবরোধকারীরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে অবরোধ তুলে নেয়। তবে এরই মাঝে বেশ কিছু উত্তেজিত জনতা তারা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে অবৈধ ঠেকগুলির ভেতরে থাকা আসবাবপত্র ভাঙার কাজ শুরু করলে পুলিশের সাথে বেশ খানিকক্ষণ বাদানুবাদ চলে। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

বিজ্ঞপ্তি

(১) শ্রীমতী আশা দেবী, স্বামী- মৃত সুখলাল ধানুক, (২) শ্রী পাপ্পু ধানুক, পিতা- মৃত সুখলাল ধানুক, উভয়ের সাং- ২৫২, জি.টি. রোড, লিলুয়া, পোষ্ট- লিলুয়া, থানা- বালি, পিন নং ৭১১২০৪, জেলা- হাওড়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। ওনারা মৌজা- গনিপুর, জে.এল. নং ১৩, এল. আর. দাগ নং ২৬১, এল. আর. খতিয়ান নং ২৫০৪, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওয়ার্ড নং ১৫, থানা মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং জে২-১৮৯/৩১/১/নিউ, সুকান্ত পল্লী রোড- এর অধীনে একটি ২ কাঠা জমি শ্রীমতী বানী মল্লিক -এর নিকট হইতে ক্রয় করেন ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২২ সালে, যাহার দলিল নং ১৭৬০৫/২০২২। উক্ত জমি শ্রীমতী বানী মল্লিক ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে শ্রী অশোক মল্লিক -এর নিকট পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি পান, যাহার দলিল নং ৪৪৪৯/২০২২।

অতঃপর উক্ত জমির মিউটেশন-এর আবেদন করিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তির কোনরুপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে বেহালা বি.এল.আর.ও. [৩৯, বীরেন রায় রোড (ইস্ট), পোঃ + থানা- ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা- ৭০০০০৮] অফিসে অভিযোগ জানান।

শ্রীমতী সোনিয়া ধানুক, স্বামী- মৃত রাজ কুমার ধানুক, সাং- ৯, ভু-কৈলাশ রোড, একবালপুর, পোষ্ট- খিদিরপুর, থানা- একবালপুর, কোলকাতা- ৭০০০২৩, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। উনি মৌজা- গনিপুর, জে.এল. নং ১৩, এল. আর. দাগ নং ২৬১, এল. আর. খতিয়ান নং ২৫০৪, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে ওয়ার্ড নং ১৫, থানা মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং জে২-১৮৯/৩১/১/নিউ, সুকান্ত পল্লী রোড- এর অধীনে একটি ১ কাঠা জমি শ্রীমতী বানী মল্লিক -এর নিকট হইতে ক্রয় করেন ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২২ সালে, যাহার দলিল নং ১৭৬০৬/২০২২। উক্ত জমি শ্রীমতী বানী মল্লিক ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে শ্রী অশোক মল্লিক -এর নিকট পাওয়ার অফ এ্যাটর্নি পান, যাহার দলিল নং ৪৪৪৯/২০২২।

অতঃপর উক্ত জমির মিউটেশন-এর আবেদন করিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তির কোনরুপ অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে এক মাসের মধ্যে বেহালা বি.এল.আর.ও. [৩৯, বীরেন রায় রোড (ইস্ট), পোঃ + থানা- ঠাকুরপুকুর, কোলকাতা- ৭০০০০৮] অফিসে অভিযোগ জানান।

মহানগরে

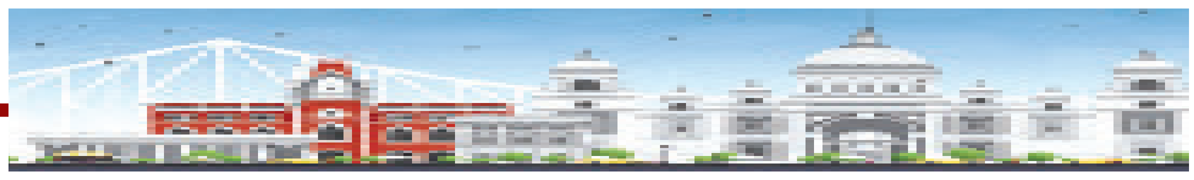

দূষণরোধে শ্মশানের চুল্লিতে বালিশ–কম্বল নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লিতে মৃতদেহের সঙ্গে বাঁশ–বাখারির সঙ্গে লেপ, তোশক, বালিশ, কম্বলের মতো জিনিসও ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা নিয়ন্ত্রিত কমবেশি ৮ টি শ্মশানের মধ্যে অনেকগুলি শ্মশানেই এই ঘটনা ঘটছে। এমন ঘটনা দ্রুত বন্ধে কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষ ধবল জৈন নির্দেশিকা জারি করেছেন। ওই নির্দেশিকায় শহরের প্রতিটি শ্মশানের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের বলা হয়েছে, মৃতদেহের সঙ্গে কোনওভাবেই বাঁশের কাঠামো, লেপ, তোশক, বালিশ, কম্বল আর চুল্লিতে ঢোকানো যাবে না। মৃতদেহ শ্মশানে ঢোকার পর মৃতদেহ থেকে যাবতীয় জিনিস যাতে পৃথক করা হয়, শ্মশানের সাব–রেজিস্টারকে সেদিকে নজর রাখতে হবে। মৃতদেহের পরনের পোশাক বাদে মৃতদেহে ঢাকা দেওয়া একটি সাধারণ পাতলা চাদর ইলেকট্রিক চুল্লিতে প্রবেশ করানো যেতে পারে। লেপ, তোশক, বালিশ, কম্বল আলাদাভাবে শ্মশান চত্বরে পোড়ানোও যাবে না। কারণ এর ফলে বাতাসে দূষণের মাত্রা বাড়ছে। শ্মশান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যে দূষণের প্রভাব পড়ছে।

উক্ত নির্দেশনামা যথোপযুক্ত ভাবে মানা হচ্ছে কী না, তার ওপর কড়া নজরদারি চালানো জারি রয়েছে।

ই–বর্জ্য কিনবে কলকাতা পৌরসংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা(সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) দপ্তর সূত্রে খবর, অফিস পাড়া এবং শহরের বহুতল আবাসন গুলিতে শিবির করে ইলেকট্রনিক্স–বর্জ্য কেনা হবে। পুরোনো মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, ল্যাপটপ, ট্যাব, মনিটর, কী–বোর্ড, মাদারবোর্ড, প্রিন্টার, ইউপিএস, ম্যানুয়াল টাইপ মেশিন ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্স জিনিস হল ই–বর্জ্য। শহর কলকাতা জুড়ে দিন–দিন নষ্ট হয়ে যাওয়া ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম বা ই–বর্জ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জেরে নানারকম রোগ যেমন ছড়াচ্ছে, তেমনই দূষণের মাত্রা বাড়ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কলকাতা পৌরসংস্থা ই–বর্জ্য কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ই–বর্জ্যের দ্বারা চোখ, ত্বক, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর ফলে শ্বাসকষ্ট, ত্বকের ক্ষতি, অনিদ্রা, হতাশা ও হাড়ের যন্ত্রণা বাড়তে পারে, লিভারের সমস্যাও হতে পারে।

সম্প্রতি রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দফরের সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই ই–বর্জ্য কলকাতা পৌরসংস্থার কাছ থেকে তারা সংগ্রহ করবে। বিভিন্ন রকম ই–বর্জ্যের দামও রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দফতর নির্দিষ্ট করেছে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া সেই দামেই ই–বর্জ্য কেনা হবে।

পৌর জঞ্জাল অপসারণ দফতর সূত্রে খবর, অনেক কলকাতাবাসী বাড়ির অন্য বর্জ্যের সঙ্গে ই–বর্জ্য দেদার ফেলে দিচ্ছেন। এর মধ্যে এমন কিছু জিনিস থাকছে, যা অন্য বর্জ্যের সঙ্গে মিশে বাতাসে দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি করছে। সে কারণেই এগুলির পৃথকীকরণ অত্যন্ত জরুরি। পৌরসংস্থা ঠিক করেছে, আপাতত কলকাতা শহরের ১০ টি ওয়ার্ডে এই পরিষেবা চালু করা হবে। ধাপে ধাপে এই পরিষেবা কলকাতা প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডেই চালু করা হবে। এই উদ্যোগের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে জানাতে প্রচার করা হবে। কেন বর্জ্য পৃথকীকরণ জরুরি, প্রচারে সেই কথাও তুলে ধরা হবে।

আহত ধর্মরাজের উড়ান ভাবনায় 'অ্যাপেক'

নিজস্ব প্রতিনিধি : "যা পাখি উড়তে দিলাম তোকে! শিলাজিৎ – এর ২০০০ সালের এই জনপ্রিয় গানটাই বারংবার মনে ফিরছিল ২১ জুলাইয়ের অপরাহ্ণে বেহালা–সরসুনার রায়দিঘিস্থিত এক বৃহদায়তন জলাশয়ের পাড়ে এই উড়ান দেখতে দেখতে। গত ২২ মে'র এর রকমই এক অপরাহ্ণে ঝড়ে বিধবস্ত একটি খুবই ছোট্ট বক পাখিকে নিজেদের হোমে আশ্রয় দেয় বেহালার 'অ্যানিম্যাল্ পিপল্ অ্যালাইয়্যান্স কলকাতা'। এদের যোগাযোগ নম্বর : ৯০৫১৫ ৪১১১২। মাস দুই সেবাশুশ্রূষার পর ২১ জুলাই অপরাহ্ণে সেই ধর্মরাজকে মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দেওয়ার মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন এপিএকে"র ফিল্ড ডাইরেক্টর তুষার সরকার ও অন্যান্য ছোটোছোটো ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি হাজির হন চলচ্চিত্রাভিনেতা সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় ও নয়না পালিত। আদর করে যার নাম রাখা হয়েছিল গুচি। সেই ছোট্ট বক পাখিটিকেই খাঁচা ছেড়ে ডানা মেলে উড়তে দেখে আবেগাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন হয়ে পড়েন কুকুর–বিড়াল থেকে বন্যপ্রাণীদের বিশেষ ভরসাস্থল এপিএকে'র সদস্যসদস্যারা। তাদের কারও কথা, 'পাখি নয়, বন্ধু হয়ে ছিলে মোদের ঘরে। ওড়ো তুমি আগের মতো, ফেরো তোমার নীড়ে'। আবার কারও কথা 'উড়ে যাও বক মামা আকাশ পথে পালক জামা।

অবৈধ নির্মাণে কলকাতা পৌরসংস্থাকে থাপ্পড় মারা হচ্ছে : ফিরহাদ হাকিম

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌরসংস্থা বেআইনি নির্মাণ রোধে নির্মাণ আইনে বদল আনছে। এতদিন যে কোনও ঘরবাড়ি তৈরি করতে গেলে রাস্তার দিকে বা অন্য প্লটের থেকে ন্যূনতম চার ফুট ছেড়ে ঘরবাড়ি তৈরি করতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'অবৈধ নির্মাণ শনাক্ত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কলকাতায় অবৈধ নির্মাণ কাজ গুলির সবকটি এ আমলের নয়। এই বেআইনি নির্মাণ চলছে গত ১০০ বছর ধরে। গার্ডেনরিচ মিউনিসিপালিটি যখন ছিল, তখন থেকে বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। ওখানকার মানুষ জানতই না যে ঘরবাড়ি ভবন নির্মাণে মিউনিসিপালিটি থেকে ঘরবাড়ির প্ল্যানের অনুমোদন নিতে হয়। অনেকের পাট্টা পাওয়া জমিতে মাল্টিস্টোরেড বাড়ি তৈরি হয়েছে, তাদের জানাই ছিল যে বাড়ি তৈরি করতে গেলে, ঘরবাড়ি তৈরির প্ল্যানের অনুমোদন পৌরসভা থেকে নিতে হয়। এক একটা এলাকায় এক একটা ধারণা তৈরি হয়েছে।'

তবে এখন যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে আমি হলফ করে বলতে পারি, বেআইনি নির্মাণ আজকের দিনে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কী কী ব্যবস্থা হয়েছে? সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বিল্ডিং এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বিভিন্ন দফতরের রোস্টারের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা জায়গায় তারা রোস্টার তৈরি করবে। বিল্ডিং দফতরের অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের ১৫ দিন পরপর একই রাস্তায় যেতেই হবে। পরিদর্শন করার পর তার আপডেট করতে হবে। রাস্তায় বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে কী না দেখতে হবে। অবৈধ নির্মাণ হলে নোটিশ দিয়ে তার ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু করতেই হবে। প্রোমোটার বা ডেভলপারের নামে এফআইআর করতে হবে। সমস্ত জায়গায় নোটিশ করতে হবে। পৌর মহাধ্যক্ষের মাধ্যমে কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে তা জানানো হবে। ৪০১ ধারাতে গার্ড পোস্টিং ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে।

যদি কোথাও দেখা যায়, প্ল্যান নিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, অথচ একটা ফ্লোর অতিরিক্ত হয়েছে। ৪০১ ধারায় নোটিশ দিয়ে কাজ না হলে, সাতদিন পরে ৪০৮ ধারা ধরিয়ে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত ফ্লোর ভেঙে ফেলতে হবে। কলকাতার ২টো জায়গায় পৌরসংস্থার বাড়ি ভাঙার টিমকে আটকানো হয়েছে, পুলিশের সামনেই অপদস্থ করা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি। আবার সেটাকে ভাঙার প্রক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। একটা বেআইনি নির্মাণ করার অর্থ কলকাতা পৌরসংস্থার হাতে কোনও ক্ষমতাই নেই। এটা কলকাতা পৌরসংস্থাকে থাপ্পড় মারা হচ্ছে। থাপ্পড় মারার পরে সে বলছে, আমার এটা ভুল হয়ে গিয়েছে। এটা হয় না।'

তিনি আরো বলেন, 'তবে নিশ্চিত ভাবে এক কাঠা, হাফ কাঠা বা দেড় কাঠা জমিরও প্ল্যান স্যাংশন করতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে ছোটো জমিতে প্ল্যান স্যাংশনের এতোদিন পর্যন্ত কোনও এক্তিয়ার ছিল না। একটি এক কাঠা জমির মালিক, সে কী করবে। না সে প্ল্যান পাচ্ছে। না সে থাকতে পারছে। তাতে চারদিকে চার ফুট করে ছাড়তে হলে একটা মনুমেন্ট করা ছাড়া, কিছুই করা যাবে না? এ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন খোদ মহানাগরিক। কলকাতা ঘুরে দেখা গিয়েছে, একচিলতে জমির মালিকরা বাধ্য হয়েই কলকাতা পৌরসংস্থাকে না জানিয়ে বেআইনি নির্মাণ তুলেছে। এবারের নয়া প্রস্তাবে ঠিক হয়েছি, ১২৫ বর্গ মিটার থেকে ১৬৫ বর্গ মিটার জমি হলে আর চার ফুট ছাড় দিতে হবে না। মাত্র ৭০০ মিলিমিটার ছাড় দিলেই হবে। তবে এই আইন কেবলমাত্র ছোটও জমির মালিকদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। বড়ো জমির মালিক বা প্রোমোটারদের ক্ষেত্রে পুরনো আইনই, ওই চার ফুটের বিষয়টিই জারি থাকবে। তবে ছোটও জমির বিষয়ে এই আইন পাস হতে কিছুটা সময় লাগবে। আইন সংশোধন করে সবে নবান্নে পাঠানো হয়েছে। নবান্ন সবুজ সংকেত দিলে, তবে নোটিফিকেশন দিতে হবে। তারপর হিয়ারিং করে আইনে সিলমোহর পড়বে। এবার থেকে ২সপ্তাহের মধ্যে প্ল্যান স্যাংশন দেওয়া হবে। কলকাতার সংযোজিত এলাকায় বেআইনি নির্মাণটাই নাকি আইন! এইসব এলাকার মানুষদের, বেআইনি নির্মাণ না করতে বলেন মহানাগরিক। ১৫ দিনের মধ্যে প্ল্যান স্যাংশন না হলে মহানাগরিক ব্যবস্থা নেবে। বিল্ডিং ক্ষেত্রে একটা রুল অ্যামেন্ডমেন্ট করা হল। বাস্তবসম্মত ভাবে কী করা যায়, তা দেখা হবে।

পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট ওই সব জায়গায় আগে একটা ফ্লোর বা ২টা তল বেআইনি হয়। তারপর সেটা টাকার বিনিময়ে 'আইনি হয়ে যেত। সে প্রক্রিয়া এবার থেকে বন্ধ হল। এবিষয়েও আইন আনা হচ্ছে, হেয়ারিং অফিসাররা এবার থেকে টোটাল এরিয়ারের ১০ শতাংশের বেশি বেআইনি নির্মাণ হলে আর আইনি হবে না, এক্ষেত্রে ভাঙতেই হবে। এবার থেকে ছাদটা কেবল গর্ত করে দেওয়া নয়। পুরোটাই ভেঙে দেওয়া হবে, যতটা বেআইনি আছে। অতিরিক্ত এফএআরে"র(ফ্লোর এরিয়া রেশিও) জন্য, যত রকমভাবে আইনে পরিবর্তন করা যায়, তা করা হবে। আপনাকে নিশ্চিতভাবে ১০০ শতাংশ বন্ধ হয়েছে তা নয়। নীতিগতভাবে বন্ধ করতে মহানাগরিক হিসাবে আমি বাধ্য।

নির্মাণ বর্জ্যে এবার জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় নতুন বাড়ি নির্মাণ কিংবা পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন করে বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে সমস্ত রাবিশ কলকাতা পৌরসংস্থার নতুন প্ল্যান্টে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর এই নিয়ম না মানলে জরিমানা করা হবে বলে, কলকাতা পৌরসংস্থার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে জানা যাচ্ছে। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে এরকম কড়া সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, নতুন বাড়ি তৈরির সমস্ত নির্মাণ বর্জ্যের তথ্য কলকাতা পৌরসংস্থাকে জানাতে হবে। ফুটপাথ বা রাস্তার এদিক–ওদিক ফেলে রাখা যাবে না। অন্যথায় ওই নির্মাণ বন্ধও করে দেওয়া হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্মাণ বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে কলকাতা পৌরসংস্থা এ রাজ্যে প্রথম সি অ্যান্ড ডি প্ল্যান্ট তৈরি করেছে। পূর্ব ভারতে প্রথম গড়ে ওঠা এই প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে নিউটাউনের পাথুরিয়াঘাটায়। বাড়ি তৈরি বা বাড়ি ভাঙার ফলে যে বর্জ্য বা রাবিশ উৎপন্ন হয়, সেগুলি উন্নত শহরের ক্ষেত্রে একটি বড়ো সমস্যা। প্রায়শই রাস্তা ও ফুটপাথে নির্মাণ সম্পর্কিত ধ্বংসাবশেষ ফেলে রাখা হয়। এর ফলে এলাকাবাসী যাতায়াত থেকে ধুলো ইত্যাদি সমস্যার সম্মুখীন হয়। এখন থেকে বর্জ্য থেকেই কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় ১০ এমএম, ২০ এমএম ও ৪০ এমএম পরিধি–যুক্ত পাথর, বালি তৈরি হচ্ছে। শহরবাসী নিজেরাই গাড়ি করে এই বর্জ্য পাথরঘাটার প্ল্যান্টে ফেলে আসতে পারেন বা নিজেরা না পারলে কলকাতা পৌরসংস্থার কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করে তাদের সাহায্যে গাড়ি নিয়ে রাবিশ পাথুরিয়াঘাটায় আসতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে উপভোক্তাকে গাড়ি ভাড়া মেটাতে হবে। একটি বেসরকারি সংস্থা কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এই প্ল্যান্ট তৈরি করেছে। এখান থেকে তৈরি হওয়া সামগ্রী ওই বেসরকারি সংস্থা নিজেরাই যেখানে খুশি বিক্রি করবে। একই সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থাকেও তারা বালি, পাথর বা পেভার ব্লক বিক্রি করতে পারবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উক্ত সংস্থার সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার ১০ বছরের চুক্তি হয়েছে।

পচনশীল বর্জ্য থেকে জৈব সার বা প্লাস্টিক বর্জ্যকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করার কাজ আগেই কলকাতা পৌরসংস্থা শুরু করেছে। রাবিশ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষেবা পেতে কলকাতা পৌরসংস্থার নিজ–নিজ বরো অফিসে যোগাযোগ করে আবেদন করতে হবে।

বার্তা

চক্রব্যূহ : স্তূপাকৃতি জঞ্জালের কবলে মল্লিকবাজারের গলি। আগুন লাগলে বেরোবার পথ নেই। **ছবি : প্রীতম দাস**

আঁতুরঘর : মানিকতলা ইএসআই হাসপাতালের ভিতরে চলছে সংস্কারের কাজ, জল জমে তৈরি হয়েছে ডেঙ্গির উৎস। বিপাকে মানুষ। **ছবি : অভিজিৎ কর**

নয়াপথ : দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া তরফে খড়গপুর শাখার ব্যস্ততম স্টেশন পাঁশকুড়াতে একটি নতুন ফুট ওভার ব্রিজের উদ্বোধন হয়।

মন যমুনায় : বৃন্দাবনের যমুনায় সূর্যাস্তের আভা। **ছবি : প্রণব গুহ**

যাওয়া আসার পথে পথে

দেবীদাসপুর, জগন্নাথ দেব এবং একটি শিল্পী পরিবার

দীপক কুমার বড়পণ্ডা

সংগ্রহশালায় সংগৃহীত প্রত্নদ্রব্যগুলি দেখে সিদ্ধান্ত নিলাম, যেখান থেকে এগুলো পাওয়া গেছে সেই গ্রামে যাবো। দেবীদাসপুর গ্রামে পাওয়া আদিম মানুষের ব্যবহৃত মৃৎ পাত্রের অংশবিশেষ সংরক্ষিত হয়েছে রজনীকান্ত জ্ঞান মন্দির সংগ্রহশালায়। স্থানীয় ইতিহাস চর্চাকারীরা তাই দাবি করছেন পূর্ব মেদিনীপুরের দক্ষিণ অংশ নতুনভাবে গড়ে ওঠেনি। আদিম মানুষের বাস এখানে ছিল। অর্থাৎ এই জনপদ বেশ প্রাচীন।রজনীকান্ত মিউজিয়ামে প্রদর্শিত আরও কিছু শিল্পদ্রব্য এই ধারণাকে সমর্থন করে। এই সংগ্রহশালার কিউরেটর অরবিন্দ মাইতি বলছিলেন কিছুদিন আগেও দেবীদাসপুর থেকে কিছু প্রত্নদ্রব্য পাওয়া গেছে।

সেই গ্রামেই চালতাতলায় দেখা হয়েছিল বিবেকানন্দ কর্মকারের সঙ্গে। ৮০ বছরের এই বৃদ্ধ গত ৫০ বছর ডেমুরিয়ার রথ তৈরির সহযোগী ছিলেন। তাঁর এবং তাঁর বাবা প্রয়াত বলরাম কর্মকারের কাজ ছিল লম্বা লম্বা লোহার পেরেক তৈরি এবং সেগুলো কাঠের কাঠামোয় মারা। গত বছর পাঁচেক এই রথের কাঠামো বদলেছে। পেরেকের বদলে নাট বল্টু এসেছে। তাই এই কর্মকার পরিবারের আর ডাক আসে না পশ্চিমবঙ্গে রথের জন্য খ্যাত ডেমুরিয়া গ্রাম থেকে। একসময়ে চৌধুরী বাড়ির কর্তারা এখানে এসে রথের আগে কথা বলে যেতেন। তবে গত ১৪ বছর হল বিবেকানন্দ বাবু নিজের বাড়িতেই রথ তৈরি করেছেন এবং মন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনটে রথে তিন মূর্তি পৃথকভাবে অবস্থান করছেন। দেবতা দেবীদাসপুর বাজার থেকে এখন চালতাতলায় মাসির বাড়িতে এসেছেন রথে করে। কর্মকার পরিবার দেবতার সারা বছরের সেবায়েত। দেবতা থাকেন স্থানীয় এক ব্রাহ্মণ পরিবারে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ২ নম্বর ব্লকের পানিপারুল গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে ওড়িশা কোস্ট ক্যানেল। গেওখালি থেকে সুবর্ণরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত এই খাল দিয়ে একসময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেছেন বলে শোনা যায়। এই গ্রামেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে সেদিন (১৩ জুলাই, ২০২৪) কথা হয়েছিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মিউজিয়াম দেখাতে বলেছি। তাঁরা স্থানীয় সংগ্রহশালায় আসবেন বলেছেন। ছোটরা খালটাও দেখুক ইতিহাস শুনতে শুনতেই। এগরা রামনগর রাস্তায় পানিপারুল অথবা দেপাল বাস স্ট্যান্ডে নেমে যাওয়া যায় এখানে।

আদিম মানবের ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়ার কারণে প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে এই গ্রামের অনেক গুরত্ব। আবার এই গ্রামের কর্মকার পরিবারের ঐতিহ্য কম নয়। যাঁরা ডেমুরিয়ার বিখ্যাত রথ নির্মাণে নেপথ্য কারিগর। মৈতনায়, ডেমুরিয়ায় লক্ষ মানুষের ভিড় জানুন এইসব শিল্পীদের কৃতিত্বের কথা। আদিম থেকে আধুনিক ইতিহাসের চর্চায় মানুষ থাকুক সঙ্গে।

মাঙ্গলিকী

নাট্য সৃজনী আয়োজিত ফেষ্টিভ্যাল ২০২৪

কৃষ্ণচন্দ্র দে

গত ২৬ জুন যোগেশ মাইম অ্যাকাদেমী মঞ্চ নাট্যসৃজনী তাদের থিয়েটার উৎসব ২০২৪ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত করলো। প্রথম পর্যায়ে মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে টানা দুই দিনের নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিল। এবারে তারা মধুসূদন মঞ্চ এবং যোগেশ মাইম একাদেমীতে আবার দুইদিনের নাট্যোৎসবের আয়োজন করলো। এবারের নাট্যোৎসবের শিরোনাম ছিল– 'থিয়েটার প্রেরণা'। 'থিয়েটার–ই ঠিকানা'। মধুসূদন মঞ্চে নাট্যসৃজনীর এই মুহূর্তে সব থেকে জনপ্রিয় দুটি নাটক ' থানা থেকে আসছি' এবং 'অধিরাজ' এই দুটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল।

সম্প্রতি ২৬ জুন প্রথমপর্বে তারা উৎসবের আনুষ্ঠানিক শুভারম্ভ করলো তাদের পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন ও গুণীজন সম্বর্ধনা দিয়ে। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যকার নির্দেশক প্রকাশ ভট্টাচার্য এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য সংগটক সৌমেন রায়চৌধুরী। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি নাট্যসৃজনী প্রতিবছর গুনীজনদের সম্বর্ধনা দিয়ে থাকে। এবছরও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এই ২ দিনের উৎসবে তাঁরা ২৬ ও ২৮ জুন প্রকাশ ভট্টাচার্য ও আশিষ ঘোষকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

২৬ জুন নাট্যসৃজনীর নিজস্ব প্রযোজনা দুটির মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের চেতনা ফেরানোটা অত্যন্ত জরুরি কাজ বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয় দিন ২৮ জুন তারা মোট চারটি নাটক মঞ্চস্থ করে। তার মধ্যে তিনটি দল আমন্ত্রিত। বাকি একটি প্রযোজনা তাদের নিজস্ব। পরিচালিকা অন্তিকা চ্যাটার্জির নির্দেশনয় 'জাস্টিস' নাটকটি অভিহিত হয়। ১৮ জন নতুন ছেলে মেয়েদের নিয়ে নাটকের মাধ্যমে মেয়েদের জন্য জাষ্টিসের আবেদন রাখলেন। পুরোনো একটি প্রবাদ চালু আছে যে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু। নাটকের মাধ্যমে সেই প্রবাদের কথাই আবার নির্দেশক মনে করিয়ে দিলেন। এই নাটকে সাধারণ জনগণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। এই নাটক আরও দেখিয়েছে যে সমাজে যারা অসহায়, সেই অসহায় মানুষদেরই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নিজেদের অধিকার প্রয়োজনে ছিনিয়ে নিতে হবে। প্রথম নাটক নির্দেশনায় অন্তিকা যথেষ্ট মুন্সীয়ানায় পরিচয় দিয়েছে। এই জন্য অবশ্যই ওর সাধুবাদ প্রাপ্য।

এছাড়া আরো তিনটি নাটক অভিহিত হয়। যেমন বেহালা অনুদর্শীর 'স্যাফোকেশন' মাচার মানুষ নাট্য দলের 'না–আমি' এবং পাইকপাড়া সৃজনীর 'জীন ঘটিত' প্রতিটি নাটকই অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

স্যাফোকেশন নাটকটি একটা ক্রাইম থ্রিলার। রহস্য রোমাঞ্চে ভরা। শিহরণ জাগায়। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রতিটি নাটক দর্শকবৃন্দ উপভোগ করেন। চারটি নাটক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ এই বছরের থিয়েটার উৎসব ২০২৪। নাট্যসৃজনীর পরিচালক ইন্দ্রজিৎ পাল শেষ হল নাটকের পর মঞ্চে উপস্থিত হয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সঙ্গীত নাটক একাদেমীকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। যাদের সহযোগিতা ছাড়া এই থিয়েটার উৎসব কখনোই সম্ভব হতো না। গুনী মানুষজনদের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। অংশগ্রহণকারী সকল দলকে সম্মাননা ও শুভেচ্ছা জানানো হয়। নাট্যসৃজনীর আসল কাজ নাট্যপত্রিক প্রকাশ, যেটা তারা সফলভাবেই পালন করে আসছে এযাবৎকাল। সৃজনীর নাট্যদল গঠন আমার মনে আশার সঞ্চার করেছে। নাট্যসৃজনীর কাজ আমি ৩৫ বছর ধরে দেখে আসছি। ইন্দ্রজিৎ এবং অন্তিকা দুজনই নাট্যসৃজনীর প্রাণপুরুষ ও প্রাণপ্রতিমা। ওদের শ্রীবৃদ্ধি হোক। ওদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক। আমি শুধু কাঠবিড়ালির ভূমিকাটা নিয়ে যাব।

কাটোয়ায় নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর্থাৎ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় ছেয়ে থাকা সমাজের বুকে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার নানাবিধ উপকরণগুলি কার্যত কোণঠাসা অবস্থা।বিশেষ করে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নাটক, যাত্রাপালা, কবিগান, তরজা, পালাগান, সারিগান, ভাদুগান, হাঁপুগান, লোকসঙ্গীত...আরও কত কী যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে তার ইয়ত্তা নেই।সভ্যজগতের ইঁদুর দৌড়ে শামিল লোকজনের হাতে সংস্কৃতিচর্চার সময় কোথায়? শুধু কী তাই বঙ্গসংস্কৃতির ঐতিহ্যের এইসব ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো মানসিক দৃঢ়তারও বড্ড অভাব।তবুও এসবের মধ্যেই এখনও কিছু কিছু মানুষ 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়', সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটাকে ভয়ংকর পরিণামের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে।এরকমই মহতী উদ্দেশ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে কয়েকজনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন আগেই তৈরি হয়েছিল সাংস্কৃতিক

প্রতিষ্ঠান 'জাগরী'।যার নাম জেলা, রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন কোণায় ছড়িয়ে রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গের নাট্যচর্চার উন্নতির লক্ষ্যে বিগত তিন বছর ধরে নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে চলেছে।এবারে শহরের সার্কাস ময়দানে কাটোয়া মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সভাকক্ষে আয়োজিত এই নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন হয়েছিল ১৩ জুলাই শনিবার। দু'দিনের এই কর্মশালায় যোগদানকারী বিভিন্ন বয়সী মোট ২০ জন নাট্যকর্মীর সামনে অভিনয়ের বিভিন্ন টেকনিক্যাল দিক নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন রাজ্যের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব প্রদীপ ভট্টাচার্য।একইসঙ্গে বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রেক্ষাপটে নাটকের প্রাসঙ্গিকতাকেও নানাভাবে তুলে ধরা হয়েছিল। আয়োজক সংস্থার পক্ষে অপূর্ব চক্রবর্তী বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান জাগরীর এই উদ্যোগ এলাকার নাট্যকর্মীদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করেছে।

নামখানার যুবকের নাম উঠল ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের দেব নগরের যুবক ধ্রুববিকাশ মাইতি। পঞ্চম শ্রেণী পাশ করার পর ২০১১ সালে মৌসুনি কোঅপারেটিভ হাইস্কুলে ভর্তি হন পড়াশোনার জন্য। বাবা–মাকে ছেড়ে হোস্টেলে পড়াশোনা করতে করতে একাকীত্ব তাকে গ্রাস করে। সেই একাকীত্বই তার কবি প্রতিভার জন্ম দেয়। ২০১৭ সালে ডিএলএড করার সময় কয়েকজন শিক্ষক তার কবি প্রতিভার তারিফ করে। বিভিন্ন অনলাইন এবং তাৎক্ষণিক কবিতা প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে ধ্রুব সাফল্য পায়। বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করে ফেলে ধ্রুব। ২০২৪ সালে ভিন্ন ঘরানার পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ একসঙ্গে প্রকাশ করে সকলকে অবাক করে দেয় ধ্রুববিকাশ মাইতি। সেই পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ হল অথবা জলচক্র, বোতাম বিশ্বাসের মত, বান্ধবী, পাথর চাপা চিৎকার, চাঁদ হাতে কুরুক্ষেত্র।

এই কাব্যগ্রন্থ গুলি প্রকাশ করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি। একইদিনে পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য ধ্রুববিকাশ মাইতির নাম ওঠে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। আগামীদিনে ধ্রুব আরো নতুন ঘরানার কবিতায় নিজেকে নিমগ্ন করতে চান।

প্রয়াত সাংবাদিক মুস্তাক আহমেদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : যার সংবাদ ও ভ্রমণ কাহিনী কলকাতা মহানগরী থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র–পত্রিকার পাতায় পাতায় চোখে পড়তো, তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ২০ জুলাই রাত ১২ টায়, ৫৮ বছর বয়সে পরপারে পাড়ি জমান সুলেখক ও সাংবাদিক শেখ মুস্তাক আহমেদ।

মোস্তাক আহমেদ এক প্রতিভাবান সাংবাদিক। সারা বাংলার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এক সময় লেখালেখি করতেন। 'দৈনিক রোজ' পত্রিকার ছিলেন সাংবাদিক। এবং ভ্রমণ বিচিত্রা"র ছিলেন সহকারী সম্পাদক। 'কবিতার আসর' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনাও তিনি করেছেন দীর্ঘদিন। এছাড়াও তিনি সাপ্তাহিক মিজান, সাপ্তাহিক গতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন এবং বজবজের সাপ্তাহিক অন্য গতি পত্রিকার সঙ্গেও নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আনন্দবাজার পত্রিকার ছোটদের পাতায় লিখতেন। বজবজের চিংড়িপোতা গ্রামের এই প্রতিভাবান লেখক শেখ আব্দুস শুকুরের সন্তান। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী ও এক কন্যা সন্তান রেখে গেছেন।

শুরু হল উত্তম চলচ্চিত্র উৎসব

প্রিয়ম গুহ : 'অভিনেত্রী সংঘ' ছিল সকল অভিনেতা–অভিনেত্রীদের এক সংগঠন, উত্তমকুমার একবার সভাপতি হলেন, অনেকের আবার সেটা পছন্দ হল না। চরম পর্যায়ে মন কষাকষি পৌঁছোতেই উত্তমকুমারকে দেওয়া হল চোরের অপবাদ, অভিমানে বেরিয়ে এসে ময়রা স্ট্রিটে সুপ্রিয়া দেবীর বাড়িতে গঠন করলেন 'শিল্পী সংসদ'। সকলেই প্রায় যুক্ত হলেন সেখানে। এই ইতিহাস তুলে ধরলেন সংগঠনের বর্তমান সহ সভাপতি তথা অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় ২৪ জুলাই নন্দনে উত্তমকুমারের ৪৫ তম তিরোধান দিবসে উত্তম চলচ্চিত্র উৎসবের সুচনা মঞ্চে। সেই সংসদ এখনও সমহিমায় চলছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে দুঃস্থ শিল্পীদের দিকে। ক্যান্সার সহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাতেও পাশে থাকে তারা।

নবীন শিল্পীরাও যোগ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলছে সংসদকে, বললেন সম্পাদক সাধন বাগচী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা শঙ্কর ঘোষ, পরিচালিকা রেশমি মিত্র, গায়ক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য অতিথি হিসেবে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন। অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল তুলে ধরেন তাঁর উত্তমদার সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা। সংসদকে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন প্রকাশ গুহ।

ওই দিন রবীন্দ্র সদনে সংস্থার পক্ষ থেকে গানে কবিতায় স্মৃতিচারণে মহানায়ককে স্মরণ করা হয়। বিভিন্ন পুরস্কার প্রদান করা হয় ওই মঞ্চে। প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদের অংশগ্রহণ বুঝিয়ে দিয়েছে উত্তম স্বপ্নের প্রবাহ। উপস্থিত ছিলেন, অভিনেত্রী বাসব দত্তা, অভিনেতা অম্বরীশ ভট্টাচার্য, অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার, গায়ক শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহজমা, মনোময় ভট্টাচার্য সহ আরো অনেকে।

নন্দনে ১৫ দিন ধরে চলবে উত্তম কুমারের সিনেমা, শুরু হয় 'সাড়ে চুয়াত্তর' দিয়ে। বড় পর্দায় সেই নস্টালজিয়া ফিরে পাবে বাঙালি। দুই অনুষ্ঠানে উত্তম প্রেমিদের ঢল প্রমাণ করে এখনও তাঁকে নিয়ে নবীন প্রবীণদের উৎসাহ।

ছবি : প্রীতম দাস

গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান

উজ্জ্বল সরদার : গত বুধবার ২৪ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় কলকাতার মায়া আর্ট স্পেসে, মায়া বুকস প্রকাশনী থেকে স্বনামধন্য শিল্পী লেখক অসিত পালের লেখা 'বটতলার ডায়েরি' প্রকাশিত হল। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন বইটির লেখক শিল্পী অসিত পাল ও শিল্প ঐতিহাসিক তপতী গুহ ঠাকুরতা। এই গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এঁদের বক্তব্যে ইতিহাসকে। একজন শিল্পীর চোখ দিয়ে, একজন গবেষকের চোখ দিয়ে সেইসব দেখার জানার তথ্য ডায়েরির মতো লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। এই গ্রন্থে মূলত প্রিন্ট নিয়ে কাঠ খোদাই শিল্প নিয়ে লেখা হয়েছে। সঙ্গে দেওয়া হয়েছে প্রচুর ছবি। গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন লেখক নিজেই। লেখক দীর্ঘ পরিক্রমায় রোজনামচার মতো করে ছাপা

কলকাতার বটতলার কাঠখোদাই চিত্র নিয়ে একটি ছোট্ট আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। আলোচনার সূত্রধরের ভূমিকায় ছিলেন গ্রাফিক শিল্পী পরাগ রায়। শিল্পী লেখক অসিত পাল, বিগত ষাট বছর ধরে উত্তর কলকাতার চিৎপুর অঞ্চল ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান করেছেন বটতলার কাঠখোদাই চিত্র। বছরের পর বছর ধরে তিনি খুঁজে এনেছেন হারিয়ে যাওয়া ছবির মুদ্রণ ইতিহাসই শুধু নয়, বটতলার ভূগোল এবং নৃতাত্ত্বিক বিবরণও লিপিবদ্ধ করেছেন এই বইতে। ১৬ টি ছোট ছোট অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়ে লেখায় ও ছবিতে সাজানো এই গ্রন্থ। মায়া বুকস থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের মুদ্রিত মূল্য ৪০০ টাকা। এই অনুষ্ঠানের দর্শক আসনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতারা এক ঝাঁক শিল্প রসিক প্রেমিক মানুষজন।

১২৫ বছরে দেবেন্দ্র মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'এন্টালী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়'

শ্রেয়সী ঘোষ : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দেবেন্দ্র মজুমদার। তাঁর লেখা গান 'ভবসাগর তারণ কারণ হে' ভক্তদের অন্তর জুড়ে রয়েছে। দেবেন্দ্র মজুমদার এন্টালি রামকৃষ্ণ অর্চনালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ সালে। এই পুণ্যভূমিতে বিভিন্ন সময়ে এসেছেন শ্রীশ্রী মা সারদামণি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কথামৃতকার শ্রীম, ভগিনী নিবেদিতা, গোলাপ মা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শ্রীমা একসময় এখানে রথ টেনেছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠানের ১২৫ বছর। সেই প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণে রেখে ১৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভক্তসমাগমে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বক্তা হিসেবে এসেছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র তারকা অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেন সংস্থার সম্পাদক দুষ্মন্ত নিয়োগী। বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থ শিল্পির হাতে তুলে দেন সহ–সভাপতি অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে শিল্পি ঠাকুরের প্রিয় গানগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং মাঝে মাঝে তার থেকে গানও গেয়ে শোনান। তাঁকে তবলা এবং শ্রীখোলে সহযোগিতা করেন গণেশলাল কুণ্ডু। ভক্তেরা আপ্লুত হয়েছেন, মুগ্ধ হয়েছেন শিল্পির এই অনুষ্ঠানে।

রাগ সঙ্গীত সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪ জুলাই রথীন্দ্র মঞ্চে দ্য কনফ্লুয়েন্সের আয়োজনে 'রাগ সঙ্গীত' শীর্ষক এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন হয়। প্রথমে বিশিষ্ট তবলাবাদক অমিত পালকে একটি সরস্বতী মূর্তি ও উত্তরীয় প্রদানের মাধ্যমে সম্বর্ধিত করেন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী কৌশিক ভট্টাচার্য। এরপর পণ্ডিত কৌশিক ভট্টাচার্যের সুযোগ্য পুত্র ঐশিক ভট্টাচার্যের ত্রিতালের সুন্দর একটি তবলা লহরা দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়, তার সঙ্গে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করে তিয়াশা কাঁড়ার।

পণ্ডিত কৌশিক ভট্টাচার্যের সুযোগ্যা শিষ্যা তন্নিষ্ঠা মাইতি রাগ 'পুরিয়া–ধানেশ্রী' ও 'কাজরী' পরিবেশন করেন। শিল্পীকে তবলাতে সহযোগিতা করেন পিন্টু দাস এবং হারমোনিয়ামে কমলাক্ষ মুখার্জী এবং তানপুরাতে ছিলেন শ্রীণা রায়। এরপর আরো বিচিত্র সুর তালের ছন্দ নিয়ে বিশিষ্ট সেতারবাদক পণ্ডিত পার্থ বোস রাগ 'দেশ এবং রাগ' 'গৌড়মল্লারের' অনবদ্য পরিবেশনায় দর্শক–শ্রোতার মন মাতিয়ে তোলেন, শিল্পিকে তবলাতে সহযোগিতা করেন প্রশান্ত দে রায়।

সবশেষে কিরানা ঘরানার বিখ্যাত ধ্রুপদী ও খেয়াল সঙ্গীত শিল্পি পণ্ডিত কৌশিক ভট্টাচার্য রাগ 'বাগেশ্রী' এবং 'কাজরীর' অপূর্ব সুরছন্দ ও রাগের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটে, শিল্পীকে তবলাতে সহযোগিতা করেন নিলয়কান্তি দত্ত, হারমোনিয়ামে শ্রীকমলাক্ষ মুখার্জী এবং তানপুরায় সহযোগিতা করেন শুভজিত পাল ও অয়ন মুখার্জী।

অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য প্রতিভার অধিকারীণি মুগ্ধা কয়াল

অভিজিৎ হাজরা, আমতা : কবি ইন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরপুরুষ কবিতার শেষ পংক্তিতে লিখেছেন রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা– এমন কেন সত্যি হয় না আহা ঠিক যেন এক গল্প হত তবে, শুনতে যারা অবাক হত সবে, দাদা বলত, কেমন করে হবে,খোকার গায়ে এত কি জোর আছে। পাড়ার লোকে বলত সবাই শুনে, ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে দেশে সময় সময়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যে ঘটনাগুলি বুদ্ধি দিয়ে ও ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই ঘটনা অনেকে বিশ্বাস করে।অবার অনেকে বিশ্বাস করে না, অনেকে আবার কাকতলীয়, প্রচার মাধ্যমের শিরোনামে আসার জন্য প্রচার করে থাকে বলে বলতে থাকেন। কবিইন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বীরপুরুষ কবিতার ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেল আমতায়। গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভার আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সিরাজবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি গ্রাম মান্দারিয়া। এই গ্রামের কয়াল পাড়ার একটি সাড়ে তিন বছরের শিশু মুগ্ধা কয়াল। এই শিশু নিজের অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য প্রতিভার জন্য ভারতের যে রেকর্ড বুক রয়েছে I B R (INDIAN BOOK OF RECORDS) ২০২৪ এই বইয়ে নাম নথিভুক্ত করে ফেলেছে। মুগ্ধা কয়াল এর বাবা গৌতম কয়াল ঔষধের সেলস্ ম্যান।মা মধুরিমা কয়াল গৃহবধূ।মুগ্ধার বয়স সাড়ে তিন

বছর হয়ার কারণে এখনও কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি।মুগ্ধা গ্রামীণ অঙ্গনওয়াদি কেন্দ্রে (আই সি ডি এস –সুসংহত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র) যায়। সাড়ে তিন বছরের মুগ্ধা ৪০ সেকেন্ডে ৬২ টি দেশের নাম সহ সেই দেশের রাজধানীর নাম,৩০ সেকেন্ডে ৩৭ টি দেশের জাতীয় প্রতীকের নাম,৭ মিনিট করে ৯০ টি বাংলা ও ইংরাজী ছড়া বা রাইমস্ মুখস্থ বলছে। সেই সাথে সাথে ২০ টি প্রাণীর নাম, বিভিন্ন দেশের জাতীয় পাখির নাম, বিভিন্ন দেশের জাতীয় পশুর নাম,পশু – পক্ষীর ডাকের নাম,২০ টি যানবাহনের নাম,২৫ টি করে বাংলা ও ইংরাজী শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ,১৫ দেশের পেশাদার ব্যক্তির নাম, বিভিন্ন দেশের মনিষীদের নাম বলে যাচ্ছে কোন দিধা – সংকোচ না করে। এই সব বলে চলেছে গড়গড় করে। সাড়ে তিন বছরের মুগ্ধা কয়াল এর এই অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য স্বীকৃতি স্বরূপ I B R (INDIA BOOK OF RECORDS) এর পক্ষ থেকে I B R 2024 বই, মেডেল, মানপত্র, পেন, আই কার্ড ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী মুগ্ধাকে প্রেরণ করেছে। মুগ্ধার এই অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য প্রতিভা প্রসঙ্গে মুগ্ধার বাবা গৌতম কয়াল ও মা মধুরিমা কয়াল বলেন, মুগ্ধা যখন হামাগুড়ি দিতে শেখে তখন আমরা খেলারচ্ছলে বাড়ির বিভিন্ন সামগ্রী দেখিয়ে ওকে সেই সামগ্রী গুলির নাম বলতাম ।পরে সেই সামগ্রী ঘরের মেঝেতে রেখে ওকে জিনিসটার নাম বলে আনতে বলতাম। দেখতাম ও হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে আমাদের বলা জিনিসটা ঠিক এনে দিচ্ছে। ওর এই মনে রাখার ক্ষমতা দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। তারপর মুগ্ধা যখন আধো আধো কথা বলতে শেখে তখন আমরা বিভিন্ন ইংরাজী – বাংলা ছড়া বলতাম।পরে ও সেই গুলি বলতো। আস্তে আস্তে আমরা ওর সামনে বিভিন্ন দেশের নাম, তাদের রাজধানীর নাম, বিভিন্ন পশু – পক্ষীর নাম ও তাদের ডাকের নাম বলতাম, বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীকের নাম, যানবাহনের নাম, ইংরাজী – বাংলা – র বিভিন্ন বিপরীতার্থক শব্দ বলতাম, বিভিন্ন দেশের পেশাদার ব্যক্তির নাম, মনিষীদের নাম বলতাম। দেখলাম পরবর্তী সময়ে ওকে সেই গুলি জিজ্ঞাসা করলে ও গড়গড় করে সব বলে যাচ্ছে। মুগ্ধা –র বাবা ও মা –কে জিজ্ঞাসা করা হয় ,মুগ্ধা বড় হলে আপনারা মেয়েকে কি করতে চান? ওনারা বলেন, আমরা চাই আমাদের মেয়ে মুগ্ধা যেন মানুষের মতন প্রকৃত আদর্শবান মানুষ হয়। মুগ্ধা – র এই অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য স্বীকৃতি স্বরুপ I B R এর পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ডট, এর পক্ষ থেকে মুগ্ধার হাতে মানপত্র ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করেছে। আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির জয়পুর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এর পক্ষ থেকে মুগ্ধার হাতে মানপত্র, বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ তুলে দেন। মুগ্ধা –র এই সাফল্যের ভারতীয় স্বীকৃতি পাওয়ায় মান্দারিয়া গ্রামবাসী সহ আমতাবাসী মুগ্ধা কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানায়।

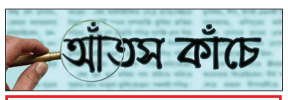

দ্বন্দ্ব রইল

দ্বন্দ্ব মিটল না। ফলে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই গেল। আইসিসি বার্ষিক সাধারণ সভার বৈঠক হয় কলম্বোয়। সেখানে বিসিসিআইয়ের পক্ষে এক কর্তা, পিসিবির পক্ষে মহসীন নাকভি থাকলেও, এই নিয়ে কোনও কথাই নাকি হয়নি। কেন হয়নি? তা নিয়ে এক অফিশিয়াল জানিয়েছেন, 'অ্যাজেন্ডার বাইরে থাকায় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়নি'। ভারত পাকিস্তানে এই টুর্নামেন্ট যে খেলতে যাবে না তা অনেকটাই পরিষ্কার।

শ্রীজেশের বিদায়

প্যারিস অলিম্পিকই শেষ মিশন। অভিযানে যাওয়ার আগেই ঘোষণা করে দিলেন ভারতের হকি গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশ। দেশের হয়ে ৩২৮ ম্যাচ খেলা ৩৬ শ্রীজেশ এবার নামতে চলেছেন কেরিয়ারের চতুর্থ অলিম্পিকে। গতবার টোকিও অলিম্পিকে পদক জয়ে বড় অবদান রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সোনা আসেনি। এবার নিজের শেষ মিশনে সোনাজয়ই লক্ষ্য শ্রীজেশের।

লঙ্কায় ভারত

কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। মিশন শ্রীলঙ্কা। টি২০ ও একদিনের সিরিজ খেলতে দল এখন শ্রীলঙ্কায়। টি২০ সিরিজে না খেললেও, দলের সঙ্গে নির্ধারিত দিনেই শ্রীলঙ্কায় গিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। নানা ঝামেলায় জর্জরিত হলেও, হাসি মুখেই টিম ইন্ডিয়ার সতীর্থদের সঙ্গে দেখা যায় তাঁকে। এই সিরিজ় থেকে ভারতের টি২০ দলকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। টি২০ সিরিজের পর পূর্ণ শক্তির দলকেই এবার খেলতে দেখা যাবে।

পদত্যাগ বাইচুংয়ের

ইগর স্টিমাচ ছাড়ার পরই বলেছিলেন, আইএম বিজয়ন দারুণ ফুটবলার, তাঁর টেকনিক্যাল কমিটিতে থাকাই উচিত নয়, কারণ তাঁকে গুরুত্বই দেওয়া হয় না। ইগর বিদায়ের পর ভারতের নতুন কোচ মানোলো মার্কুয়েজকে করার সিদ্ধান্তের পরই রেগে লাল বাইচুং ভুটিয়াও। তাঁর দাবি, টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান আইএম বিজয়নের অনুপস্থিতিতেই এই সিদ্ধান্ত হয়। এমনকী ভার্চুয়ালিও তাঁর পরামর্শ নেওয়া হয়নি। প্রতিবাদে টেকনিক্যাল কমিটি থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন ভারতের প্রাক্তন তারকা বাইচুং ভুটিয়া।

স্টুয়ার্ট বাগানে

মোহনবাগান যাকে হাত দেবে, তাকে নেবে। গ্রেগ স্টুয়ার্টকে নিয়ে গর্ব করে বলে দিলেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। আর্মান্দো সাদিকু বাগান ছাড়লেন, ১ বছরের চুক্তিতে দলে এলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট। ভারতে দুটি ক্লাবের হয়ে আইএসএলে লিগ-শিল্ড জিতেছেন তিনি। আইএসএলে সোনার বলও জিতেছিলেন তিনি। স্কটিশ ফুটবলার এখন নিজের দেশেরই প্রিমিয়ারশিপে ক্লাবের হয়ে খেলেন। গত তিন মরসুমে সবমিলিয়ে ২৯ গোল ও ২১ অ্যাসিস্ট রয়েছে স্টুয়ার্টের।

জিকসন ইস্টবেঙ্গলে

দলবদলে বড় চমক দিল ইস্টবেঙ্গল। চার বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন জিকসন সিং। তিনি ইস্টবেঙ্গলে আসতে পারেন বলে অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। তাই সত্যি হল। কেরালা থেকে কলকাতায় এলেন। ফিটনেস পরীক্ষার পরই তাঁর নাম ঘোষণা করে লাল হলুদ। মণিপুরের ফুটবলার জিকসন দেশের হয়ে ২২টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন।

আমরা করব জয়

ভালোবাসার প্যারিসে ভালোবাসার অলিম্পিক। এই ক'দিন শুধু রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলা। জয়ের উল্লাস, হতাশার কান্নায় ভাসবে প্যারিস শহর। শেষ ২০২০ সালে টোকিও অলিম্পিকে ভারত থেকে অংশগ্রহণকারী ছিল ১১৯ জন। সে'বার সাতটি পদক পেয়েছিল ভারত। তারমধ্যে জ্যাভলিনে সোনা পেয়েছিলেন নীরজ চোপড়া। এবার প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিচ্ছেন ভারতের ১১৭ জন খেলোয়াড়। দেখে নেওয়া যাক ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা

ভারত জিতেছে ১টি সোনা ও ২টি রুপো। ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে নর্মান প্রিচার্ড জোড়া পদক এনে দিয়েছিলেন। এরপর টোকিও অলিম্পিকে সোনা জিতে নিঃসন্দেহে প্রত্যাশার পারদ বাড়িয়ে দিয়েছেন নীরজ চোপড়া। তিনিই অ্যাথলেটিক্সে প্রথম সোনাজয়ী। জ্যাভলিন থ্রোয়ে এবারও নীরজ চোপড়া সোনা জিতবেন তেমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক চোট সারিয়ে তিনি নিজেকে অলিম্পিকের মঞ্চের জন্য প্রস্তুত করেছেন। জ্যাকুব ভাদলেজচ তার সবচেয়ে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী। এছাড়াও অ্যান্ডারসন পিটার্স, আরশাদ নাদিম এবং জুলিয়ান ওয়েবারের মত প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও টপকাতে হবে এবার তাঁকে। যা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জের। ভারতীয় কিশোর জেনাও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে নীরজের ক্ষিপ্রতা, নীরজের দক্ষতা, নীরজের অভিজ্ঞতা সবার চেয়েই আলাদা করে রেখেছে। ৮ আগস্ট জ্যাভলিন থ্রোয়ের ফাইনাল স্তাদে দে ফ্রান্সে। ৮০ হাজার মানুষ স্টেডিয়ামে সাক্ষী থাকবেন।

♦ভারোত্তোলনে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সাইখম মীরাবাঈ চানু। বিশ্বজয়ী চানু গতবার টোকিও অলিম্পিকে রুপো জিতেছিলেন। এবার রঙ বদলে সোনা আনতে পারেন কিনা তাই দেখার। অলিম্পিকের যোগ্যতাঅর্জন করতে সেরা ওজনের চেয়ে বেশি ওজন তুলেছিলেন তিনি। দক্ষিণ প্যারিস এরিনায় লড়তে দেখা যাবে চানুকে। ৭ আগস্ট থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা।

♦প্যারিসের শ্যাটাওরোক্স শুটিং সেন্টারে বসবে শুটিংয়ের আসর।২০০৮ বেজিং অলিম্পিকে শুটিংয়েই দেশের ইতিহাসের প্রথম সোনা এনে দিয়েছিলেন অভিনব বিন্দ্রা। ১৬ বছর পর কি ফের সোনা আসবে? গত অলিম্পিকে সাড়া জাগিয়ে শুরু করেও পদকের স্বপ্নপূরণ হয়নি মনু ভাকেরের। এবার ভারতের সেরা বাজি এই মনু ভাকেরই। ১০ ও ২৫ মিটার এয়ার পিস্তলে অংশ নেবেন। মিক্সড বিভাগে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে মানু ভাকের-সরবজিত সিংয়ের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন।

♦কুস্তিতে পদকের সম্ভাবনা তো রয়েইছে। প্যারিসের চ্যাম্প ডি মার্স এরিনাতে বসবে আসর। এবার কুস্তিতে ব্রিজভূষণ সিংকে নিয়ে চলা বিতর্কের মাঝেও পদক আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পদক জয়ের ব্যাপারে সেরা বাজি আনশু মালিক, অন্তিম পাঙ্গল, ও ভিনেশ ফোগাত। ভিনেশ গত দু'বার সেরাটা দিতে পারেননি। এবার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। এবার ৫৩ কেজি বিভাগ নয়, ২৯ বছর বয়সি ভিনেশ প্যারিসে লড়বেন ৫০ কেজি ফ্রিস্টাইল বিভাগে। এছাড়া দুই ভারতীয় কুস্তিগীর আমান সেহরাওয়াত এবং অন্তিম পাঙ্গল পদক জয়ের বড় দাবিদার। পাঙ্গল মহিলাদের ৫৩ কেজিতে চতুর্থ বাছাই আর সেহরাওয়াত পুরুষদের ৫৭ কেজিতে ষষ্ঠ বাছাই। আংশু মালিক নামবেন মহিলাদের ৫৭ কেজি বিভাগে।

♦ভারত ব্যাডমিন্টনে এখনও পর্যন্ত পেয়েছে একটি রুপো ও দুটি ব্রোঞ্জ। তারমধ্যে দুটোই পিভি সিন্ধুর। তিনি এবারও নামবেন ব্যাডমিন্টনে টানা তৃতীয়বার পদকের আশায়। এবার জিতলে, টানা তিন অলিম্পিকে পদক জিতবেন। যে নজির নেই কারোরই। যদিও তাঁর চোটআঘাতের সমস্যা থেকে সাম্প্রতিক ফর্ম চিন্তায় রেখেছে। গত দুটি অলিম্পিকে পদক জিতে নজির গড়া পিভি সিন্ধু-র এবার তেমন ফর্ম নেই। কিন্তু অলিম্পিক এলে সিন্ধু বদলে যান, সেটাই আশার। ভারতের পদক জয়ের সেরা বাজি অবশ্য সিন্ধু নন, বরং পুরুষদের ডাবলসে চিরাগ শেট্টি এবং সাত্ত্বিকসাইরাজ রণকিরেড্ডি। তাঁদের হাত ধরেই প্রথমবার টমাস কাপ জিতেছে ভারত। তারপরে কমনওয়েলথ গেমস আর এশিয়ান গেমসেও তাঁরা দেশকে সোনার পদক এনে দিয়েছেন। ২০২৩ সালে বিশ্বে এক নম্বর হয়েছিল এই জুটি। পুরুষদের সিঙ্গলসে এইচএস প্রণয় ও লক্ষ্য সেন রয়েছেন। লক্ষ্য নিশ্চিতভাবেই অলিম্পিকের ডার্ক হর্স। প্যারিসের পোর্টে দে লা চ্যাপেল এরিনাতে বসবে এবারের ব্যাডমিন্টনের আসর।

♦ বক্সিংয়ে সাফল্য দেখতে মুখিয়ে ভারতবাসী। বক্সিংয়েও ভারত তিনটি পদক জিতেছে। তিনটিই ব্রোঞ্জ। এরমধ্যে অসমের তারকা বক্সার লভলিনা বোরগোহাইন গতবার জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ। এবারও লড়বেন তিনি। পদকের জন্য সেরা বাজি নিখাত জারিন। মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগে লড়বেন তিনি। এশিয়ান গেমসে ভালো পারফরম্যান্স করেই প্রথমবার অলিম্পিকে অংশ নেওয়ার ছাড়পত্র পান নিখাত। মহিলাদের ৭৫ কেজিতে লড়বেন ব্রোঞ্জজয়ী লভলিনা। টোকিওতে তার ব্রোঞ্জ জয় ছিল ওয়েল্টারওয়েট বিভাগে। এবার নামবেন মিডলওয়েট বিভাগে। পুরুষদের ৫১ কেজি বিভাগে নামবেন অমিত পাঙ্ঘাল ও ৭১ কেজি বিভাগে নামবেন নিশান্ত দেব। উত্তর প্যারিস এরিনা, স্টেড রোল্যান্ড গ্যারোসে দেখা যাবে বক্সিংয়ের পাঞ্চ। ২৭ জুলাই থেকেই শুরু রাউন্ড অফ থার্টি টু।

♦ পুরুষদের হকিতে গতবার ভারত পদক জিতে দীর্ঘ বেশ কয়েক বছরের খরা কাটিয়েছিল। এবারও আশায় রয়েছেন শ্রীজেশরা। প্যারিসে ভারতের পুরুষ হকি স্কোয়াডের ১৬ জনের মধ্যে ১১ জন টোকিওতে ব্রোঞ্জ জিতেছিল। এবার তাঁরা অতীতের গোল্ডেন টাইম ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর। তবে নিঃসন্দেহে কঠিন গ্রুপে রয়েছে ভারত। ভারতকে গ্রুপ বি-তে লড়তে হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বেলজিয়াম, জায়ান্ট কিলার অস্ট্রেলিয়া এছাড়াও আর্জেন্টিনা, নিউজিল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে। ইয়েভেস-ডু-মানোয়ার স্টেডিয়ামে হবে হকির লড়াই।

♦ ১৯৯৬ আটলান্টা অলিম্পিকের সিঙ্গলসে লিয়েন্ডার পেজের ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জই টেনিসে এখনও পর্যন্ত প্রথম ও শেষ পদক। পুরুষদের টেনিসের সিঙ্গলসে আছেন দারুণ ফর্মে থাকা সুমিত নাগাল। ডাবলসে রোহন বোপান্নার সঙ্গে থাকছেন শ্রীরাম বালাজি। খরা কি তাঁরা কাটাতে পারবেন তা সময়ই বলবে। স্টেড রোল্যান্ড গ্যারোসে ২৭ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত হবে টেনিসের রোমাঞ্চকর লড়াই।

♦ অলিম্পিকে গল্ফে আজ পর্যন্ত কোনও পদক আসেনি ভারতে। এবার সেই খরা মিটবে কিনা তার অনেকটাই নির্ভর করছে অদিতি অশোকের পারফরম্যান্সের ওপর। বেঙ্গালুরুর অদিতির এটা তৃতীয় অলিম্পিক। রিও অলিম্পিকে প্রথম নেমেছিলেন। টোকিও অলিম্পিকে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়। চতুর্থ হন তিনি। চলতি বছরেও ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। তাই আশাও বেড়েছে। তিনি যেভাবে খেলেন তাতে প্যারিসের পরিবেশ, পরিস্থিতি তাঁর ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মহিলাদের গল্ফে দীক্ষা ডাগরও রয়েছেন। ১ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা হবে লে গলফ ন্যাশনালে।

♦তিরন্দাজি নিয়ে প্রতিবারই আশা থাকে। কোনওবারই সাফল্য আসেনি। ভারতে বিশ্বজয়ী তিরন্দাজের সংখ্যা কম নেই, কিন্তু কখনও কোনবার অলিম্পিক তিরন্দাজিতে পদক জেতেনি ভারত। গত কয়েকবারের ব্যর্থতা মুছে তিরন্দাজিতে পদকের লক্ষ্যভেদ প্যারিসে করতে পারে কিনা ধীরজ বোম্মাদেবারা, দীপিকা কুমারীরা তাই দেখার। ইনভালাইডসে বসছে তিরন্দাজির আসর।

♦এছাড়াও পুরুষদের ৩ হাজার মিটার স্টিপলচেজে অবিনাশ সাবলে, পুরুষদের শট পাটে তেজিন্দর সিং পাল তুর, ইকুয়েস্ট্রিয়ানে অনুষ আগরওয়াল, জুডোতে তুলিকা মান, টেবল টেনিসে মেয়েদের দলের দিকে পদকের আশায় আলাদা নজর রাখতেই হচ্ছে। এ তো সম্ভাবনা মাত্র। ভারত তেরঙা পতাকা ইউরোপে কতটা তুলে ধরতে পারে তা সময়ই বলবে। সবাই যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমরা করব জয়, নিশ্চয়।

এফসি গোয়ার কোচই ভারতের কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইগর স্টিমাচের পর ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ কে হবেন তা নিয়ে জল্পনা চলছিলই। সেই জল্পনায় সিলমোহর পড়ল। ভারতের ফুটবল দলের নতুন কোচের নাম জানিয়ে দিল ফেডারেশন। নতুন কোচ হতে চলেছেন মানেলো মার্কেজ। বর্তমানে আইএসএলে খেলা এফসি গোয়ার কোচের পদে রয়েছেন মানেলো। ক্লাবের সঙ্গে সঙ্গে এবার তিনি দেশের হয়েও কোচিং করাবেন বলে জানা গিয়েছে। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়েছেন, মানেলো মার্কেজ যাতে ক্লাব এবং দেশের হয়ে সমান ভাবে কোচিং করাতে পারেন সেই দায়িত্ব নেবে ফেডারেশন। প্রথমে ঠিক ছিল বর্তমানে একজন ভারতীয় কোচকে নিয়োগ করা হবে যিনি কোচিং করাবেন। পরে বিদেশী কোচ নিয়োগ করা হবে অথবা ভারতীয় কোচের মেয়াদ বাড়ানো হবে। কিন্তু নিয়োগ করা হল একজন বিদেশী কোচকেই। মানেলো মার্কেজের ভারতে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভারতীয় দলের নতুন কোচ জানিয়েছেন, ভারত আমার কাছে বাড়ির মত। ভারতীয় সমর্থককে খুশি করা আমার প্রধান কাজ। আমি এফসি গোয়ার কাছেও কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমায় ক্লাবের পাশাপাশি দেশকেও কোচিং করানোর অনুমতি দিয়েছেন। আমি আমার সেরাটা দিয়ে কাজ করব।

দুই প্রধানের থেকেই স্বীকৃতি পাচ্ছেন সৌরভ গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবছর মোহনবাগান ক্লাবের তরফ থেকে মোহনবাগান রত্ন দেওয়া হচ্ছে সৌরভ গাঙ্গুলিকে। মোহনবাগানের মত ইস্টবেঙ্গলও সৌরভকে তাঁদের সর্বোচ্চ সম্মান ভারত গৌরব দিচ্ছে। আগামী ১ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল দিবসে এই সম্মান দেওয়া হবে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ককে। এমনটাই ঘোষণা করেছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। যদিও মোহনবাগান আগে ঘোষণা করে সৌরভের নাম। লাল হলুদ শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার জানান, কে কী দিচ্ছে বলতে পারব না। আমরা ওকে ভারত গৌরব সম্মান দিচ্ছি।

গত বছরই সৌরভের সঙ্গে কথা বলেছিলাম ও রাজি হয়েছে আমরা সেই কারণে গর্বিত। সৌরভের বাংলা আর দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে তো কারোর প্রশ্ন থাকতে পারে না। ভারত গৌরব' ইস্টবেঙ্গলের শ্রেষ্ঠ সম্মান। সেই সম্মান দেওয়া হচ্ছে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদকে"। অবশ্য তার আগে ২৯ জুলাই

বাগানে যাবেন সৌরভ মোহনবাগান রত্ন পুরস্কার নিতে। সৌরভ গাঙ্গুলি ৯ বছর মোহনবাগানের হয়ে ক্রিকেট খেলেছেন। সেই কারণেই সৌরভকে এবারে মোহনবাগান রত্ন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া প্রতুল চক্রবর্তী পুরস্কার অর্থাৎ সেরা রেফারি পুরস্কার পাচ্ছেন দিলীপ সেন, সেরা সমর্থক বাপি মাঝি এবং অজয় পাশওয়ান। সেরা হকি প্লেয়ায় সৌরভ পাশিম, মতি নন্দী পুরস্কার অর্থাৎ সেরা সাংবাদিক হচ্ছেন দেবাশিস দত্ত। সেরা কার্যকর্তা অঞ্জন মিত্র পুরস্কার পাচ্ছেন সৌরভ পালসেরা।

সেরা ফুটবলারের সম্মান দেওয়া হচ্ছে দিমিত্রি পেত্রাতোসকে। সেরা ফরোয়ার্ডের সম্মান পাচ্ছেন মনবীর সিং। লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পাচ্ছেন প্রয়াত বিমল মুখোপাধ্যায়। তিনি ১৯৩৯ প্রথম লিগ জয়ী দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। সেরা জুনিয়র ফুটবলার সুহেল ভাট। অমর একাদশের মূর্তি বসার পরে এটাই প্রথম মোহনবাগান দিবস। মূর্তিতে মালা দিয়ে শুরু হবে অনুষ্ঠান।

বাগান মাতাবে এবার তিন বিশ্বকাপার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন সই করলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে। ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে লিয়োনেল মেসির আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার এ লিগে পাঁচ বার সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে সোনার বুট জিতেছিলেন ম্যাকলারেন। চার বছরের চুক্তিতে এবার তাঁকে নিয়েছে সবুজ-মেরুন। আগামী ২৯ জুলাই মোহনবাগান দিবসে কলকাতায় আসতে চলেছেন জেমি স্টেডিয়ামে ৬০,০০০ দর্শকের সামনে খেলা যে কোনও প্লেয়ারের স্বপ্ন। আর যে দেশই হোক, কোনও ডার্বি খেলা সবসময় আমার কাছে অন্যরকম একটা অনুভূতি দেয়।' ভারতীয় খাবারও তাঁর বেশ পছন্দ জানালেন ম্যাকলারেন।৩০ বছর বয়সি এই স্ট্রাইকার এ লিগের ইতিহাসে সর্বাধিক (১৫৪) গোল করেছেন। গত মরসুমেই মেলবোর্ন সিটির হয়ে ২৪টি গোল করেছেন তিনি। এই ক্লাবে টানা পাঁচ বছর খেলেছেন ম্যাকলারেন । ১৪২টি ম্যাচে করেছেন ১০৩টি গোল, যা ক্লাবের ইতিহাসে সর্বাধিক। মেলবোর্নের আগে পার্থ গ্লোরি ও

ম্যাকলারেন। তারপর থেকেই শুরু করবেন প্র্যাকটিস।

কলকাতায় খেলা এবং মোহনবাগানে সই করার বিষয়ে ম্যাকলারেন জানিয়েছেন, 'বহু বছর ধরেই আমি কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবল ফলো করি। আইএসএল-এ এর আগে অনেক বিশ্বমানের ফুটবলাররা খেলে গিয়েছেন বিভিন্ন ক্লাবে। তবে আমি মোহনবাগানে এসেছি ওঁদের ট্রফি জেতার খিদে দেখে। সবুজ-মেরুন সমর্থকদের সামনে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি। আশা করি নিজে আরও ট্রফি জিততে পারব আর দলকেও আরও সাফল্য এনে দিতে পারব।' ডার্বি খেলতে মুখিয়ে আছেন জেমি। তিনি বলেছেন, 'এই ম্যাচ আমি আগেও দেখেছি। একটা ব্রিসবেন রোয়ার্সের মতো দলেও খেলেছেন তিনি।

আইএসএলের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও ক্লাবের জার্সিতে একসঙ্গে তিন জন বিশ্বকাপার খেলবেন। আগেই দিমিত্রি পেত্রাতোস ও জেসন কামিংস মোহন বাগানে ছিলেন। এবার দলে জুড়লেন ম্যাকলারেন। অস্ট্রেলীয় ফুটবলার বলেন, 'পেত্রাতোস ও কামিংসের সঙ্গে একই দলে ও বিপক্ষে খেলার অভিজ্ঞতা আমার আছে। ওদের খুব ভাল ভাবে চিনি। তাই আবার একই দলের হয়ে নামতে ভাল লাগবে। আশা করছি তিন জনে ক্লাবকে জেতাতে বড় ভূমিকা নেব। ওরা থাকায় বাকিদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমার বেশি সময় লাগবে না।'

একরাশ স্বপ্ন নিয়ে বড় দলে খেলাই লক্ষ্য কস্তুরের

মলয় সুর, হুগলি : শরীরী ভাষায় কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার প্রত্যয়, কলকাতা সুপার ডিভিশন লিগে বাজিমাত করার গোপন ফর্মুলা এটাই। সুপার ডিভিশন রেনবো ক্লাবে গোলরক্ষক কস্তুর দাসের ক্ষেত্রেও এটি একশো ভাগ সত্যি। ছোটবেলায় আন্ডার হাইট খেলা থেকেই ফুটবলে হাতে খড়ি কস্তুরের। ২০১৬ সালে প্রথম দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবে উত্তরপাড়া গরলগাছা ক্লাবের হয়ে কলকাতা মাঠে পা রাখা। ২০১৯-এ দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব জানবাজারে সই। এরপর একের পর এক খিদিরপুর ক্লাব, পাঠচক্র হয়ে এ মরশুমে কস্তুর খেলছে রেনবো ক্লাবে। সেখানে কোচিং করান প্রাক্তন ফুটবলার দেবজিৎ ঘোষ। তবে তার বাবা রিপন দাস একসময় ময়দানে কালীঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাবের গোলকিপার ছিলেন। বাড়ি হুগলির গুপ্তিপাড়া এলাকায়। বাবার একটি স্টেশনারি দোকান আছে। তারা দুই ভাই, ছোটো ভাই ঋতুরাজ ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করেন। কস্তুর বিটেক(মেকানিক্যাল) পাশ। ২০১৮ সালে সে মুম্বাইয়ের ভূপেন্দ্রনাথ কলেজের হয়ে খেলে রিলায়েন্স ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হয়। সেখানে সে অনবদ্য গোলকিপিংয়ের জন্য সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পায়। ২০২৩ সালে বিধাননগর গোল্ডকাপে রার্নাস হয়। বেস্ট গোলকিপার হিসেবে কস্তুর পায় সোনার গ্লাভস ও দশ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার। বর্তমান রেনবো দলের প্রাকটিস বারাসাতে চলছে। যাতায়তের অসুবিধার জন্য সেখানেই ক্যাম্পে থাকতে হচ্ছে তাকে। পচিঁশ বছরের তরতাজা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মতো উচ্চতা শক্তপোক্ত চেহারার গোলকিপার হিসেবে অসাধারণ পারফরমেন্সই নজর কেড়েছে বিশেষজ্ঞদের। একজন ভালো গোলকিপারের যে যে গুন থাকা উচিত তার সবই রয়েছে কস্তুরের। বাড়ির আলমারিতে জমেছে অসংখ্য টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড় হওয়ার ট্রফি। তবে কলকাতা ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে বড় ক্লাবে খেলার স্বপ্ন এখনও অধরা। গোলকিপার সুব্রত পাল আদর্শ কস্তুরের।

পুলিশ এসিকে হারিয়ে জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের মাঠে জোড়া আনন্দ। হাফডজন গোলে জয়। আবার মাঠে হাজির জিকসন। আবেগে ভাসলেন যেমন সমর্থকরা, তেমনই আনন্দেও। ডার্বি জয়ের পর হোঁচট খেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা লিগে দারুণভাবেই কামব্যাক করল পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশ এসিকে ৬-০ গোলে হারাল লাল হলুদ ব্রিগেড। জোড়া গোল করেন জেসন টিকে। বাকি গোলগুলি করেন সায়ন ব্যানার্জি, পি ভি বিষ্ণু, শ্যামল বেসরা, আমন সি কে। শুধু জয় নয়, হাফডজন গোলের পর গ্রুপ বি-র শীর্ষেই চলে এল লাল হলুদ ব্রিগেড।

ইউনাইটেড স্পোর্টিংয়ের কাছে হার মহামেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘরের মাঠে ছিল ম্যাচ। তাতেও লজ্জায় ডুবল সাদাকালো ব্রিগেড। ইউনাইটেড স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে হেরে গেল মহমেডান স্পোর্টিং। তাতে কলকাতা লিগে সুপার সিক্সে ওঠাই অনিশ্চিত হয়ে গেল মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। এই ম্যাচে নামার আগে পাঁচ ম্যাচ খেলে তিনটে জয় একটা ড্র ও একটিতে হার নিয়ে মহামেডানের সংগ্রহ ছিল ১০ পয়েন্ট। ৬ ম্যাচে একই পয়েন্ট থাকায় পাঁচ নম্বরে রইল সাদা কালো ব্রিগেড। ইউনাইটেড ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ-এ'তে শীর্ষে উঠে এল।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com